চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 218 Sunday, 9 July, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২১৯ সংখ্যা ✻ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩০, রবিবার, ৯ জুলাই, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার জন্য দায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শনিবার এমনই দাবি করেছেন আইএফএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ভোটের ভোরেই খড়গ্রামের রতনপুরে নির্বাচনী হিংসায় খুন তৃণমূল কর্মী সাত্তারুদ্দিন সেখ। উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। শুক্রবার এখানেই গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

তেলেঙ্গানার জনগণের শক্তি সর্বদাই ভারতের শক্তিমত্তা বাড়িয়েছে। শনিবার তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

মেসির জন্য অপেক্ষায় মায়ামির সমর্থকেরা। মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার ঘোষণার পর থেকেই দেশটির ফুটবল-জগতে শুরু হয়েছে অন্য রকম এক উন্মাদনা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রক্তস্নাত পঞ্চায়েত ভোট

রাজ্যে নির্বাচনের বলি ১৪ • তৃণমূলেরই ৯ জন • আর কত?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শনিবার সকাল ৭টায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হতেই গোটা রাজ্য থেকে হিংসা ও অশান্তির খবর আসতে শুরু করে দেয়। পড়তে শুরু করে একের পর এক লাশ। সবচেয়ে অশান্ত মুর্শিদাবাদ জেলা। শুক্রবার রাত থেকে এই জেলায় দফায় দফায় বোমাবাজি ও গোলাগুলি চলেছে। মুড়ি মুড়কির মতো বোমা পড়ছে। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই কাপাসডাঙায় এক তৃণমূল কর্মীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর নাম বাবর আলি। নিজের বাড়ির বাইরে খুন হয়েছেন বাবর। তাঁকে মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে ও পরে রাস্তায় ফেলে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাবরকে প্রথমে বেলডাঙা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে বহরমপুর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। খড়গ্রাম ও রেজিনগরে আরও দুই তৃণমূল কর্মী খুন হন বলে খবর। বেলা গড়ালেও মৃত্যুমিছিল অব্যাহত ছিল মুর্শিদাবাদে। ফের লালগোলায় খুন হন এক সিপিএম সমর্থক। জানা গেছে, লালগোলার একটি স্কুলের বুথে শাসকদলের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে সিপিএমের। ভোট দিতে এসে সেই সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান রওশন আলি নামে ওই সিপিএম সমর্থক। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। একই সময়ে উত্তপ্ত নওদাতেও প্রাণ খোয়াতে হয় এক কংগ্রেস কর্মীকে। এখানেও তৃণমূলের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে কংগ্রেস কর্মীদের। গুলি চলে বলে অভিযোগ। গুলিতে জখম হন ওই কংগ্রেস কর্মী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। একই ভাবে অশান্ত মালদহ। জেলার মানিকচক এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তার নাম শেখা মালেক। বয়স ৩০ বছর। গুলি লাগার পর তাঁকে মালদহ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওদিকে ভোট শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কোচবিহারে বিজেপির এক পোলিং এজেন্টকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের ১ নম্বর ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা গেছে, নির্বাচন শুরুর ঘণ্টা খানেক পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় গুলি, বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। বিজেপির পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের খবর, পোলিং বুথে ঢুকতে চেয়েছিলেন মাধব। সেই সময় তাঁকে বাধা দেয় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বচসা। অভিযোগ,

তার মাঝেই আচমকা গুলি চালানো হয়। গুলি লাগে মাধবের গায়ে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীও। আজ সকালে দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকে যে বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হন, তাঁর মৃত্যু হয় দিনহাটা হাসপাতালে। মৃতের নাম চিরঞ্জিত কার্জি। শনিবার সকালে দিনহাটার কালীরপাট গ্রামে ভোট ঘিরে তুমুল অশান্তি শুরু হয়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বুথে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। বাধা দেওয়ায় বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয় তারা। বুথের মধ্যেই গুলি চলে। তৃণমূল কর্মীদের মারে রাধিকা বর্মন নামে তাদের আরও একজন কর্মী জখম হন। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখোরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে খুন হলেন তৃণমূলের বিদায়ী প্রধানের স্বামী। নিহতের নাম মহঃ সাহেনশা (৩৫)। গোয়ালপোখোর ২ নম্বর ব্লকের চাকুলিয়ার বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেবরা ১০ নং বুথের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ভোটকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বুথে উত্তেজনা ছিল। বেলা গড়াতে বুথের মধ্যেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কর্মীরা। অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হয় তৃণমূলের বিদায়ী প্রধানের স্বামীর। ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তৈরি হয় তীব্র উত্তেজনা। বেলা গড়াতে আবার হেমতাবাদ থেকে খবর মেলে এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধারের। অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম নারায়ণ সরকার। বছর আটত্রিশের নারায়ণের দেহ মেলে বাড়ির দু'কিলোমিটার দূরে পাট খেতের পাশ থেকে। পরিবারের দাবি, ভোট দিতেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শনিবার। পরে ধোয়ারাই এলাকায় একটি পাট খেতের পাশে পাওয়া যায় তাঁর দেহ। এদিন মারা গেছেন পূর্ব বর্ধমানের রাজিবুল হক। আউসগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ নম্বর বুথে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম হয়েছিলেন সিপিএম কর্মী রাজিবুল। শুক্রবার প্রথমে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শারীরিক অবস্থার অবনতির হওয়ায় গভীর রাতে এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। আজ সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় ৩২ বছর বয়সি রাজিবুলের। এর পরে বেলা গড়াতেই কাটোয়া মহকুমায় ভোটের বলি হন আরও এক তৃণমূল কর্মী। শনিবার সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর মিলছিল কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন বুথ থেকে। আধাসামরিক বাহিনী পর্যাপ্ত না থাকায় উত্তেজনা দেখা দেয় একাধিক বুথে। কাটোয়া দু'নম্বর ব্লকের নন্দীগ্রামে তৃণমূল এজেন্টে গৌতম রায়ের সঙ্গে বচসা বাঁধে সিপিএম কর্মী সমর্থকদের। অভিযোগ তখন ধাক্কাধাক্কিতে মাটিতে পড়ে যান গৌতমবাবু। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ভোট দিতে গিয়ে নদিয়ার চাপড়ায় খুন এক তৃণমূল কর্মী। নিহতের নাম, হামজার আলি হাসান (৫২)। স্থানীয় সূত্রের খবর, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন হামজার। তখনই আচমকা অশান্তি শুরু হয়। তাতেই মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল কর্মীর। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। তবে বোমা না গুলি, ঠিক কী কারণে মৃত্যু তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে আবার বোমার আগাতে মৃত্যু হল আরও এক তৃণমূল কর্মীর। জানা গেছে ভোট দিতে এসেছিলেন আনিসুর ওস্তাগর (৪২)। তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। শনিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত পর্যন্ত রাজ্যে ভোট পড়েছে ৬৬.২৮ শতাংশ। জানিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

অশান্তি-গোলমালের ব্যাপ্তির ফারাক বোঝাল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটের সকাল থেকেই অশান্তির অভিযোগ। অসমর্থিত সূত্রে খবর, গতরাত থেকে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে ১৬ জন। সেই তালিকায় যেমন বিরোধী দলের সমর্থকরা রয়েছেন, তেমনই শাসক দলের কর্মী-সমর্থকরাও রয়েছেন। পুলিশ কোথায়? কেন্দ্রীয় বাহিনীই বা কী করছে? এসব নিয়ে প্রশ্নের মাঝেই এবার অশান্তি ও গোলমালের ব্যাখ্যা দিতে বসল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বিকেলে তৃণমূল ভবনে একযোগে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। ঝামেলা যে হয়েছে, তা অস্বীকার করছে না তৃণমূল। তবে কোনটা বড় ঝামেলা, কোনটা ছোট ঝামেলা তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েও দিল। শশী পাঁজার বক্তব্য, এত কিছুর মধ্যেও ১৩-১৪টি জেলায় নির্বিঘ্নে, কোনও ঝুট-ঝামেলা ছাড়াই ভোট করানো

গিয়েছে। তাঁর কথায়, বড়-সড় ঝামেলা হয়েছে ৮-৯টি বুথে। এছাড়া বাকি ৬০টি বুথে কোথাও ছোটখাটো, তো কোথাও মাঝারি ধরনের গোলমাল হয়েছে। ঝামেলার কথা মেনে নিলেও, তা যে পরিসংখ্যানগত হিসেবে একেবারেই নগণ্য, তাও বোঝাতে কোনও খামতি রাখলেন না তিনি। বললেন, মোট বুথ ৬১ হাজার ৫৩৯টি। সেখানে যেসব জায়গায় ঝামেলা হয়েছে, তা শতকরা হিসেবে অত্যন্ত কম। যদিও কোনও ঘটনাই যে কাম্য নয়, সে কথাও মানছেন শশী। পাশাপাশি যাদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই যে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক, তাও মনে করিয়ে দেন মন্ত্রী। একই কথা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মুখেও। বলছেন, ‘‘৬১ হাজারেরও বেশি বুথ রয়েছে। তার মধ্যে ৮-৯টি বড় ঘটনা। আর বড়জোর ৬০টি ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে। কোথাও পাঁচ মিনিটের গন্ডগোল, কোথাও আধ ঘণ্টার গন্ডগোল, পাড়ার গন্ডগোল হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মারা যাচ্ছেন তৃণমূলের।’’ তৃণমূল মুখপাত্রের দাবি, বাংলায় ‘ভোট হচ্ছে না’ কিংবা বাংলার ‘রক্তের হোলি’ চলছে এসব বলে বিরোধীরা ‘আতঙ্কের মার্কেটিং’ করতে চাইছে। যদিও প্রতিটি মৃত্যুই যে দুর্ভাগ্যজনক এবং কোনও ঘটনাই যে কাম্য নয়, সে কথাও বলছে তৃণমূল। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তৃণমূলের। কুণালের প্রশ্ন, ‘‘চওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, ঘুরছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আর সন্ত্রাস হলে ভিলেন রাজ্যের প্রশাসন। এটা কীভাবে হতে পারে?’’

‘কালীঘাটে চলো’, নন্দীগ্রাম থেকে ডাক দিলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৮ জুলাইঃ ভোট দিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিন কালীঘাট অভিযানের ডাক দিলেন। বললেন, ‘কালীঘাটের ইট’ খুলে নিতে হবে বাংলার মানুষকে।’’ মাত্র দু'টো রাস্তা আছে বাংলার মানুষের কাছে, সে কথাও বললেন তিনি। শুভেন্দু এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘‘মানুষের কাছে দু'টো রাস্তা আছে, জনগনের অভ্যুত্থান, চলো কালীঘাট, গুলি করুক, প্রথম ১০-২০ জন মরবে, কিন্তু বাংলা বেঁচে যাবে। আমি সেই তালিকায় থাকতে রাজি আছি। চলো কালীঘাটের ইটগুলো খুলে নি। এ ছাড়া ৩৫৬ অথবা ৩৫৫ করে নিতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই। দিল্লির কে কী ভাববে, অন্য কে কী বলবে জানার দরকার নেই। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করার জন্য মন্ত্রীত্ব ছেড়ে এখানে এসেছি। একটা কারণে

এখানে এসেছি। আমি একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিয়ে এসেছি। যাতে আমার আপলিফমেন্ট হয়, সেটা হচ্ছে বেঙ্গলকে বাঁচানো। সেই লক্ষ্যে আমি অবিচল থাকব। তার জন্য আমাকে যা করতে হয়, করব। পতাকা নিয়ে বা পতাকা ছেড়ে, বাংলায় গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আমি তাই করব।’’ এর আগে শুভেন্দু সাংবাদিকদের আরও বলেন, ‘‘আগে বলব সমস্ত সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখতে। বলব সেগুলি ফরেন্সিকে পাঠাতে। এ ভাবে ভোট হতে পারে না। আমি আদালতের কাছে যাব। সেখানে বলব এই গোটা প্রক্রিয়ার সিবিআই তদন্ত করতে হবে।’’ শুভেন্দু প্রক্রিয়ার পাল্টা দিয়েছে তৃণমূলও। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, ‘‘আগে থেকেই হেরে যাবেন বলে এসব বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। ৭০ হাজার বুথের মধ্যে সামান্য কোথাও ঝামেলা হয়েছে। সেটা নিয়ে এসব বলার কোনও মানে নেই। বিজেপি হেরে যাবে বলে এসব কথা বলছেন শুভেন্দু অধিকারী।’’

‘মৃত্যুমিছিলে কেন্দ্রীয় বাহিনী বসে পাউরুটি-ঘুঘনি খাচ্ছে’

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৮ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটের শুরু থেকে কাধিক মৃত্যুর খবর সামনে আসতে শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদেও মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের পাশাপাশি কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকেও নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীর বলেন, ‘‘দিল্লির বিজেপির সঙ্গে বাংলার তৃণমূলের সুন্দর বোঝাপড়া রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রথমে আসেনি। পরে নিয়ে আসা নিয়ে গড়িমসি হয়। এসে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে বসে আছে। একদম বোঝাপড়া রয়েছে। দিদি-মোদির বোঝাপড়া রয়েছে। এই যে ভোট হল না, এটার ফায়দা বিজেপি নেওয়ার চেষ্টা করবে আগামী নির্বাচনে। কেন্দ্রীয় বাহিনী গতকাল রাতে এসে, আজকে উদ্ধার করবে?’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনী বড় বড় স্কুলে বসিয়ে রেখেছে।

সকালের খাবার দিয়েছে। সেখানে বসে পাউরুটি-ঘুঘনি খাচ্ছে। কী হচ্ছে এগুলো। এতো মানুষের মৃত্যুর কোনও কারণ ছিল না। বাংলায় মৃত্যুমিছিল বাড়ছে। বোমা-গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ আর মস্তান একসঙ্গে ভোট লুট করাচ্ছে। যেখানে মস্তানরা বাধা পাচ্ছে না, সেখানে একাই লুট করছে। আবার যেখানে বাধা পাচ্ছে সেখানে পুলিশ গিয়ে হামলা করছে। এটা একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষরা মোকাবিলা করবেন।’’ অধীর আরও বলেন, ‘‘বিজেপি চুপ করে আছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর নামে গড়িমসি করতে গিয়ে তারা দিদির হাত শক্ত করল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছিল। সেই সন্ত্রাসকে মূলধন করে বিজেপি লোকসভা ভোটে লাভ করে ১৮টি সিট জিতেছিল। এবারও পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি সুযোগ খুঁজছে। তাই তৃণমূলকে সুযোগ করে দিচ্ছে সন্ত্রাস করার।’’

সন্ত্রাসের সব দায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিযোগ রাজীবের! মাত্র ৩ মৃত্যুর দাবি

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ৮ জুলাইঃ রক্তাক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন। বেলা যত গড়িয়েছে ততই বেড়েছে মৃতের সংখ্যা। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা এদিন জানিয়েছেন, ‘‘ফিল্ড থেকে যে রিপোর্ট আসছে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করছি। এখনও পর্যন্ত ১৩০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। ৬০০-র মতো অভিযোগের আমরা সমাধান করেছি।’’ বরং অশান্তির দায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপরেই চাপিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। অভিযোগ করেছেন, সময় মতো কেন্দ্রীয় বাহিনী না আসার কারণেই অশান্তি বেড়েছে। কমিশনারের আরও দাবি, যেখানে যেখানে বেশি গন্ডগোল হচ্ছে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে। রাজীব সিনহা বলেন, ‘‘সন্ত্রাস যেখানে হয়েছে সেখানে তা সামাল দেওয়া জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব। আমার দায়িত্ব পুরো বিষয়টিকে খতিয়ে দেখে তদন্ত করে তার সঠিক দিক নির্ণয় করা। কেন্দ্রীয় বাহিনী এই রাজ্যে আসা নিয়ে কোথাও কোনও কোন খামতি আমরা রাখেনি।’’ কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে আঙুল তুলে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘‘২৫ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী নিজেরাই এই রাজ্যে আসার জন্য অপেক্ষা করেছে। কেন এবং কী কারণে, সেটা এখন পুরো বলা সম্ভব নয়। ২৫ তারিখে আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর আসা নিয়ে রিকুইজিশন জমা করেছি। যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী ২৭ তারিখের মধ্যে রাজ্যে এসে যেত তাহলে এত সন্ত্রাস বা এই ধরনের সমস্যা সম্মুখীন আমাদের হতে হত না।’’ শেষ ৪৮৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে যে চিঠি রাজ্যে এসে পৌঁছেছে তাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে ২৫ জুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। রাজ্যে নির্বাচনী সন্ত্রাসে অন্তত ১৫ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। যদিও রাজীব সিনহার দাবি, ভোট চলাকালীন মাত্র তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, কেউ কেউ ব্যালট বাক্স নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে আবার অনেক জায়গায় দেদার ছাপ্পা পড়েছে। নির্বাচন কমিশনারের অবশ্য দাবি, ‘‘আইশৃঙ্খলা রাজ্যের হাতে, যেখানে যেখানে অভিযোগ আসছে আমরা সেখানে সমাধান করার চেষ্টা করছি। পুলিশ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই মামলাগুলির তদন্ত করছে।

আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। কোথায় কোথায় গন্ডগোল হয়েছে তার সমাধান সূত্র বের করার জন্য। গতকাল রাত পর্যন্ত যে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে পৌঁছেছে, তাদের মোতায়েন করা হয়ে গিয়েছে। আগামিকাল এই নির্বাচনের স্ক্রুটিনি হবে। এই স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়ার মধ্যে রিটার্নিং অফিসাররা থাকবেন। এই ভোট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে সমস্ত কার্যকলাপ যুক্ত আছে সবটাই আলোচনায় তুলে ধরা হবে। উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ এই কয়েকটি জেলাতে গন্ডগোল হয়েছে।’’ ভোটের দিন অশান্তি নিয়ে কমিশন কী পদক্ষেপ নেবে? এই প্রশ্নের জবাবে রাজীব সিনহা বলেছেন, ‘‘হিংসার ঘটানো অপরাধ। এটা নিয়ে মামলা দায়ের হবে। তদন্ত করবে পুলিশ। পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে।’’

অগ্নিগর্ভ মণিপুরে গুলির লড়াই, পুলিশকর্মী সহ মৃত ৪

ইম্ফল, ৮ জুলাই ঃ কদিন আগেই মণিপুর শান্ত হয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। খুলেছিল স্কুল। যদিও প্রথম স্কুল খোলার দিনেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, মণিপুরের অবস্থা মোটেই ভালো নেই। কেন না, সেদিনই স্কুলের বাইরে মারা গিয়েছিলেন এক মহিলা। তারপর কদিন মণিপুরে কোনও উত্তেজনার খবর শোনা যায়নি। কিন্তু ফের মণিপুর ফিরল মণিপুরেই। গত ২৪ ঘন্টায় বিষ্ণুপুর ও চূড়াচন্দ্রপুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় নতুন করে সংঘর্ষের বলি হলেন চার জন। এর মধ্যে এক পুলিসকর্মীও রয়েছে। রয়েছে এক কিশোর। গুলির লড়াইয়ে আহত আরও বেশ কয়েকজন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে রাজ্য পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর ও চূড়াচন্দ্রপুরের সীমান্ত লাগোয়া খাংভাইয়ে প্রথমে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বন্দুকের লড়াই শুরু হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিরাপত্তা

রক্ষীরা। অতর্কিতে তাদের উপরই গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তা রক্ষীরাও। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে এক পুলিসকর্মী প্রাণ হারান। শনিবার সকালে ফের জঙ্গি হামলার শিকার হন আরও তিনজন। এর মধ্যে এক কিশোর রয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় জঙ্গিরা। প্রাণহানি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে বিষ্ণুপুর ও চূড়াচন্দ্রপুরে। ওই এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের বলি হয়েছেন বহু মানুষ। তার মধ্যে খাংভাইয়ের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। শান্তি ফেরানোর জন্য মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ওই এলাকাকে বাফার জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনায় চার জনের প্রাণ যাওয়ায় ফের আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। বহুদিন ধরে গোষ্ঠীহিংসায় জর্জরিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্য। এর মধ্যে চূড়াচাঁদপুরের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। দু'মাস ধরে জ্বলছে মণিপুর। হিংসা থামার কোনও লক্ষণই নেই। মণিপুরের সমতলের বাসিন্দা মেইতেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুকি এবং নাগা জনগোষ্ঠীর বিরোধ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তফসিলি উপজাতিদের তালিকাভুক্ত হওয়াই মেইতেই সম্প্রদায়ের দাবি। মেইতেইরা মণিপুরের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৩ শতাংশ। এঁরা মূলত ইম্ফল উপত্যকাতেই থাকেন। নাগা আর কুকি'রা মণিপুরের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশ। এঁরাও মণিপুরের পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চলে থাকেন। মেইতেই সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতিভুক্তর তালিকায় আনা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল মণিপুর হাইকোর্ট। এর পরেই নতুন করে উত্তপ্ত হয় এই রাজ্য। হাইকোর্টের নির্দেশের প্রতিবাদে চূড়াচাঁদপুর জেলার তোরবাঙে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন মণিপুর' (এটিএসইউএম) 'আদিবাসী সংহতি পদযাত্রা'র ডাক দিয়েছিল। সেখান থেকেই হিংসার সূত্রপাত হয়। সেই সূত্রপাত-মুহূর্ত থেকেই মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০০ জন এই হিংসার বলি হয়েছেন।

হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হবে ঃ গড়করি

তেলেঙ্গানা, ৮ জুলাই ঃ হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। শনিবার তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় নীতিন গড়কড়ি বলেছেন, আমি নিশ্চিত, হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি হবে। আমি প্রায়শই আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির বিখ্যাত উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করি - আমেরিকান রাস্তাগুলি ভাল নয়, কারণ আমেরিকা ধনী। কিন্তু আমেরিকা ধনী, কারণ আমেরিকান রাস্তাগুলি ভাল। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি আরও বলেছেন, আমি খুশি যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখানে যে রাস্তার পরিকাঠামো গড়ে উঠবে, তা খনি শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা, রফতানি- আমদানি এবং উন্নয়নের ছোট কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করবে এবং আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব।

চোরাইবাড়িতে দেড় কোটি টাকার গাঁজাসহ ২ জন গ্রেফতার

আসাম, ৮ জুলাই ঃ শনিবার (৮ জুলাই) সকাল ১০ টায় চোরাইবাড়ি আসাম পুলিশের হাতে ধরা পড়লো গাঁজা বোঝাই লরিসহ ২ জন পাচারকারী। জানা যায়, ত্রিপুরারাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে টিআর ০১ এইউ ১৭০১ নম্বরের একটি লরি আসামের প্রবেশদ্বার চোরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট পুলিশের চেকিং পয়েন্টে পৌঁছে গাড়িটিতে গেট ইনচার্জের নেতৃত্বে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তল্লাশি করলে সাফল্য আসে। লরির বডিতে থাকা গোপন চেম্বার থেকে ৮২ প্যাকেটে ১ হাজার ৬ শত ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় দে। কোটি টাকার উপরে হবে। এ কান্ডে লরির চালক ও সহচালককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম যথাক্রমে ফজির আলি ও রাকেশ গাজি। উভয়ের বাড়ি ত্রিপুরায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবাসন থেকে ২ যুবকের দেহ উদ্ধার

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই ঃ গুয়াহাটি মহানগরের হেঙেরাবাড়িতে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের প্রধান কার্যালয় চত্বরে একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই যুবকের মৃতদেহ। দুই যুবকের মৃতদেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন স্থানীয় দিশপুর থানায়। ঘটনাস্থলে যায় দিশপুর থানার পুলিশ এবং সিআইডি-র এক দল। সিআইডি এভং পুলিশের প্রাথমিক এনকুয়েস্টে মৃত দুই যুবককে ড্রাগস- আসক্ত বলে ধরা পড়েছে। উদ্ধারকৃত এক যুবককে সুরজিত সিনহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, সুরজিত ভিনফিট নামের এক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন। তবে মৃত অন্য যুবকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত, জানান তিনি। দুটি মৃতদেহ গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের গোড্ডা- হাঁসডিহা-ভাগলপুর এবং ভাগলপুর-সাহিবগঞ্জ সেকশন পরিদর্শন

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেল শনিবার (০৮.০৭.২০২৩) মালদা বিভাগের গোড্ডা - হাঁসডিহা, হাঁসডিহা- ভাগলপুর এবং ভাগলপুর - সাহিবগঞ্জ বিভাগগুলি সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সাথে পরিদর্শন করেছেন। শ্রী বিকাশ চৌবে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মালদা এবং মালদা ডিভিশনের অন্যান্য ডিভিশনাল অফিসাররাও পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সাথে ছিলেন। সকালে, শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেল এই স্টেশনের সামগ্রিক উন্নয়ন পরীক্ষা করার জন্য গুড্ডার গুডস শেড এবং স্টেশন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। গোড্ডায়, শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার আদানি পাওয়ারের পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন এবং পূর্ব রেলের জন্য আরও বেশি করে মালবাহী রাজস্ব তৈরি করতে আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন। এরপরে জেনারেল ম্যানেজার গোড্ডা - হাঁসডিহা এবং হাঁসডিহা - ভাগলপুর সেকশনে একটি উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেন যেখানে ট্র্যাক এবং এর আশেপাশের স্থাপনা যেমন সিগন্যাল, ওভারহেড সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন সুরক্ষা গিয়ারগুলি পরিদর্শন করা হয়েছিল। পরিদর্শনের সময়, ট্রেনের রাইডিং কোয়ালিটি বিশেষ করে পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলিতে, রুটে লেভেল ক্রসিং গেটের অবস্থা ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারগুলি জেনারেল ম্যানেজার পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজারও হাঁসডিহা স্টেশনে একটি ওএইচই ইন্সপেকশন কার উদ্বোধন করেন। ভাগলপুরে, শ্রী দ্বিবেদী বিভিন্ন যাত্রী সুবিধা ও সুযোগ সুবিধা, নিরাপত্তা গিয়ারের অবস্থা, পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করেছেন এবং রেলওয়ে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কে মিডিয়াকে অবহিত করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেল আরও অপারেশনাল নমনীয়তার জন্য রোলিং ব্লক প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়ে অ্যাপ চালু করেছে। কাহালগাঁও পরিদর্শনের জন্য পৌঁছানোর পর, শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজারপূর্ব রেলওয়ে কাহালগাঁও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন যেখানে তিনি এনটিপিসির কর্মকর্তাদের সাথে রেলপথের মাধ্যমে পরিবহণের জন্য আরও মালবাহী ট্রাফিক প্ররোচিত করতে ইন্টারেক্টিভ বৈঠক করেন। পরে, জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে কাহালগাঁও থেকে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন করে সাহেবগঞ্জে পৌঁছান এবং সাহেবগঞ্জে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পরিদর্শন করেন। শ্রী দ্বিবেদী, জেনারেল ম্যানেজার সাহেবগঞ্জে মাঠ কর্মীদের সাথেও মতবিনিময় করেন।

রেল যাত্রীদের জন্য বড় উপহার, ভাড়া কমবে বন্দে ভারত সহ সব ট্রেনের

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই ঃ আপনি যদি প্রায়ই ট্রেনে ভ্রমণ করেন, তাহলে এই খবরটি শুনে আপনি খুশি হবেন। হ্যাঁ, ভারতীয় রেল ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ভাড়া কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। এতে ট্রেনে যাতায়াতকারীরা বড় স্বস্তি পাবেন। এসি চেয়ার কার এবং সমস্ত ট্রেনের এক্সিকিউটিভ ক্লাসের ভাড়ার ক্ষেত্রে এই ছাড় প্রযোজ্য হবে। জানা গিয়েছে রেলওয়ে বোর্ডের আদেশে সেমি হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারত-এর ভাড়া কমানোর কথা বলা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের দেওয়া আদেশে, রেলওয়ের সেই অঞ্চলগুলি থেকে ট্রেনগুলিতে ভাড়া প্রকল্প শুরু করতে বলা হয়েছে, যেখানে গত ৩০ দিনে ৫০ শতাংশেরও কম আসন পূর্ণ হয়েছিল। বেসিক ভাড়ায় রেলওয়ে থেকে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে। অন্যান্য চার্জ আগের মতই প্রযোজ্য হবে। রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে এই ছাড় অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। এছাড়াও, ইতিমধ্যে বুক করা টিকিটের ক্ষেত্র যাত্রীদের কোনও টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। **ফ্লেক্সি ভাড়ার স্কিম ফিরে আসতে পারে ঃ** ট্রেনের ক্ষেত্রে যেখানে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ফ্লেক্সি ভাড়ার স্কিম প্রযোজ্য এবং যাত্রী কম, সেখানে যাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা হিসাবে প্রাথমিকভাবে ফ্লেক্সি ভাড়ার স্কিম প্রত্যাহার করা যেতে পারে। রেলওয়ের এই ব্যবস্থা ছুটি উৎসব ইত্যাদি হিসাবে শুরু হওয়া বিশেষ ট্রেনগুলিতে প্রযোজ্য হবে না। রেলওয়ে বোর্ড এমন সময়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যখন কিছু রুটে বন্দে ভারত ট্রেনে আসন খালি থাকার খবর সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে যে অপেক্ষাকৃত ছোট বন্দে ভারত ট্রেনের সিট পুরোপুরি পূরণ হচ্ছে না। **ভাড়া আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনা ঃ** আলোচনা হয়েছিল যে রেলওয়ে ভাড়া পর্যালোচনা করে তাদের আকর্ষণীয় করার পরিকল্পনা করছে। এই বিষয়ে, রেলওয়ের তরফ থেকে সমস্ত ট্রেনের এসি চেয়ার কার এবং এক্সিকিউটিভ ক্লাসের ভাড়া ২৫ শতাংশ কমানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি এই তথ্যটিও প্রকাশিত হয়েছে যে ইন্দোর- ভোপাল, ভোপাল-জবলপুর এবং নাগপুর-বিলাসপুরের মতো বন্দে ভারত ট্রেনের ভাড়া পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এসব ট্রেনের সিট অনেকাংশে খালি থাকছে। **মাত্র ২১ শতাংশ আসন পূরণ করা সম্ভব হয়েছে ঃ** জুন পর্যন্ত সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, ভোপাল - ইন্দোর বন্দে ভারত ট্রেনে মাত্র ২৯ শতাংশ আসন ভর্তি হয়েছিল। যদিও ইন্দোর- ভোপাল ট্রেনে ২১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত ছিল। তিন ঘণ্টার এই ট্রেনে একটি এসি চেয়ার কারের জন্য ৯৫০ টাকা দিতে হয় এবং এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারের ভাড়া ১৫২৫ টাকা।

ত্রিপুরায় প্রায় দু কোটি টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ১

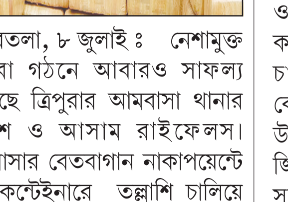

আগরতলা, ৮ জুলাই ঃ নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে আবারও সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরার আমবাসা থানার পুলিশ ও আসাম রাইফেলস। আমবাসার বেতবাগান নাকাপয়েন্টে এক কন্টেইনারে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬ প্যাকেটে মোট ৪৯৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার। সাথে লরির চালককে আটক করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর জেনারেল আসাম রাইফেলস (পূর্ব)-এর অধীনে আগরতলা সেক্টর আসাম রাইফেলসের রাধানগর ব্যাটালিয়ন এবং ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ৪৯৮ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার জানিয়েছেন, আজ সকালে আমবাসা বেতবাগানে নাকা পয়েন্টে সন্দেহমূলকভাবে এমএইচ ১২ আরএন ৮৯৮৪ নম্বরের এক কন্টেইনার গাড়িকে আটক করে আমবাসা থানার পুলিশ। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৬ প্যাকেটে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ৩৬ প্যাকেটে মোট ৪৯৮ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও সুমন মজুমদার। তিনি জানান, সাথে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, আগরতলা বাইপাস থেকে গাঁজাগুলো গাড়িতে বোঝাই করেছে সে। এদিন সকালে চালক কন্টেইনার করে শুকনো গাঁজাগুলি অসমের শিলচরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এসডিপিও জানান, বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজা সহ অভিযুক্তকে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ধলাই জেলার আমবাসা থানার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

'চিনের অর্থনীতি পশ্চিমের উপরে নির্ভরশীল', 'হুঁশিয়ারি' বাইডেনের

বেজিং, ৮ জুলাই ঃ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে 'সতর্ক' করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, বিনিয়োগের জন্য পশ্চিমের উপরই কিন্তু নির্ভর করতে হয় বেজিংকে। আসলে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন জিনপিং। এরপরই তাঁকে এমন বার্তা দেয় ওয়াশিংটনের। তবে বাইডেন মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমি বলতে চাই, এটা কোনও হুমকি নয়, কেবল একটা পর্যবেক্ষণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মার্চে পুতিন ও জিনপিং বৈঠক করেছিলেন। সেই সময় তাঁদের যৌথ বিবৃতিতে পশ্চিমী দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর এই সপ্তাহেও এক ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন দুই রাষ্ট্রনেতা। এই পরিস্থিতিতে এবার

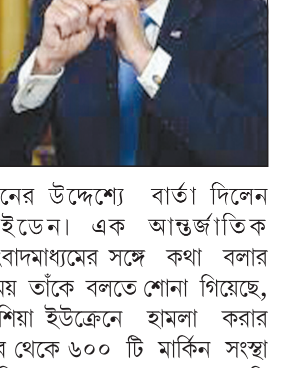

চিনের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন বাইডেন। এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা করার পর থেকে ৬০০ টি মার্কিন সংস্থা রাশিয়া থেকে সরে এসেছে। আপনি (জিনপিং) আমাকে জানিয়েছিলেন আপনাদের অর্থনীতি ইউরোপের বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল। তাই সতর্ক থাকুন, সতর্ক থাকুন। উল্লেখ্য, তাইওয়ান ইস্যুতে চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের 'উন্নতি'কেও ভাল চোখে দেখছে না হোয়াইট হাউস। এই পরিস্থিতিতে বাইডেনের এই বার্তা। তিনি যদিও একে 'হুমকি' বলছেন না, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি রয়েছে তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সমস্ত ট্রেনের এসি চেয়ার কার ও এগজিকিউটিভ ক্লাসে ডিস্কাউন্ট স্কিম চালু

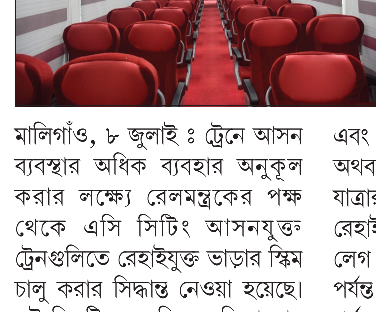

মালিগাঁও, ৮ জুলাই ঃ ট্রেনে আসন ব্যবস্থার অধিক ব্যবহার অনুকূল করার লক্ষ্যে রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এসি সিটিং আসনযুক্ত ট্রেনগুলিতে রেহাইযুক্ত ভাড়ার স্কিম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্কিমটি অনুভূতি ও ভিস্তাডোম কোচ সহ এসি আসনযুক্ত সমস্ত ট্রেনের এসি চেয়ার কার ও এগজিকিউটিভ ক্লাসে প্রযোজ্য হবে। হলিডে / ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ইত্যাদি হিসেবে চালু করা স্পেশাল ট্রেনগুলিতে এই স্কিম প্রযোজ্য হবে না। রেহাইয়ের উপাদান মূল ভাড়ার সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত হবে। রিজার্ভেশন মাসুল, সুপার ফাস্ট উপমাসুল, জিএসটি, ইত্যাদির মতো অন্যান্য মাসুলগুলি, প্রযোজ্য অনুযায়ী, পৃথকভাবে ধার্য করা হবে। আসন পূর্ণতার ভিত্তিতে যে কোনও অথবা সমস্ত ক্লাসে এই রেহাই প্রদান করা হবে। অন্তিম ৩০ দিনের মধ্যে ৫০ শতাংশের কম আসন পূর্ণ হওয়া ট্রেনের ক্লাসগুলি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে। যাত্রার প্রথম-লেগ এবং / অথবা যাত্রার শেষ লেগ এবং অথবা মধ্যবর্তী সেকশন / এবং অথবা যাত্রার শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত এই রেহাই দেওয়া হতে পারে, যদি সেই লেগ / সেকশন শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত ৫০ শতাংশের কম আসন পূর্ণ হয়, ক্ষেত্র হিসেবে। এই রেহাই তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। তবে, ইতিমধ্যে বুক করা যাত্রীদের জন্য ভাড়া ফেরতযোগ্য হবে না। এই ধরনের রেহাই প্রাথমিকভাবে ট্রেনের যাত্রা শুরু হওয়া স্টেশনের সংশ্লিষ্ট জোনের নির্ধারিত একটি সময়ের জন্য বাস্তবায়িত করা হবে, বাস্তবায়িত হওয়ার সময় যাত্রার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ছয় মাসের অধীনে হবে। উল্লেখিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র সময়সীমা অথবা আংশিক সময়সীমা অথবা মাসিক ভিত্তিক অথবা সিজনাল অথবা সাপ্তাহিক দিন সপ্তাহান্তের জন্য রেহাইযুক্ত ভাড়া প্রদান করা হবে। পিটিও/ রেলওয়ে পাস-এর ভাড়ার পার্থক্যতা / কনসেশনাল ভাউচার/ এমএলএ/ এক্স-এমএলএ-এর কুপন/ ওয়্যারেন্ট/ এমপি/ এক্স-এমপি স্বাধীনতা সংগ্রামী ইত্যাদির টিকিট প্রকৃত ক্লাসের ভাড়া অনুযায়ী বুক করতে হবে, রেহাইযুক্ত ভাড়ায় নয়। যদি রেহাই শেষ থেকে শেষ ভিত্তিক প্রদান করা হয় তাহলে নির্ধারিত সময়ের জন্য এই ধরনের ট্রেনে তকাল কোটা নির্ধারণ করা হবে না। এছাড়াও, যদি ট্রেনের আংশিক যাত্রার জন্য রেহাই দেওয়া হয়, তাহলে যেখানে রেহাই দেওয়া হয়েছে সেখানে আংশিক যাত্রার জন্য তৎকাল কোটা দেওয়া হবে না। ১ম তালিকা তৈরি করার সময় এবং বর্তমান বুকিংয়ের সময় পর্যন্ত বুকিং করা টিকিটের জন্য এই রেহাই দেওয়া হবে। টিটিই-র দ্বারাও অনবোর্ডে এই রেহাইয়ের অনুমোদিত হতে পারে। এই স্কিমের ব্যবস্থা ১ বছর সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।

রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্পস্মার্ট কার্ড

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি প্রতিদিনই মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীদের সক্ষম করার জন্য, মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছেন। উত্তরদক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশন গুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্মগুলি (কিভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয়) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ সম্পর্কে সচেতন করতে উত্তর- দক্ষিণ (ব্লু লাইন) এবং ইস্টওয়েস্ট (গ্রিন লাইন) মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে আজ, অর্থাৎ ০৮.০৭.২০২৩ তারিখে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রোর যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

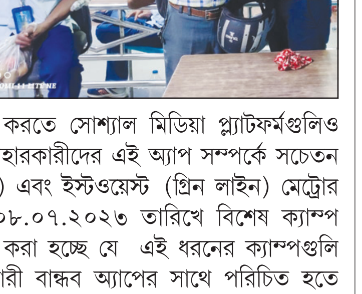

রাশিফল

মেষ ঃ আপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এটি মোকাবিলা করতে আপনার কিছু সঠিক উপদেশ দরকার।

বৃষ ঃ আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। কোন বয়স্ক আত্মীয়ের কাছে থেকে আশীর্বাদ পাবেন ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার প্রচেষ্টায় প্রার্থনা করছেন। প্রেম এবং ভালোবাসা আপনাকে এক খুশির মেজাজে রাখবে।

মিথুন ঃ আত্মীয়রা আপনাকে সমর্থন করবে এবং আপনার মন থেকে উত্যক্তকর বোঝা সরিয়ে নেবে। সতর্ক থাকুন যেহেতু আজকের দিনে বন্ধুত্ব হারানো অত্যন্ত সম্ভবপর।

কর্কট ঃ মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।

সিংহ ঃ আজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে।

কন্যা ঃ আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

তুলা ঃ যোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। আপনার বাচ্চাকে আপনার প্রত্যাশামত ফল করতে অনুপ্রেরিত করুন।

বৃশ্চিক ঃ আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হোন, বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার ব্যবসায় নতুন উচ্চতা দিতে পারেন।

ধনু ঃ আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে।

মকর ঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত কারবার বাস্তবায়িত হবে এবং অবিশ্বাস্য লাভ এনে দেবে।

কুম্ভ ঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন।

মীন ঃ আপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজ নিয়োজিত রাখা এবং এই রোগের বিরুদ্ধে নিজেকে উদ্বুদ্ধ রাখাই সবচেয়ে শ্রেয়।

চীনের লেজুড় নয় বাংলাদেশ ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ৮ জুলাই ঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, শ্রীলঙ্কার ঘটনার প্রেক্ষিতে অনেক পন্ডিতরা মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ বোধ হয় চীনের খপ্পরে পড়ে গেল। কারণ বাংলাদেশ চীন থেকে অনেক বেশি ঋণ নিয়েছে। অথচ চীন থেকে বাংলাদেশ এতো ঋণ নেয়নি। বরং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ চীনের দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে। পরিস্কার করে বলতে চাই, বাংলাদেশ চীনের লেজুড় নয়। আমরা কারো লেজুড় বৃত্তি করতে চাই না। শনিবার (৮ জুলাই) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ডিকাব টকে এসব কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভূরাজনীতির কারণে অনেকের নজর বাংলাদেশে। আমরা কাউকেই দেইনি। দিলেই অনেকের আনএনাউন্স স্টেশন হয়ে যাবে এখানে। এখন পর্যন্ত না দিয়ে আছি। দোয়া করবেন যাতে এগুলো থেকে উত্তরণ করতে পারি। ভারত প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ফরেন পলিসিতে ভারত আমাদের একনম্বর বন্ধু। এই সম্পর্কে গভীরতা থাকায় তাদেরও উন্নতি হচ্ছে আমাদেরও হচ্ছে। উন্নয়নের ফলে কয়েক লাখ বাঙালি বেড়াতে যান। তাদের কিছু লোক এখানে কাজ করতে আসছেন। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আমাদের সুসম্পর্ক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান। এজন্য একের পর এক বাংলাদেশে লোক পাঠাচ্ছেন। চীনও আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। সব দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো ভালো হয়েছে। সম্পর্কে উন্নতি আসায় ব্যবসা-বাণিজ্য বে।ছে। জাতীয় সংসদ

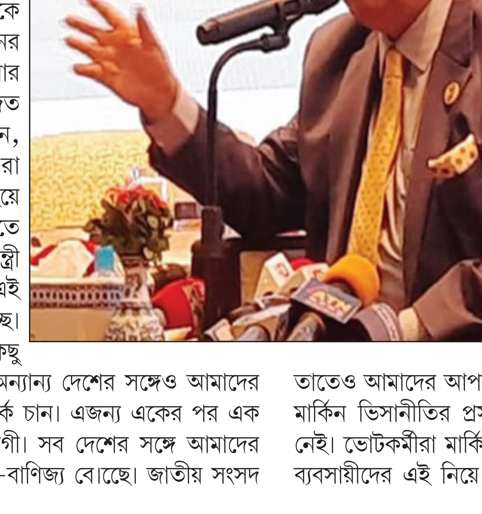

নির্বাচনের প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরাও চাই। সরকারও চায় ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন। আমেরিকাতে আ।াইশ বছরের গণতন্ত্র। তারপরও দুর্বলতা আছে। সেখানকার লোকরাই বলে। এরপরেও তারা বাংলাদেশে আসছে। আসুক। তারা দেখবে বিশ্বের মডেল নির্বাচন হচ্ছে বাংলাদেশে। আমরা মিয়ানমার মার্কা নির্বাচন করতে চাই না, যারা আসতে চান তারা আসুন। আমাদের লুকানুর কিছুই নেই। তারা কেউ কেউ হয়তো নির্বাচন বানচাল করতে চান। এটি করলে দেশের অমঙ্গল আসবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে কেউ ধ্বংস করতে না পারে সেটা নিয়ে ভয়। ভোট নিয়ে কোনো চাপ নেই। আমরা জিয়া সাহেবের হ্যাঁ, না ভোটে যেতে চাই না। আমরা আমাদের নিজেদের তাগিদেই স্বচ্ছ ও সুন্দর ভোট করব। নির্বাচন নিয়ে অনেকেই বড় বড় কথা বলছেন। তারা বলছেন, ইলেকশন করতে দেবেন না। তবে কারা কারা এই কথা বলেছেন তাদের নাম প্রকাশ করেননি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশ নিয়ে রাশিয়ার বক্তব্যের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এটি ওদের বক্তব্য। আমরা কিছু জানি না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের চিঠি ভুলে ভরা। তবু তিনি যা বলেছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। তিনি সংলাপের কথা বলেছেন। তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। তবে আমরা কোনো সন্ত্রাসী দলের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। মার্কিন ভিসানীতির প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মার্কিন ভিসানীতি নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। ভোটকর্মীরা মার্কিন ভিসানীতি নিয়ে তাদের এতো চিন্তা নেই। কিছু সরকারি কর্মচারি ও ব্যবসায়ীদের এই নিয়ে মাথাব্যথা রয়েছে।

তাঁর অবসরের কোনও প্রশ্নই নেই ঃ শরদ পাওয়ার

মুম্বাই, ৮ জুলাই ঃ অজিত পাওয়ারকে কটাক্ষ করলেন কাকা শরদ পাওয়ার। অজিতের দাবি ছিল অশীতিপর 'মারাঠা স্ট্রংম্যান' এবার অবসর নিন এবং তাঁর উত্তরাধিকার বর্তাক ভাইপোর উপরেই। সেই প্রসঙ্গেই শরদ পাওয়ার জানিয়ে দিলেন, তাঁর অবসরের কোনও প্রশ্নই নেই। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই পাওয়ার শিবির ছেড়ে 'বিদ্রোহী' বিধায়কদের নিয়ে এনডিএ সরকারে যোগ দিয়েছেন অজিত। দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে কাকার সঙ্গে দ্বন্দ্বও শুরু হয়ে তাঁর। ইতিমধ্যেই অজিতকে দল থেকে বহিস্কার করে দিয়েছেন শরদ পাওয়ার। তাঁর সঙ্গে এনডিএতে যোগ দেওয়া ৯ বিধায়ককেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দল থেকে। এই পরিস্থিতিতে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বর্ষীয়ান নেতাকে বলতে শোনা যায়, না টায়ার্ড হু, না রিটায়ার্ড হু (ক্লান্তও নই, অবসরও নিচ্ছি না)। আমাকে অবসর নিতে বলার ওরা কে? আমি এখনও কাজ করতে পারি। এদিকে অজিতের অভিযোগ, স্বজনপোষণ করতে চাইছেন শরদ। তাই নিজের মেয়ে সুপ্রিয়া সুলেকে দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। এপ্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন এনসিপি সুপ্রিমো। তাঁর কথায়, প্রফুল্ল প্যাটেলকে ইউপিএ আমলে মন্ত্রী বানানো হয়েছিল, ভোটে হারা সত্ত্বেও। ইউপিএ আমলে পিএ সাংমার মেয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানানো হয়েছিল। সুপ্রিয়া এখনও সুযোগই পায়নি। তাহলে অজিত কেন এসব বলছে? এগুলো একদম ঠিক নয়। এর আগেও শরদকে একই সুরে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, দল এই ঘটনায় আহত, কিন্তু সকলেই জানিয়েছেন দলকে শক্তিশালী করে তুলতে তাঁরা লড়বেন। আসলে আজকের বৈঠকের উদ্দেশ্যই ছিল সকলের মনোবলকে জাগিয়ে তোলা। সেই সঙ্গেই তাঁর বয়স নিয়ে ভাইপো অজিতের কটাক্ষের জবাবে শরদের মন্তব্য, বয়সটা কোনও ব্যাপারই নয়। ৮২ হোক বা ৯২, আমি এখনও সক্রিয়।

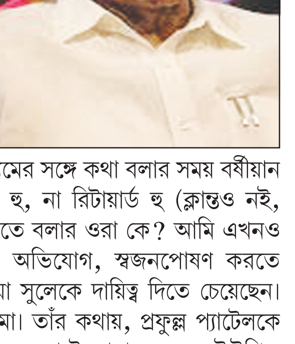

হাওড়া জেলা সদরের ৪টি ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ হাওড়া জেলা সদরের ৪টি ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হলো। দুপুর ৩টে পর্যন্ত ভোট পড়ে ৫০ শতাংশের উপর। এদিন বেলা বাড়ার সাথে সাথে হাওড়া সদরের বেশ কিছু জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ ওঠে। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, প্রার্থী সহ প্রার্থীর এজেন্টকে মারধর, ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেওয়ার মতো বিভিন্ন অভিযোগ ওঠে। তবে হাওড়ায় বড়ো ধরনের অশান্তির কোনও ঘটনা এদিন ঘটেনি। এদিন হাওড়ায় ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সিপিএমের বিরুদ্ধে। ডোমজুড়ের মহিয়ারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্কুরহাটি কিবরিয়া গাজী হাইস্কুলের ৫ নম্বর পার্টে ব্যালট বাক্সের মধ্যে জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেখানে পাল্টা সিপিএম প্রার্থীকেও বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল প্রার্থী শেখ আবিরা বলেন, সিপিএমের লোকেরা এসে জল ঢেলে দিয়েছে। এরপর আমাকে মারতে গিয়েছে ওনার স্বামী। তখন রেগে গিয়েছি। আমাকে হারাবে বলে আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়েছে। ওরা প্রায় ২৫-৩০ জন ছিল। ওনার শ্বশুর বলেছে ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেলে দিবি। এদিকে, এদিন খবর পেয়ে ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিন হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বাকুল এলাকার একটি বুথে সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় আইএসএফ, সিপিএম ও নির্দল প্রার্থীরা বিক্ষোভ দেখায়। বুথের সামনে তারা জমায়েত করলে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও র‍্যাফ এসে তাদের সরিয়ে দেয়। এদিন হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের জগদীশপুর হাইস্কুলে বিজেপি প্রার্থীর এজেন্টকে

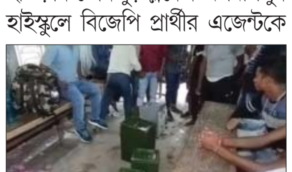

মেরে বুথের বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এদিন সকালে তাঁর কেন্দ্রে ভোট দেন তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। কোনও গন্ডগোলের খবর নেই। হাওড়ায় মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ভোট দিচ্ছে। বিরোধী শক্তি এখানে নেই। অনেক জায়গায় এজেঃট বসাতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী কর্মসূচির জন্য মানুষ ভোট দেবে। বিরোধীরা একটাও সিট পাবে বলে মনে হয়না। অনেক বিরোধী শক্তির জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। পুলিশ খোকন গায়েন নামে একজনকে কেন গ্রেফতার করেছে সেটা পুলিশ জানে। নির্বাচনের সময় পুলিশ তাদের কাজ করবে। মুখে কেউ বললে সে তৃণমূল হয়ে যায় না। তৃণমূলের সিম্বল জোড়া ফুল। জোড়া ফুলের বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধায়ের নাম করে যারা দল করতে চাইবে তাদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। বালি এলাকার নির্দল প্রার্থীদের সাহায্য করছে খোকন গায়েন। তৃণমূল মানে জোড়া ফুল। যারা ব্যক্তি স্বার্থে নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন মানুষ তাদের সরিয়ে দেবে। শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে। প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ করছে। এখানে কোনওরকম হিংসা নেই। অন্যদিকে, এদিন হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়ায় বুথ দখলের অভিযোগ তোলে আইএসএফ। বড়গাছিয়ার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর বুথ দখল করে ছাপ্পা মারার অভিযোগ তোলে তারা। গ্রামবাসীরা ভোট দিতে গেলে বাধা দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তড়া করে জমায়েত সরিয়ে দেয়। এছাড়াও চামরাইল খালিয়া ১৭০ নং বুথ ও জগদীশপুর মাঝেরহাট প্রাইমারি স্কুলেও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে।

তারকেশ্বরে ভোটের আগের রাতেই ঘরে ঢুকে হামলা

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর, হুগলি,৮ জুলাই ঃ ভোটের আগের রাতেই ঘরে ঢুকে হামলা। গুলিবিদ্ধ নির্দল প্রার্থীর মেয়ে। হুগলির তারকেশ্বরের ঘটনা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে গুলির খোল। পিন্টু সিং নামে ওই নির্দল প্রার্থীর মেয়ে চন্দনা সিংকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, এই পিন্টু সিং তৃণমূলের টিকিট পাননি বলেই নির্দল হিসেবে লড়ছেন। প্রার্থীর পরিবারের দাবি, তারা পুলিশকে জানালেও পুলিশ গুলির খোলটাও উদ্ধার করেনি। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে তারকেশ্বরের নাইটা মাল পাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টিপনা এলাকায়। নির্দল প্রার্থীর অভিযোগ, শুক্রবার রাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে আচমকা হাজির হন। তাঁদের পরিবারের সবাইকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পিন্টু সিং জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে শ্রীমন্ত সিংকে প্রথমে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। পরে তাঁর মেয়েকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়। ছেলের গায়ে গুলি না লাগলেও মেয়ের মাথায় গুলি লাগে বলে জানা গিয়েছে পরিবারের তরফে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে চন্দনা। এরপর তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। এই ঘটনায় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তৃণমূল প্রার্থী দীপ হাঁসদা জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। তবে যে দোষী তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পোলিং অফিসারকে মারধর জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, জয়নগর, ৮ জুলাই ঃ বিধানসভার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের বাটরা প্রাথমিক স্কুলে ফাস্ট পোলিং অফিসারকে মারধরের অভিযোগ তৃনমূলের বিরুদ্ধে। অমর্ত্য সেন নামে ওই অফিসার শনিবার জানান, ভোট চলাকালীন হঠাৎই তৃনমূল ও নির্দল দুপক্ষের মধ্যে গোলমাল বেধে যায়। বেঞ্চ ভেঙে মারামারি শুরু হয়।আর এই গোলমালের মধ্যে তাকেও মারা হয়। গুরুতর আহত ওই পোলিং অফিসারকে উদ্ধার করে তাকে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর।

দক্ষিণবঙ্গে দেখা নেই বর্ষার বৃষ্টির উল্টে চড়তে পারে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ বর্ষার বৃষ্টির এখনও দেখা নেই কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বিগত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই, তাতে অবশ্য পুরোপুরি স্বস্তি মিলছে না। এমতাবস্থায় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অন্যদিকে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। কলকাতার তাপমাত্রা শনিবার কিছুটা কমেছে, এদিন তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। শনিবার সকালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হলেও, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকছে। অনুভূত হচ্ছে ঘর্মাক্ত গরমও। দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টি কবে থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে শনিবার পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। উল্টে বর্ষাকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির আকাশ আংশিক মেঘলাই থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হলেও বজায় থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

আমায় মেরে ফেলবে, বুথ থেকে সরান হাতজোড় করে সুকান্তকে আর্জি রাজ্য পুলিশেরই এক কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ দিনাজপুরে উল্টো চিত্র! যে পুলিশের বিরুদ্ধে বার বার শাসক দলের সন্ত্রাসে মদতে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই পুলিশের আর্জি আমায় মেরে ফেলবে, বুথ থেকে সরান, শনিবার ভোটের দিন সকালে হাতজোড় করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এই আর্জি জানান রাজ্য পুলিশের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঝাঁ। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুরে ১৭৬ নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোট পড়ছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সুকান্ত। তখনই রাজ্য পুলিশের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঝাঁ সুকান্তের গাড়ির কাছে এসে কাতর স্বরে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার আর্জি জানান। কৃষ্ণমোহন জানান তিনি শিলিগুড়ি কমিশনারেট থেকে এসেছেন। এই অঞ্চলের কাউকেই তিনি চেনেন না। তবে শাসকদলের লোকেরাই তাঁকে মেরে ফেলার জন্য শাসাচ্ছেন বলে অভিযোগ কৃষ্ণমোহনের। সেই সময়ে সুকান্তকে বলতে শোনা যায়, ''আপনার হাতে তো লাঠি রয়েছে, ব্যবহার করছেন না কেন।'' তিনি যে ভয় পাচ্ছেন তা পরে সংবাদমাধ্যমের সামনেও বলেন কৃষ্ণমোহন। তিনি বলেন, ''আমি সরতে চাইছি। আমি কী করব একা? আমায় হুমকি দিচ্ছে। আমি বলেছি, ছাপ্পা ভোট হতে দেব না। তখন বলেছে, 'চুপচাপ থাকুন। না হয় এখান থেকে সরে যান।

পুরোপুরি ছাপ্পা ভোট হবে।' একই সঙ্গে কৃষ্ণমোহন বলেন, ''আমার লাইন সামলানোর কথা। কিন্তু বাধ্য হয়ে বুথের ভিতরে গিয়েছি। তার পরেই মেরে ফেলার হুমকি। আমি এখন এখান থেকে সরে যেতে চাইছি।'' তাঁর দাবি, এই বিষয়ে তিনি ফোন করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কেউ কিছু জানাননি। তিনি বলেন, ''আমাকে মেরে ফেলবে বলছে। পুলিশকর্তাদের ফোন করেছি। তারা কিছুই বললেন না।''এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ''গোটা রাজ্যেই ভোটের নামে প্রহসন চলছে। পুলিশকে নিয়ে ভোট করছে তৃণমূল। আর গঙ্গারামপুরের ঘটনা দেখিয়ে দিল, কোথাও কোথাও সৎ পুলিশকর্মীরা প্রতিবাদ করলে তাঁরাও কতটা অসহায়।'' তবে সুকান্তের দাবি, বেশির ভাগ জায়গাতেই পুলিশের মদতে গোলমাল করছে তৃণমূল। তিনি বলেন, ''ওই পুলিশকর্মী আমার কাছে আসার আগে তাঁর কর্তাদের কাছেও জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আসলে উপরের কর্তারা সবটাই করছে তৃণমূলের নির্দেশ মতো।'

হুগলির খানাকুলে ভোট দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন তিন ভোটার

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল হুগলি, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটে বিধ্বংস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গোটা রাজ্যেই। ঝরছে রক্ত। শাসক থেকে বিরোধী, প্রাণ যাচ্ছে প্রায় সব দলের কর্মীদের। শনিবার সকাল ৭টা ভোট শুরু থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত প্রায় রাজ্যে ভোটের বলি হয়েছেন ১৫ জন। এর মধ্যে সবথেকে বেশি মৃত্যু মুর্শিদাবাদে। এরইমধ্যে এবার ভোট দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন তিন ভোটার। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা হুগলির খানাকুলে। আহতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন বলে জানতে পারা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার দুপুরের পর খানাকুলের নতিবপুরে বিহারীলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, তখনই কালো কাপড়ে মুখ বেঁধে ওই ভোট কেন্দ্রে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। তখনই দুজনের পেটে গুলি লাগে। অন্যজনের নাকে গুলি লাগে। আহতদের তালিকায় রয়েছেন কাজল পাঁজা, সৌমেন লালা, অশোক বাউর। এরা সকলেই খানাকুলের নতিবপুরের বাসিন্দা বলে জানা যায়। ইতিমধ্যেই তাঁদের উদ্ধার খানাকুলের নতিবপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ভোটের দিন সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে একাধিক এলাকায়। হুগলির আরামবাগের ধামসা হাইস্কুলে ভোটকে কেন্দ্র ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

বল ভেবে খেলছিল বোমা নিয়ে, কাশীপুরে খেলতে গিয়ে জখম দুই শিশু

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৮ জুলাই ঃ বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম হল দুই শিশু। শনিবার এই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাশীপুরের ছোঁয়ানি এলাকায়। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে। সেখান থেকে তাদের স্থানান্তরিত করানো হয়েছে কলকাতায়। শনিবার সকালে ছোঁয়ানি এলাকায় বিস্ফোরণে জখম হয় দুই শিশু। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, রাস্তার ধারে বোমা পড়েছিল। সেই বোমাকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে জখম হয় ওই দুই শিশু। তারা সম্পর্কে ভাই এবং বোন। তাদের জখম অবস্থায় প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জিরানগাছা হাসপাতালে। পরে তাদের স্থানান্তরিত করানো হয় কলকাতায়।

বহড়ুর হাসিমপুরে বুথ ভাঙচুর, বোমাবাজি ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা,বহড়ু, ৮ জুলাই ঃ শনিবার ভোট চলাকালীন গন্ডগোল, বোমাবাজির ঘটনায় উওজেনা ছড়ালো জয়নগর থানার বহড়ু হাসিমপুরে। এদিন সকাল থেকেই বোমাবাজি ও মারপিটের ঘটনা ঘটে জয়নগর ১ নং

ব্লকের বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসিমপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০১,৮০২ ও ৮২ নং বুথে। তৃনমূল ও নির্দলের মধ্যে মারপিট ও বোমাবাজির ঘটনায় আহত হন দুপক্ষের কয়েকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী চলে আসে। দুপুরে ব্যালট বাক্স বুথ থেকে ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে। দুপক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আর এই ঘটনায় ঐ বুথে ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে পড়ে।এলাকায় উওজেনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে।

আরামবাগে চললো ছাপ্পা ভোট, ব্যালট পেপার ছিঁড়ে দেওয়া হল

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৮ জুলাই ঃ বুথে চলল ছাপ্পা ভোট। কিছু ব্যালট পেপার ছিঁড়ে দেওয়া হল। এরপরেই ব্যালট বাক্স সিল করে ডিসিআরসিতে জমা দিলেন প্রিসাইডিং অফিসার। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরমাবাগের বাতানলের ৭৮ নম্বর কাচগোরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে এমনটা ঘটত না বলেই মনে করেন ওই প্রিসাইডিং অফিসার। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে নির্দিষ্ট সময়েই ভোটগ্রহণ শুরু হয় ওই বুথে। অভিযোগ, হঠাৎই বাইক বাহিনী এসে বুথে তাণ্ডব শুরু করে। চলে ছাপ্পা ভোট। ছিঁড়েও দেওয়া হয় কিছু ব্যালট পেপার। খবর পেয়ে বুথে পৌঁছান সেক্টর অফিসার। এরপরেই সেক্টর অফিসারের নির্দেশে ডিসিআরসিতে ব্যালট বাক্স জমা দেন প্রিসাইডিং অফিসার। এই বিষয়ে ওই প্রিসাইসাং অফিসার বলেন, 'সব ঠিকঠাক চলছিল, ৯টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। ৪ জন এজেন্ট ছিল। হটাৎ কিছু মানুষ এসে ৪ জনকে মেরে বের করে দিল। আমাকে বলল, আপনাকে একটু ছাড়তে হবে। আমি বলি, পিসফুল ভোট হচ্ছে, এমন বলছেন কেন? আবার ঠিকঠাক ভোট শুরু হল। মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে। এরপর ১১টার সময় প্রায় ২০¯ ২৫ জনের বাইক বাহিনী এল। যে ব্যালট পেপারগুলো ছিল সেগুলি কিছু ছিঁড়ল, কিছু ঢোকাল, তারপর পালিয়ে গেল। এই ঘটনার পরেই সেক্টরে ফোন করে গোটা বিষয়টি জানান প্রিসাইডিং অফিসার। তিনি বলেন, 'আমি বহু চেষ্টা করেছি। একটা মাত্র পুলিশ ছিল। একটা সিভিক সাহায্যের জন্য ছিল। সেক্টরকে ফোন করলম। সেক্টর বলল গেটটা বন্ধ করে দিন। গেট বন্ধ করে দিলাম। সেক্টর অফিসার গিয়ে দেখলেন। দেখে তাঁরা বললেন, যতটুকু যা হয়েছে চলে যান। এখানে আর ভোট হবে না।' ওই প্রিসাইডিং অফিসার জানান, বুথে কোনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ছিলেন না থাকলে এই ঘটনা ঘটত না বলেই মনে করেন তিনি।

রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে ক্ষতি হয় তার জন্যে রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে। প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার এন্ড হেডমিস্ট্রেসেস এর তরফে নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসায় দুষকৃতকারীদের তান্ডবে চেয়ার, বেঞ্চ সহ অন্যান্য আসবাবপত্র নষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এর ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার পাশাপাশি পঠন পাঠন ব্যাহত হয় বলে জানান হয়েছে।

হাওড়ায় আক্রান্ত সিপিএম যুব নেত্রী দীপ্সিতা ধর ও তার মা, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুলাই ঃ রাজ্যে লাগামহীন সন্ত্রাসের পঞ্চায়েত ভোটে হাওড়ায় আক্রান্ত সিপিএম যুব নেত্রী দীপ্সিতা ধর। রাস্তায় ফেলে সিপিএম নেত্রীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুধু তিনিই নয় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর মা দীপিকা ধরও। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ । যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। জানা গেছে, এদিন বালি ঘোষপাড়া বালিকা বিদ্যাপীঠে অবাধ ভোট লুঠ করছে বলে খবর যায় দীপ্সিতার কাছে। সেই মতো তিনি দ্রুত ওই বুথে পৌঁছন। অভিযোগ, তখনই শাসকদলের একদল দুষ্কৃতী দীপ্সিতাকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে । তৈরি হয় উত্তেজনা। পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শুধু তাই নয়, আরও কয়েকজন সিপিএম কর্মীকেও বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। একজনের কান কেটে রক্তও বেরিয়ে গিয়েছে। সিপিএম কর্মীসমর্থকদের দাবি, যাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সকলেই বহিরাগত। এবং শাসকদলের দুষ্কৃতী। অপরদিকে, নিশ্চিন্দা বীনাপাণি স্কুলে সিপিএম প্রার্থী তথা দীপ্সিতার মা দিপীকা

ধরকেও হেনস্থার অভিযোগ উঠছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। ধস্তাধস্তিতে ভেঙে গিয়েছে দীপিকাদেবীর চশমার কাচ।

দীপ্সিতা ধর বলেন, সকাল থেকেই টুকটাক ছাপ্পা চলছিল। আমরা বসেছিলাম। পরে শুনি দুর্গাপুরে ব্যাপকহারে ছাপ্পা ভোট চলছে। আমি আর আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিন্দি স্কুলে যাই। সেখানে যেতেই এক মহিলা আমাদের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন। তখন আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অভিযোগ জানাতে যাই। সেই সময় ভিতর থেকে একদল পুরুষ যাঁরা এলাকার বহিরাগত সকলে এসে আমাদের আক্রমণ করল। আমার গালে চড় মেরেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূলের নেতা কল্যাণ দাস বলেন যে, তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে দীপ্সিতা এবং তার সঙ্গীরা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

হরিপাল ও চন্ডীতলা এলাকায় দু একটি ছোটখাট ঘটনা ছাড়া শান্তিতে ভোট পর্ব মিটলো

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ জুলাই ঃ হরিপাল হুগলি থেকে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন। রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও দক্ষিণবঙ্গের জেলা হিসাবে হুগলি জেলার হরিপাল ও চন্ডীতলায় দু একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পর্ব মিটলো। হুগলির চন্ডীতলার দুটি ব্লক এবং হরিপাল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট কেন্দ্রগুলিতে নির্দিষ্ট সময় সকাল সাতটা থেকেই ভোট পর্ব শুরু হয়ে যায়, সকালের দিকে মাঝারি আকারে ভোট পড়লেও দুপুরের পর থেকে মহিলা ভোটারদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বিকাল ৫ টার পরও

অনেক ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য লাইন লক্ষ্য করা গেছে। জানা গেছে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে বেশিরভাগ বুথে। চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক বিভাবসু মুখোপাধ্যায় জানান চন্ডীতলা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ ভোট দান করেন। হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপতিপুর ২৪৪ নম্বর বুথে এক মহিলার ভোট কেউ দিয়ে গেলে সেই নিয়ে সাময়িক অশান্তির সৃষ্টি হয়। হরিপাল ব্লকের আশুতোষ, সহদেব, পাটরা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট মিটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

আইএসএফ তৃণমূলের সংঘর্ষে ফের উত্তাল হয়ে উঠলো হুগলির জাঙ্গিপাড়া

দুরন্ত বার্তা, জাঙ্গিপাড়া, ৮ জুলাই ঃ ভোটের আগের দিন রাতেও থামল না অশান্তি। আইএসএফ তৃণমূলের সংঘর্ষে ফের উত্তাল জাঙ্গিপাড়া। আইএসএফ এর জাঙ্গিপাড়া ব্লক সভাপতি আবু আমের সিদ্দিকিকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেবার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে জাঙ্গীপাড়া থানার পুলিশ। আই এস এফ এর ব্লক সভাপতি অভিযোগ করে বলেন, ' ভোটের আগের রাতে শিয়াখালা থেকে বাড়ি ফেরার সময় ফুরফুরার ৪৪ নম্বর বুথ এলাকায় আমাদের দলীয় প্রার্থী ও প্রস্তাবকের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের বচসা হচ্ছিল দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি। তারপর সবার সাথে কথা বলে বিষয়টা মিটমাট করে চলে আসার সময় স্থানীয় জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান তথা এবারে হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল প্রার্থী শামীম আহমেদ কিছু লোকজন নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। এবং আমাকে মারধর শুরু করে। এবং ওরাই বুথ দখলের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক ঢুকিয়েছে এলাকায়।'যদিও আই এস এফ এর অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করে শাসক দল তৃণমূল। তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থী শামীম আহমেদ ফোনে জানান, 'ফুরফুরায পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না আইএসএফ । তাই রাতের বেলা সংবাদ মাধ্যমকে দিয়ে এইসব কথা ছড়ানো হচ্ছে। ওরাই বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসছে। যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা ওদের নিজেদের মধ্যে হয়েছে। কারণ রাতের বেলায় কে থাকবে এলাকায়?' অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ফুরফুরায় পৌঁছায় জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার জন্য দায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশনঃ নওশাদ সিদ্দিকি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার জন্য দায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শনিবার

এমনই দাবি করেছেন আইএফএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এদিন সকাল থেকে বহু অভিযোগ লিখিত আকারে কমিশনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলেও জানিয়েছেন নওশাদ। সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটে সন্ত্রাসের দায় কমিশনের নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রশাসনের। এরপরই নওশাদ কমিশনের উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি প্রথমেই বলেছিলাম কমিশন চাইলে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। না হলে যতই কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকুক না কেন কিছু হবে না। আসলে পায়ের নীচে মাটি সরে গিয়েছে। তাই এরা এরকম আচরণ করছে। মানুষ পাশে নেই। তাই সুকৌশলে ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভোট দিতে দিচ্ছে না।'তিনি বলেন, 'আমাদের প্রার্থীর বাড়িতে তালা মেরে দিয়েছে তৃণমূল। শুক্রবার রাত থেকে বোমাবাজি হচ্ছে। পুলিশকে জানানো সত্ত্বে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' সকাল থেকে বোমাবাজি হচ্ছে কাউকে বুথে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। মারধর করা হচ্ছে। এটা ভোটের নামে প্রহসন।'কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কী ভাবে বাহিনী মোতায়েন করা হবে তা ঠিক করা যার দায়িত্বে ছিল তিনি যদি দায়িত্ব ঠিক মতো পালন না করেন তবে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। তাদের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। কী দায়িত্ব সেটাই ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই এই অবস্থা।' বিধায়কের দাবি,'বাহিনী নিয়ে আগে থেকে গাছাড়া মনোভাব ছিল। তাই একের পর এক প্রাণহানী ঘটল। এর দায় কমিশনকে নিতে হবে।'

পান্ডুয়ায় বুথের বাইরে পুড়ল বাইক, বহিরাগতরা বুথ দখলের চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, পান্ডুয়া, ৮ জুলাই ঃ পান্ডুয়ায় বুথের বাইরে পুড়ল বাইক। বহিরাগতরা বাইকে করে এসে বুথ দখলের চেষ্টা করলে পাল্টা প্রতিরোধ করেন গ্রামবাসীরা। আর তাতেই ছড়ায় প্রবল উত্তেজনা। এই ঘটনায় আহত হন বিরোধীদলের এক নেতা। পান্ডুয়ার গোয়ারায় খিতীন্দ্রনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৩ ও ৯৪ নম্বর বুথ হয়েছিল। বেলার দিকে এই দুই বুথ দখল করতে আসে বাইক বাহিনী। তারা প্রায় কুড়িটি বাইকে চড়ে এখানে এসে হানা দেয়। সেই সময় পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহিরাগত দুষ্কৃতীরা বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট মারার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাদের ধাওয়া করলে তারা দুটি বাইক ফেলে পালিয়ে যায়। এরপর গ্রামবাসীরা বাইক দুটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যা নিয়ে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এদিকে হুগলির ব্যান্ডেল পঞ্চায়েতের একাধিক বুথে বহিরাগতদের জমায়েত হয়েছে বলে খবর। অভিযোগ পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে পুলিশের বিশাল দল এলাকায় পৌঁছয়। লাঠি চালিয়ে বহিরাগতদের এলাকা ছাড়া করা হয়। কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ।

ভোট চলাকালীন সবুজ আবির মেখে বিজয় উৎসবে সামিল তৃণমূলের দুই প্রার্থী জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ জুলাই ঃ শনিবার ভোট চলাকালীন সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী জয়নগরে। এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপুকুর ঠাকুরচক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩৯ ও ২৪১ নং বুথের দুই তৃণমূল প্রার্থী রুম্পা গাজী ও জাকারিয়া মোল্লা ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন এদিন দুপুরে বিজয়ী হিসাবে সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে।এমনকি তাঁরা বুথ থেকে বেরিয়ে এলাকায় সবুজ আবির খেলায় মাতলেন। বিজয় মিছিল করলেন।আর এব্যাপারে দুই তৃণমূল জয়ী প্রার্থী রুম্পা গাজী ও জাকারিয়া মোল্লা বললেন,এ দিন সকাল থেকে ভোট পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে ভোটাররা তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন দেখে বিপুল হারে আমাদের ভোট দেয়।বিরোধী সিপিআইএমের প্রার্থীরা সে ভাবে এখানে কোনো ভোট পায় নি। আর সেই কারনে

সিপিআইএম দলের প্রার্থীর এজেন্টরা বুথ থেকে হার হচ্ছে দেখে বেরিয়ে যায়। আর আমাদের জয় নিশ্চিত হয়। আমরা এই প্রথমবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিজয়ী হলাম।এলাকার উন্নয়নে আমরা আরও বেশি করে কাজ করতে পারবো এখানে।ভোট চলাকালীন এই ভাবে বিজয়ী কি ভাবে হওয়া যায় সে বিষয়ে দুই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বলেন,ভোট এখনো চললেও আমাদের জয় নিশ্চিত হওয়ায় আমরা বিজয় উৎসবে সামিল হলাম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২১৯ সংখ্যা, রবিবার, ২৩ আষাঢ়, ১৪৩০

ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী

সম্পাদকীয়

ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী অটুট থাকবে বলে মনে করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনও বিবাদ নেই। কোনও কালেই তা ছিল না। যখন পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে বাংলাদেশ পরিচিত ছিল তখন দুই বাংলার মধ্যে সম্পর্ক অটুট ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙালি মুসলিম ছাত্ররা করকাতায় পড়তে যেত এবং বাংলাদেশের বহু রোগীরা কলকাতার হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যেত। এখনও বাংলাদেশের বহু নাগরিকরা কলকাতার চিকিৎসকদের চিকিৎসায় বিশ্বাস করে। তার জন্য প্রতিদিন বহু রোগীরা বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হয়। আবার এখন বহু পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে। বহু ভারতীয় বাঙালির ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারে নাড়ির সম্পর্ক। এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে একমাত্র ভাষা এবং সাংস্কৃতিকে ভিত্তি করে। ভারতের কলকাতায় রবীন্দ্র ভারতী এবং বিশ্ব ভারতীতে বাংলাদেশের বহু ছাত্ররা পড়াশুনা করে। পশ্চিমী পাকিস্তানের লোকেরা কোনও কালেই এই সম্পর্ক ভালো নজরে দেখে না। তারা একটি সময়ে মনে করতো পূর্ব পাকিস্তানর বাঙালি মুসলিমরা ভারতের চর। গুপ্তচর বৃত্তি করছে ভারতের হয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষী মানুষদের শেখানো হতো উর্দু বলতে হবে। বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মুসলিমরা কিন্তু উর্দুকে গ্রহণ করেনি এবং আরব দেশের ইসলামি সংস্কৃতি গ্রহণ করে নেয়নি। তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মুসলিমরা এক সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। শক্তি দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে জব্দ করতে গিয়েছিল। সেই সময়ে ভারত বাংলাদেশের নাগরিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের মানবিকতাকে সম্মান দিতে শুরু করে। ভারত বাংলাদেশ এখন নিবিড় সম্পর্কে বন্ধন হয়ে গিয়েছে। জি-২০ সম্মেলনে যখন ইসলামিক দেশগুলি কাশ্মীরকে বিতর্কিত অঞ্চল বলে গ্রহণ করে তারা প্রতিনিধি পাঠানো থেকে বিরত ছিল তখন বাংলাদেশ সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠায় এবং ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল। ভারত বাংলাদেশ এই মৈত্রীকে ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বহু বিদেশি রাষ্ট্র পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের এক জঙ্গিকে ভারতের গোয়েন্দা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। সেই জঙ্গির নাম হচ্ছে খিরামুল হক ওরফে তালহা। এসটিএফ দেওয়া তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে তল্লাশি করতে গিয়ে বাংলাদেশের ঢাকার সবুজবাগ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি। আবু তলহা যেভাবে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিবাদের পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং বহু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রচনা করেছিল তাতে ভারতের গোয়েন্দারা খুবই চিন্তিত ছিল। বহু দিন ধরে তাকে ধরতে চেষ্টা করেছে ভারতীয় গোয়েন্দারা। কিন্তু তার কোনও সন্ধান করতে পারছিল না। অবশেষে ঢাকার সবুজবাগ থেকে তাকে ধরা হল। কলকাতা পুলিশ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

সাহিত্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করলেন বাগ দেবীর বরপুত্র গণ। এদের কথা উল্লেখ করতে গেলে আগেই যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মহাকাব্যটি জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও রামায়ণ নিয়ে চর্চা হয়, গবেষণা হয়ে থাকে। তারপরে যার নামটি এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন ব্যাসদেব। তিনি 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জগত বিখ্যাত হয়েছে। এখনও তাঁর মহাকাব্য নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হয়ে থাকে। বাগ দেবীর বহু বরপুত্র রয়েছেন। সবার কথা আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত বাগ দেবীর বরপুত্রের কথা উল্লেখ করবো এখানে। এবারে যার নাম এসে পড়ে তিনি হলেন কালিদাস। তিনি স্বয়ং সরস্বতী দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। তিনি 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' কাব্য রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে উজ্জ্বল করেছেন। তারপরে কবি জয়দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি রাজসভার কবি ছিলেন। কালিদাসও রাজসভার কবি ছিলেন। কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে সংস্কৃতি সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের নামও করতে হয়। তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন বাংলায়। শ্রীকৃষ্ণ রাধা ভক্তি গীতিকে বাংলায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তারপরে নাম করতে হয় বিদ্যাপতি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। যদিও তিনি চৈতন্যদেবের আগের কবি। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। তারপরে নাম করতে হয় কবি চণ্ডীদাসের। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু কৃষ্ণ রাধা প্রেম কাহিনী নিয়ে বহু পদাবলী পাওয়া যায়। এরপরে নাম করতে হয় রামপ্রসাদ সেনের। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলার সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করেন। তারপরে নাম করতে হয় ভারতচন্দ্রের। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। মঙ্গল কাব্যের রচয়িতারাও বাগ দেবীর বরপুত্র ছিলেন। মঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মনসা মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং শিবায়ন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সংস্কৃতি জগতে বাংলাকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর সহ আরও অনেকে। সঙ্গীতের বরপুত্র ছিলেন রামপ্রসাদ সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কানা কেষ্ট, রাই চাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন সহ আরও বহু বাগ দেবীর বর পুত্রগণ রয়েছেন। বাংলায় সরস্বতী পুজো এসে উপস্থিত হলেও এঁদের কথা প্রথমেই মনে পড়তে শুরু করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বিদ্যাসাগরকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না।

বাংলা পুরাতনী সঙ্গীত সম্রাট রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

ব্যাণ্ড এবং রক সঙ্গীতের যুগে সবাই এখন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একেবারে ভুলে গিয়েছে। বাংলার পুরাতনী সঙ্গীত চর্চা আর হতে দেখা যায় না। কিন্তু একটা সময়ে ছিল যখন বাংলার সংস্কৃতি জগতে পুরাতনী সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ছিল উচ্চ স্থানে। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে এবং শচীন দেববর্মন বাংলার পুরাতনী সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং প্রায় সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তাঁদের সঙ্গীতের মধ্যে পুরাতনী সঙ্গীতের সুর এবং ভাবনা ছিল। কিন্তু রামকুমার চট্টোপাধ্যায় পুরাতনী বাংলার সঙ্গীতকে একেবারে আঁকড়ে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। ভোলা ময়রার কবি গান থেকে শুরু করে নিধুবাবুর টপ্পা তাঁর গানের তালিকায় স্থান পেয়েছিল। জমিদারী মেজাজ নিয়ে তিনি পুরাতনী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তিনি নিজেই বলতেন, পুরাতনী সঙ্গীত পরিবেশন করতে গেলে সেই যুগের যে রকম পরিবেশ ছিল তাকে কিন্তু সঙ্গীত আসরে ফিরে নিয়ে না আসতে পারলে পুরাতনী সঙ্গীতের রসটা সবাই উপভোগ করতে পারা যাবে না। সেই কারণে তাঁর সঙ্গীতের যন্ত্র হিসাবে পুরাতনী সঙ্গীত যন্ত্র ব্যবহার করার রীতি ছিল। তিনি কোনও সময়ে আধুনিক যন্ত্র নিয়ে পুরাতনী সঙ্গীত পরিবেশন করেননি। আজকার বহু বাউল শিল্পীরা দেখি তারা আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে বাউল সঙ্গীত গাইছেন। কিন্তু বাউল সঙ্গীত হচ্ছে লোক সঙ্গীত। লোক সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রকে মিশিয়ে দিলে লোক সঙ্গীত বা বাউল সঙ্গীতের আসল রসটা একেবারে মরে যায়। সেই কারণে পুরাতনী সঙ্গীত শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কোনও সময়ে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করেনি তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন করার সময়ে। তিনি সব সময়ে বাংলার প্রাচীন সঙ্গীত যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার বৈঠকী গানে ওস্তাদ ছিলেন। একটি সময়ে বাংলার জমিদার বাড়িতে বৈঠকী গানের আসর বসত। সেই সব আসরে যে সব গান পরিবেশন করা হতো তার সন্ধান করতেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। সেই সব গান সন্ধান করে তার আসল সুর গ্রহণ করে তিনি ভারতের সঙ্গীত প্রেমীদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গানের একটি আলাদা রকমের মেজাজ ছিল। তিনি রসিয়ে রসিয়ে মজার পুরাতনী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। 'তুমি কাদের কূলে বউ গো তুমি কাদের কূলে বউ' এই গানটি পরিবেশন করলে শ্রোতারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার স্বদেশি সঙ্গীত গাইতেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ, নজরুল থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীতও পরিবেশন করতেন। তবে এই সব স্বদেশি অনুষ্ঠান তিনি আগস্ট মাসে করতে ভালো বাসতেন। তিনি বলতেন, আগস্ট মাসটা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার মাস। সেই কারণে এই সময়ে তিনি স্বদেশি গান গাউতে থাকবেন। অ্যান্টনি কবিয়াল এবং ভোলা ময়রার কবিগান তিনি গাইতেন। কবিগান গাওয়ার সময়ে তিনি বলতেন, বাংলার কবিগানে যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তারা অসামান্য প্রতিভাধর ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

গান রচনা করে তাতে সুর দিয়ে গান পরিবেশন করতে পারতেন এই কবিগানের শিল্পীরা। ভোলা ময়রা এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কবিগান গেয়ে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন। সেকালের জমিদাররা এই কবিগানকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। কগিান আসলে হচ্ছে গানের লড়াই। আগেকার দিনে মোড়গ লড়াই বা বুলবুলি লড়াই হতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। সেই লড়াই দেখতে প্রচুর দর্শকের ভিড় হতো। লড়াই শেষ হলে সবাই টাকা পয়সা ছুঁড়ে দিত বিজয়ী মোড়গের দিকে তাক করে। কবিগানও গানের লড়াই। গান দিয়ে পরাস্ত করতে হবে অপরপক্ষকে। ভোলা ময়রা এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি কবি গানের লড়াই শোনার জন্য বহু বিত্তশালী জমিদাররা বহু অর্থ ব্যয় করে কবিগানে আসর বসাতেন। বিশেষ করে দুর্গা পুজোর সময়ে কবিগানের আসর জমিদার বাড়ির ঠাকুর দালান চত্বরে বসতো। সবাই সেখানে উপস্থিত হতো পারতো। কারোর প্রবেশে বাধা নিষেধ ছিল না। সবাই সেই কবিগান শোনার জন্য উপস্থিত হতো। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ভালোবাসতেন দাদা ঠাকুর। তিনি যেসব কবিতা রচনা করেছিলেন সেই সব কবিতাকে গান হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে নজরুলের গান শুনিয়েছিলেন। নজরুলের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং তাঁর স্বদেশি গানগুলি তিনি গাইতে পচ্ছন্দ করতেন। রামকুমার টপ্পা শিখেছিলেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যাকে বলা হতো কালোবাবু। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার গহরজান, আঙ্গুরবালা, শিশির ভাদুড়ী, ছবি বিশ্বাস, কমল দাশগুপ্ত, মোহিনী চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবিন ভদ্র, সুবল দাশগুপ্ত উত্তাল দাশগুপ্ত মতো সঙ্গীত শিল্পী এবং অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। পাহাড়ী সান্যাল, কানন দেবী, সর্যূবালা, সুচিত্রা সেন, সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখার্জি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সুচিত্রা মিত্র, পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়ালসহ আর অনেককে তিনি গানে মুগ্ধ করে দিতে পেরেছিলেন। মজলিসি আসর বসাতে গেলে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় একেবারে অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন।

তিনি আবার হাতে সময় পেলে কলকাতার বাইজি বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন। তাদের কাছ থেকে গান শুনতেন এবং সেই সব গান তিনি আবার মঞ্চে পরিবেশন করতেন। বাইজিরা মজা করে বলতেন কী সঙ্গীতবাবু আপনি কি আমাদের ভাত মারতে এসেছেন। তিনি তার উত্তরে বলতেন, তোমাদের ভাত মারতে আমি আসিনি। তোমাদের গান যে একটি শিল্প সেটাকে সবার কাছে তুলে ধরার জন্য আমি এসেছি। তোমার হচ্ছো এক একজন সেরা সঙ্গীত শিল্পী। তেমাদের মর্যাদা না পাওয়াতে আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ হয়। কেন তোমাদের শিল্পী বলে গ্রহণ করছে না সমাজ তাতে আমি অবাক হয়ে যাই। তোমাদের প্রতিটি গানের মধ্যে শিল্প রয়েছে। সেই শিল্পকে সম্মান দেওয়া উচিত। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আবার খেয়াল সম্পর্কে খুবই ওস্তাদ ছিলেন। তিনি খেয়ালও গাইতে পারতেন। তবে তিনি বিশেষ অনুরোধ হলেই তবে খেয়াল গাইতেন। তবে সেই সময়ে কলকাতার বাবু সমাজ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতনী সঙ্গীত শুনতে ভালোবাসতো। কলকাতার নির্মল চন্দ্র চন্দ্র এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গাঢ় ছিল। তাঁর পুত্র প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। পুজোর সময়ে নির্মল চন্দ্র চন্দ্র স্ট্রিটের চন্দ্র বাড়িতে এসে বহুবার তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। রামকানাই অধিকারীদের বাড়িতে এসে ঝুলনের সময়ে উপস্থিত থেকে গান গেয়েছেন। রামকানাই অধিকারী বাড়িতে বসবাস করতেন বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পী যদুভট্ট। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার যদু ভট্টের গানও গাইতেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এখন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুরাতনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো আর একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে চণ্ডীদাস মাল। তিনিও পুরাতনী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। দাদা ঠাকুর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা বেতারের সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। দাদা ঠাকুর রামকুমারকে খুবই ভালোবাসতেন। সেই সময়ে বেতারে গান গাইলে পাঁচ টাকা করে দেওয়া হতো। বেতার শিল্পীদের কাছে এটা ছিল একটি সম্মান।

ইউক্রেনে নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহারে রাশিয়া

রাশিয়াতে পুতিন খুবই চাপে রয়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন নিষিদ্ধ তালিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন ভুল হয়ে গিয়েছে আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে। এখন তিনি পিছু হটতে পারছেন না। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে পারছেন না। যুদ্ধে রাশিয়ার কম ক্ষতি হচেছ না। রাশিয়া আগ্রাসন নীতিকে বজায় রাখতে ইউক্রেন আক্রমণ করেছে। কিন্তু ইউক্রেনবাসীরা তাদের মাতৃভূমি রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে গিয়েছে। ফলে যুদ্ধের গতিটা ক্রমশ ইউক্রেনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। থার্মোবারিক রকেট বা ভ্যাইকউম বোমা এমন এক ধরনের বোমা যা অক্সিজেনকে একেবারে শুষে নেয় এবং প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে। একে এরসোল বোমাও বলা হয়ে থাকে। ইউক্রেন সেনা প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে খারকিভে রাশিয়া থার্মোবরিক বোমা ব্যবহার করেছে। তার ফলে সেখানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। শহর দখল করতে রাশিয়ার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে থার্মোবারিক অস্ত্র ব্যবহার করা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যে করেই হোক নেটোর আগ্রাসন রুখে দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি চাইছেন না রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেটো এসে বসবাস করতে শুরু করুক। নেটোকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। নেটো বহুবার চেষ্টা করেছে রাশিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে রাশিয়ার ওপরে নজরদারি করতে। সেটা রাশিয়া করতে দেয়নি বলে রাগ করতে শুরু করে দিয়েছে নেটোর নেতারা। ব্রিটেন এবং আমেরিকা একই সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা চাইছে ইউক্রেন দিয়ে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করতে। রাশিয়া ইডক্রেন দখল করতে এমন সব অস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেছিল যা আন্তর্জাতিক অস্ত্র তালিকায় নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে, তাদের কাছে এমন সব খবর আছে রাশিয়া যে সব অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা নিষিদ্ধ তালিকার অংশ বিশেষ। পুতিনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দেওয়া হোক বলে দাবি উঠতে শুরু করে

দিয়েছে। পুতিনকে যুদ্ধবাজ এবং যুদ্ধাপরাধী তকমা দেওয়ার কথা উঠতে শুরু করেছে সর্বত্র। তার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পুতিন ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কারোর কোনও কথা শুনতে চাইছেন না তিনি। রাশিয়ার শর্ত মেনে ইউক্রেনকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা আগে করতে হবে এবং জেলেনস্কিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এর ফলে বিশ্ব জুড়ে পুতিন বিরোধী ক্ষোভ জমা হতে শুরু করেছে। করোনা ভাইরাসে গোটা বিশ্ব যখন জর্জতির তখন রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ ডেকে নিয়ে এলো। তাহলে কি পুতিন সারা বিশ্বকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে চায় তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার কিম যে রকমভাবে অস্ত্র দিয়ে বিশ্ববাসীকে দমন করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, চিন যেভাবে অস্ত্র সেনা দেখিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া একই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। এটার জন্য রুশ প্রশাসন দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী একমাত্র পুতিন। তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশে রুশ প্রশাসন তাঁর কথা শুনে কাজ করতে শুরু করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন আমেরিকা নেটো শক্ত প্রয়োগ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। নেটো অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে নামলে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সেই কারণে নেচো বাহিনীরা চুপ করে সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদেরকে গোলাবর্ষন করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুতিনের ইউক্রেন যুদ্ধ এখন ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন ইউক্রেন সহজে দখল করে নেবেন। সেটা করতে পারছেন না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইউক্রেন সেনারা মাতৃভূমি রক্ষা করতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, সব কিছুই পরিকল্পনা মাফিক এগোতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সুখবর পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধে প্রবল ক্ষতির জন্যে আটজন রুশ কর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুতিন এখন প্রবল চাপের মধ্যে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তিনি শুধু মাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বাইরে বের হচ্ছেন খুবই কম। প্রশাসনিক বৈঠক করছেন না। তবে বিশেষ সুত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে পুতিনের শাসনের পতন কি ইউক্রেন যুদ্ধেই দেখতে পাওযা যাবে? তা নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শ্যামা সঙ্গীতেও বৈঠকী গানের ধারা আনেন রামকুমার

শ্যামা সঙ্গীত তিনি গাইতেন একেবারে মজলিসি মেজাজে

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯২১ সালে। উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ার সঙ্গীত শিল্প পরিবেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেই এত বড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা উভয়ের প্রেরণায় তিনি বড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন বাংলার হারিয়ে যাওয়া যেসব গানগুলি রয়েছে তার মধ্যে বাংলার সঙ্গীতের আসল রস নিহিত রয়েছে। বাংলার সেই সব হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীততে সবার সমানে তুলে ধরে নিয়ে আসতে হবে এটাই ছিল তাঁর মনের উদ্দেশ্য এবং এর ফলে বাংলার সঙ্গীত যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে পারবে তিনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আজকের যুগে সেই চিন্তা নিয়ে কোনও সঙ্গীত শিল্পীকে চলতে দেখা যায় না। সবাই এখন রক এবং ব্যাণ্ড সঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত। শচীন দেববর্মনও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মত পোষন করতেন। শচীন দেববর্মন পুরাতনী গান গেয়েছেন এবং তাঁর গানের মধ্যে বাংলার লোক শিল্পের সুর শুনতে পাওয়া যায়। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার শ্যামা সঙ্গীত ভালো গাইতে পারতেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীতটা অনেকটা মজলিসি ঢংয়ে গাইতেন। তার ফলে সবাই সেই গানটি উপভোগ করতে পারতো। রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীত তিনি গাইতেন একেবারে মজলিসি মেজাজে। তাঁর গানের ঢংটাই ছিল মজলিসি। সেই ঢংকে সমানে রেখে তিনি সব গানগুলি গাইবার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজেই বলতেন গানের রসকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করাতে

গেলে মজলিসি মেজাজ না থাকলে গানের রসাস্বাদন সবাই করতে পারবে না। সেই কারণে মজলিসি মেজাজ দিয়ে গান গাইতে হয়।

কোনও কোনও কোনও বৈঠকী গানের অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে ঝাড় লণ্ঠনের তলায় বসে একেবারে জমিদারী মেজাজে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন। রাত তখন তিনটে হয়ে গেলেও তাঁর গানের কণ্ঠ কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তিনি তখন একেবারে অন্য জগতে বিরাজ করছিলেন। পরে তাঁর হুঁস হয়েছিল রাত গভীর হয়ে গিয়েছে। গান বন্ধ করে দিয়ে এবারে তিনি উঠতে চেষ্টা করলে আয়োজকেরা বলেছেন, আপনি আর এতো রাতে কোথায় যাবেন? আপনার বিশ্রাম করার ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আপনার সঙ্গীদেরও বিশ্রাম করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিয়েছি। আপনারা সেখানে আরাম করে বিশ্রাম করুন। কালকে ভোর বেলায় আপনাদের গাড়ি করে যে যার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনও রকমভাবে কারোর কোনও অসুবিধা হবে না। একবার রামকুমার গান গাইতে শুরু করে দিলে তিনি গানে বিভোর হয়ে যেতেন। গান গাওয়াকে তিনি নিজের ইচ্ছা মতো স্তব্ধ করে দিতে পারতেন না। তখন তাঁর যন্ত্র শিল্পীরা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতেন রাত গভীর রয়েছে। এবার বাড়ি ফেরার পালা। তিনি তখন গান বন্ধ করে দিতেন। তিনি পেশাদারী শিল্পী ছিলেন না। গান গাওয়ার জন্য টাকা নিতেন বটে। কিন্তু তা বলে তিনি কোনও সময়ে ঘড়ি দেখে গান গাইতেন না। গানে একবার তাঁর মেজাজ এসে গেলে সেই গানের আসর কোথায় গিয়ে থামবে কেউ তা বলতে পারতো না। এটাই ছিল রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প বৈশিষ্ট্য। তিনি একেবারে ঘড়ি ধরে মেপে ঝুকে গান গাইতে পারতেন না। তিনি নিজেই বলতেন, আমি বৈঠকী গান গাই। বৈঠকী গানের কোনও নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। ২০০৯ সালে ১৮ মার্চ ইহলোক ত্যাগ করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর ফলে বাংলার সঙ্গীত জগত পুরাতনী গানের অভাব বোধ করতে থাকে। যদিও তাঁর পুত্র শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় পিতার পথকে অনুসরণ করে গান গেয়ে

হেরিটেজ

হোলি ট্রিনিটি চার্চ

রাজা রামমোহন সরণিতে রয়েছে হোলি ট্রিনিটি চার্চ। এই চার্চটি তৈরি হয়েছিল ১৮২৬ সালে। রেভারেন্ট বিয়ার এই চার্চটি নির্মাণ করেছিলেন। সকলের কাছে গির্জাটি পরিচিত ছিল কেরি সাহেবের গির্জা নামে। নীল বিদ্রোহ নিযে দীনবন্ধু মিত্র এই সংলগ্ন স্কুলে পড়াশুনা করতেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন জেমস লং।

তিনি এক সয়ে হোলি ট্রিনিটির সংলগ্ন গির্জার পাশে সেন্ট পলস স্কুলে পড়াতেন। ১৮২০ সালে মির্জাপুরের এক জমিদারের কাছ থেকে সেই সময়ে খিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম যাজকেরা জমিটা কিনে নিয়েছিল। তখনকার সময়ে এই বিশাল জমিটির দাম গ্রহণ করা হয়েছিল ২০ হাজার ৪০০ টাকা। রেভারেন্ট জেমস লং তখন এখানকার পাদ্রী ছিলেন। তিনি 'নীল দর্পন' নাটকটি ইংরেজিতে অনুসাবদ করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে জরিমানা দিয়ে হয়। সেই জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন জমিদার কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে 'নীল দর্পন' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'নীল দর্পন' ইংরেজিতে অনুবাদ করার ফলে নীলকর চাষিদের ওপরে যে অত্যাচার ইংরেজরা করতো তা নিয়ে বিলাতে ঝড় বইতে শুরু করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় চাষিদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে বিশদে আলোচানা করে। তার পরে নীলকর চষিদের ওপরে সাহেবরা অত্যাচার কমাতে শুরু করে। একটি সময়ে নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। তখন বিলাতের কারখানা থেকে নীল তৈরি করা হতো। রেভারেন্ট জেমস লং ছিলেন একজন ভারত প্রেমিক লোক। তিনি ভারতবাসীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল থেকে শুরু করে নিজে বিভিন্ন স্থান ঘুরে গরীবদের দানধ্যান করতেন। সেই সময়ে জেমস লং সাহেবের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের খুবই বন্ধুত্ব ছিল। জেমস লং সাহেবের সঙ্গে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল। বহুবার তিনি উত্তরপাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন যখন সেখানে মাইকেল বসবাস করতেন। 'লং সাহেব-কা গির্জা' বলে এই গিজাকে তখন কলকাতাবাসীরা জানতো। জেমস লং জন্ম গ্রহণ করেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডে (১৮১৪-১৮৮৭)। তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক অ্যাংলো আইরিশ গির্জার। ১৮৩৮ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। বেহালার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে সিএমএস মিশন চালু করেছিলেন।

কোচবিহার জেলাজুড়ে পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাসের বলি ৩

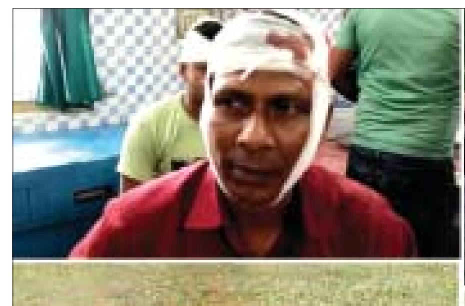

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৮ জুলাই ঃ 'সন্ত্রাস, নাশকতা, হত্যা এবং বিস্ময়ের মধ্যে দিয়ে শত্রুর মনোবল ভেঙে দাও.. এটাই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ' বলেছিলেন আডলফ হিটলার। শনিবার কোচবিহার জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী যেন হিটলারের এই উক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়ে দিল। সন্ত্রাসের আবহাওয়াতেই সম্পন্ন হল কোচবিহারের পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই সন্ত্রাসের বলি হল ৩ রাজনৈতিক কর্মী। গতকাল রাত থেকেই শুরু হয় শত্রু দমনের প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে রাজনৈতিক দল যে জায়গায় শক্তিধর সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছে। গতকাল রাতে দিনহাটা ১ ব্লকের ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশ্বর গ্রামে গুলিবিদ্ধ হন সিপিএম কর্মী তিনি ওই এলাকায় বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থীর সমর্থনকারী ছিলেন। রাত বাড়তেই মৃত এক তৃণমূল কর্মী। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছাট বলগা এলাকায় তৃণমূলের বুথ ক্যাম্পে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় তৃণমূল কর্মী গণেশ দাসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারার অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের দিকে। অপরদিকে এই ঘটনায় কানু দাস নামে আরেকজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হন। সকাল হওয়ার আগেই মৃত্যুর খবরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় জেলাজুড়ে। অপরদিকে গভীর রাতে তুফানগঞ্জ দুই ব্লকের শালবাড়ী দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বজরাপুর এলাকায় বিজেপি কর্মী শুকদেব বর্মন ও চুটুম অধিকারীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। রাতেই তাদের ভর্তি করা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। এরপর ভোর হওয়ার ঠিক আগেই দিনহাটা ১ নং ব্লকের কুটিমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫৫ নাম্বার বুথের নির্দল প্রার্থী ভোলা বর্মনকে গুলি করার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় মজিদুল হককেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল ও পরবর্তীতে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। নির্দল প্রার্থী ভোলা বর্মনের পেটে গুলি লাগে শনিবার বেসরকারি নার্সিংহোমে তার অস্ত্রোপচার হয়। দিনহাটাতেই ভোররাতে আটিয়াবাড়ী ২ অঞ্চলের বউবাজার সংলগ্ন এলাকায় সিপিএম প্রার্থী আব্দুল কায়ুমের বাড়িতে হামলা ভাঙচুর এবং তার মাকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে গুরুতর আহত অবস্থায় সিপিএম প্রার্থীর মাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে আসতেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানোত্তর। এমত অবস্থায় শনিবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ ভোটগ্রহণ শুরু হতেই কোচবিহারের সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত দিনহাটা ১নং ব্লকের ৬/ ১৩০ নং বড়ভিটা গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলের বুথে ভাঙচুর ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তৈরি হয় সন্ত্রাসের বাতাবরণ। অভিযোগ গতকাল রাত থেকেই এই এলাকায় তান্ডব চালাতে থাকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এবং সকাল হতেই বুথ লুট করার উদ্দেশ্যে তারা এই ঘটনা ঘটান এবং বুথে থাকা ভোট কর্মীরা পালিয়ে কোনক্রমে নিজেদের প্রাণ বাঁচান। সংবাদ মাধ্যমে এই ছবি আসতেই রীতিমতো বুথ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধীরা। বিভিন্ন দিক থেকে উদ্ধার হতে থাকে বোমা। ভোট প্রক্রিয়া শুরু হতেই দিনহাটা দুই ব্লকের বড়শাকদল এলাকায় ৬২ নং বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় ভোট বন্ধ করে দেন এলাকাবাসী। সকাল আটটা বাজতেই মর্মান্তিক খবর সামনে আসে আরও একবার। কোচবিহার এক নং ব্লকের ফলিমারীতে ৪/ ৩৮ নং বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় গুলি। গুলি লাগে তার মাথায়, গুরুতর আহত অবস্থায় বিজেপির সেই মহিলা প্রার্থী বর্তমানে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পর চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে ব্যক্তির দেহ আনতে পুলিশ-প্রশাসনের সময় লেগে যায় প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টা। এমনকি সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে প্রবেশ করতে পারেননি। আর এই সময়ের মধ্যেই এলাকাজুড়ে পড়তে থাকে মুহুর্মুহু বোমা। যদিও পরবর্তীতে বিরাট বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই খবর চাউর হতেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় এবং কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এসে দেখা করেন আহত বিজেপি প্রার্থীর সাথে এবং কথা বলেন মৃত পোলিং এজেন্টের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় আক্রান্ত হন এক পুলিশ কর্মী এবং সেই বুথের প্রিসাইটিং অফিসার। পরবর্তীতে তাদের নিয়ে আসা হয় কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ডাঙ্গারহাট অঞ্চল সংলগ্ন পাটছড়া এলাকার ১০১ নং বুথে ভোট দিতে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক মারধোরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজার আগেই শীতলকুচির লালবাজার অঞ্চলের অন্তর্গত ২৮৪ নং বুথে ব্যালট লুট ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দিনহাটা ২ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৭৯০ নং বুথে তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে নির্দল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও এতেই ক্ষান্ত হয়নি সন্ত্রাস। দিনহাটা ১ নং ব্লকের পুটিমারি ২ নং অঞ্চলের বড়নাচিনা তাঁতিপাড়া ৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬১৭৪ নং বুথে ব্যালট বক্স লুট হয়। অভিযোগ সেই শাসকদলের দিকেই। এরপর আবার চলল গুলি। জায়গা সেই দিনহাটা। দিনহাটার ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগ্নিপার্ট ১ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন দুই বিজেপি কর্মী। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। অর্ধেক এরপর দুপুর হতে না হতেই মৃত্যু হয় সেই বিজেপি কর্মী চিরঞ্জিত কার্যীর। উত্তপ্ত হতে থাকে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা। সকাল থেকেই কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় ভোট বক্স লুটপাট, ব্যালট পেপার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ আসছিল প্রতিনিয়ত। হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৬ নং বুথে ভোট বাক্স লুটপাট এবং বাইরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। উল্লেখ্য অভিযোগ এই বুথে প্রথমে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিরোধীদের ভোট দিতে দিচ্ছিলেন না। এরপর বিরোধীরা ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করেন এবং বুথের ভিতর ঢুকে ভাঙচুর লুটপাট করে ব্যালট বক্স বাইরে ফেলে দেন। ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাথাভাঙ্গার হাজরাহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ২/ ২২৮ নং বুথ। চরম সংঘর্ষ বাঁধে বিজেপি আর তৃণমূলের, চলে ব্যাপক বোমাবাজি। ব্যালট বক্স নিয়ে চম্পট দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা, আর এই ছবি সংবাদমাধ্যমে সামনে আসতেই প্রশ্ন ওঠে স্বচ্ছ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে। বেলা বাড়তেই সন্ত্রাস যেন যুদ্ধের রূপ নিতে থাকে। কোচবিহার ১ নং ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৪২ নং বুথে তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা, চলে ব্যাপক বোমাবাজি। এই ঘটনায় তিনজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হন বর্তমানে তারা কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দিনহাটার ভিলেজ ওয়ানের বাত্রীগাছ এলাকায় আক্রান্ত হন তৃণমূল কর্মী, অভিযোগের তির বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৮০ নং বুথে ব্যালট বক্স লুট করে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এরপর দুপুরে আবার চলল গুলি। দিনহাটার ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট ফলিমারী এলাকায় ভোটের লাইনে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আর এই গুলিতে আহত হন শহিদুল মিয়া নামে এক ব্যক্তি, যিনি ভোট দিতে এসেছিলেন। অপরদিকে মাথাভাঙ্গা এক ব্লকের বেলতাপাড়া এলাকার ২১২ নং বুথে তৃণমূল কর্মীকে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি ভর্তি রয়েছেন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের বলরামপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ / ২৩৫-২৩৬ নং বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর, ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেলা এবং ব্যালট বাক্স ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। এরই মাঝে জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় ছাপ্পা ভোটের খবর আসতে থাকে কখনও শাসক দলের বিরুদ্ধে, কখনও বা বিরোধীদের বিরুদ্ধে। এরই মাঝে দিনহাটার ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবেশ্বর এলাকায় ৬ / ২৬৮ নং বুথে কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। অপরদিকে দিনহাটার চৌধুরীহাট এলাকায় ৭ / ১৮১-১৮২ নং বুথে যখন নির্দল প্রার্থীর স্বামী ছাপ্পা ভোট আটকাতে গিয়েছিলেন সেই সময় তাকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অপরদিকে দিনহাটার নিউ গিতালদহ সংলগ্ন এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন রেজাউল করিম নামে এক বিজেপি কর্মী এবং আহত হন বিজেপি প্রার্থীর স্বামী গৌতম সরকার। অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস বাইরে থেকে দুষ্কৃতী নিয়ে এসে তাদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এবং বেধড়ক মারধর করে। বর্তমানে তারা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরই মাঝে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে দিনহাটা দুই ব্লকের বিভিন্ন বুথে দীর্ঘক্ষন ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে নতুন করে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। কোচবিহার জেলায় মোট বুথের সংখ্যা ২৩৮৫। সেই জায়গায় মাত্র ৩১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত ছিল কোচবিহারে। ফলে সমস্ত বুথে উপস্থিত ছিল না কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। আর ঠিক এখানেই প্রশ্ন ওঠে অবাধ ও সুষ্ঠু পূর্ণ নির্বাচন নিয়ে। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল। নির্বাচনের দিন তার চরমে উঠলো, ফলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে মৃত্যু হল দুই বিজেপি কর্মীর, পাশাপাশি এক তৃণমূল কর্মীর। এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের পরিস্থিতির মধ্যে বিরোধীদের দমন করার উদ্দেশ্যে চরম আকার নিল কোচবিহারের সন্ত্রাস। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের দিন মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ রাজনৈতিক কর্মীর, আর ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই একই স্মৃতি উসকে দিয়ে মৃত্যু হল তিন রাজনৈতিক কর্মীর। দীর্ঘদিন ধরে সাধারন মানুষ দাবি করে আসছিলেন কেন অশান্ত হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা? কেন নিরাপদ নয় সাধারণ মানুষের জীবন? নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ সম্ভব নয় প্রত্যেকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া। এই কথাগুলো যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল কোচবিহারে শনিবারে নির্বাচনের সূচিপত্র দেখে। এখনও বাকি রয়েছে ভোট গণনা, তাই ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। কারণ একুশের বিধানসভার ভোট গণনার পর ভোট পরবর্তী হিংসার ভয়াবহতা আজও ভুলতে পারেনি কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকার মানুষ। তাই প্রশ্ন তুলছেন তারা, ফিরে আসবে না তো সেই স্মৃতি? যদিও নির্বাচনের দিন সন্ত্রাস নিয়ে একে অপরকে বিঁধতে ছাড়লেন না শাসক ও বিরোধী দলের জেলা সভাপতিরা। এমতাবস্থায় বিরোধীদের সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে ভোট পর্ব মিটতেই সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ৩১টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। যদিও ঘটনা বহুল সারাদিনের সন্ত্রাসের ছবি নিয়ে একবারও মুখ খোলেননি জেলা নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক থেকে পুলিশ আধিকারিকরা।

দলের বিরুদ্ধে লুঠের অভিযোগ তৃণমূল বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণে শনিবার বুথে বুথে ভোট লুঠ করেছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। বিরোধী নয়, এই দাবি করলেন তৃণমূলেরই এক বিধায়ক। তিনিও যেমন তেমন বিধায়ক নন, ইসলামপুরের টানা ৯ বারের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। শুধু তাই নয়, রাজ্য পুলিশে ভরসা নেই বলে জানিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তোলেন তিনি। এদিন করিম সাহেব বলেন, এখানে দল চালাচ্ছে ব্লক কমিটি। ৯ বারের বিধায়কের কথার কোনও দাম নেই। জাকির আর কানহাইয়ার লোকজন সকাল থেকে ভোট লুঠ করছে। জাকিরের বউ নার্গিসকে ওরা প্রধান করবে। বুথে বুথে বোমাবাজি করছে। ভোটাররা সন্ত্রস্ত। কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পর থেকেই দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন করিম সাহেব। প্রথমে বিধায়ক পদ ছাড়বেন বলে জানালেও পরে তা প্রত্যাহার করেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর পাঠানো তালিকার বদলে জেলা সভাপতি কানহাইয়ালাল আগরওয়ালের তালিকা থেকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। এদিন তিনি বলেন, পুলিশ প্রশাসন বলে কিচ্ছু নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট সম্ভব নয়। আমি নির্দল প্রার্থীদের সঙ্গে আছি। আমি দল ছাড়ব না। দল আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইলে নিতে পারে। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে ভোটদান ঘিরে টানটান উত্তেজনা দেখা গিয়েছে।

অশান্তির আবহে পঞ্চায়েত ভোট সম্পন্ন নবদ্বীপে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ জুলাই ঃ সময় বদলালেও বদলায়নি নির্বাচনের পুরোনো ছবি। বিগত দিনের মতোই এবছরও বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হলো এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন। শনিবার সকাল থেকেই নবদ্বীপ ব্লক ও বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর আসে বিক্ষিপ্ত অশান্তির। তবে সিংহভাগ অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ নবদ্বীপ ব্লকের মহিশুরা এলাকায় ২১৮ ও ২১৯ নং বুথে বিজেপি এজেন্ট ও প্রার্থীর স্বামীকে মারধর করে ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। নবদ্বীপের মাঝেরচড়া এলাকার ২২৬ নম্বর বুথে সিপিএমের এজেন্টকে মারধর করে বের করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা। ভোট গ্রহণ বন্ধও থাকে ওই কেন্দ্রে বেশ কিছু সময়। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ছবি তুলতে গেলে তাদের ওপরও চড়াও হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ক্ষেত্রেও অভিযোগের তীর ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মাঝেরচড়ার ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সিপিএমের ২৫ নং জেলা পরিষদের প্রার্থী ইয়াসমিন হক। ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে এজেন্ট বসতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। আমরা চাই সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, কিন্তু তৃণমূল তা চায় না। বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশ ও সিভিক দিয়ে সুষ্ঠ নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। সংবাদ মাধ্যমের খবর সম্প্রচার হওয়ার পর পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতায় পরে শুরু হয় ঐ কেন্দ্রে নির্বাচন। নবদ্বীপ বিধানসভার আনন্দবাস এলাকায় সকাল থেকেই দফায় দফায় চলে বোমাবাজি-সহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ। যার জেরে আহত হন সিপিএমের সাতজন কর্মী। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় শক্তিনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১ জন। এই ঘটনাতেও নাম জড়ায় এলাকার তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও নবদ্বীপ ব্লকের সিএমবিসি, স্বরূপগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘটে ছোটখাট বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা। অন্যদিকে নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত ভালুকা পঞ্চায়েতের সাতকুলিয়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪৩ নং বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী রাজকুমার সাঁতরার অভিযোগ সকাল থেকেই নির্বাচনে ভোট গ্রহন চলছিল। হঠাৎ এলাকার এক ভোটারের নজরে আসে তৃণমূল প্রার্থীর নামের জায়গায় অন্য নাম, নেই সেখানে রাজকুমার সাঁতরার নাম। খবর চাউর হতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজকুমার সাঁতরার অনুগামীরা। তাদের ও রাজকুমার সাঁতরার অভিযোগ এটা সম্পূর্ন বিরোধী দলের চক্রান্ত। আর এই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণও বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক। আধিকারিকদের কাছে স্থানীয়দের দাবী, এই ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্ত চাই। আর এটা কে করেছে সেটাও সামনে আনা চাই, না হলে এভাবে ভোট গ্রহণ চলবে না। যদিও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবী করেন বিজেপি জেলা পরিষদের প্রার্থী গুরুপদ দে। তিনি জানান নির্বাচন কমিশন থেকে ভোটকর্মী সবটাই রাজ্য সরকারের, সেখানে বিরোধীদের কোন হাত কিভাবে থাকবে!

শনিবার কোচবিহার জেলায় নিজের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিক। -নিজস্ব চিত্র।

বীরভূমে বিরোধীদের ঘাড়ে দোষ চাপালেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জুলাই ঃ বীরভূম প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বীরভূম শান্তির জায়গা। দিনভর নির্বাচনের পর বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, ময়ূরেশ্বরের তিনটি বুথে ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে। যখন মানুষ ভোট দিয়ে বের হয়ে আসছিল, তখন বিজেপির গুণ্ডারা ব্যালট বক্স ভাঙচুর করে। তৃণমূল থেকে কোনো কিছু হয় নি। একইভাবে খয়রাশোলে বাম, রাম, কংগ্রেস ও নির্দল একজোট হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। তারমাঝে চলে আসে পুলিশের গাড়ি। এর ফলে গাড়ির কাঁচ ভাঙে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ বলেন, বীরভূম অনুব্রত মণ্ডলের জেলা। তিনি যেভাবে সংগঠন তৈরী করেছেন, সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোর কমিটি গঠন করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই কাজ হয়েছে। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস দল ভালো ছাত্রের মতো। সারা বছর পড়াশোনা করে। তাই পরীক্ষার সময় লোডশেডিং হলেও তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস হোমওয়ার্ক করে। তারফলে রেজাল্ট ভালো হবে। মনোমালিন্য থাকলেও, সবাই কাজ করেছে। তবে যেটুকু হয়েছে, বিরোধীরা নোংরামি করেছে।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাঁকুড়া জেলাজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ জুলাই ঃ বিজেপির প্রার্থীকে মারধোর সহ জেলাজুড়ে বিক্ষিপ্ত ঘটনায় উত্তপ্ত বাঁকুড়া। যদিও জেলা প্রশাসনের দাবী ভোট শান্তিপূর্ন। বেলা তিনটা পর্যন্ত ৫২শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জেলা নির্বাচন আধিকারিক সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিন সকাল থেকে ভোটগ্রহন শুরু হওয়ার পর থেকেই জেলার বিভিন্ন স্থানে ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা নেই। আজ সকালে সোনামুখীর ধূলাই পঞ্চায়েতের আমশোল বুথে ভোটারদের লাইনে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-সিপিএম কর্মীদের মধ্যে ঝামেলা বেধেঁ যায়। তা ক্রমে মারামারিতে পরিণত হয়। দু'পক্ষের ১৬জন গুরুতর আহত হন। তাদের সোনামুখী গ্রামীন হাসপাতালে পাঠানো হয়। খাতড়ার রায়দীপ প্রাইমারী স্কুলে বুথে বুথদখল ও ছাপ্পার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ভোট দিতে বাধা পেয়ে ভোটদাতাদের সাথে মারামারি শুরু হয়। এই ঘটনায় ১২জন আহত হয়েছেন। সারেঙ্গার ২২নং পাথরা বুথে বিজেপি প্রার্থীকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। তৃণমূলের কর্মীরা এই ঘটনায় যুক্ত বলে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও বড়জোড়া, মেজিয়া তালডাংরায় অবাধে রিগিং হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। উল্লেখ্য মেজিয়াতে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে গিয়ে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের মদতে ভোট দেওয়ার আগেই ব্যালট পেপার কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের দোষেই আজ ১৫টি প্রাণ চলে গেল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রক্তের হোলি হল বাংলাজুড়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তার ঠিকমত ব্যবহার করা হয় নি। স্থানীয় পুলিশ তাদের জায়গা দেখিয়ে দেয় নি। তিনি বলেন, এতদিন মিড ডে মিলের টাকায় নির্বাচন হয়েছে। এবার শালি প্রজেক্টের টাকায় ভোট হচ্ছে।

কান্দি মহকুমাজুড়ে অশান্তির চেনা চিত্র

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৮ জুলাই ঃ ভোটের ভোরেই খড়গ্রামের রতনপুরে নির্বাচনী হিংসায় খুন তৃণমূল কর্মী সাত্তারুদ্দিন সেখ। উত্তেজনা ছিল এলাকায়। শুক্রবার খড়গ্রামের রতনপুর গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই খড়গ্রামের রতনপুরেই মনোনয়নের প্রথম দিন খুন হন কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ সেখ। শুক্রবার খড়গ্রামের রতনপুর যান রাজ্যপাল। সেই খুনের মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন তৃণমূল কর্মী সাত্তারুদ্দিন সেখের ছেলে আবদুল্লা সেখ। ভোটের আগের ভোরে খুন সেই সাত্তারুদ্দিন। অভিযোগ, ভোরে বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সকালে রতনপুরে জমি থেকে উদ্ধার হয় দেহ। ভোটের আগের রাতেই মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস-তৃণমূল সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর। তৃণমূলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা নেই। পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও পুলিশের দিকে আঙুল তুলছেন। প্রসঙ্গত, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গতকাল মুর্শিদাবাদ সফরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দন বোস। গতকালই এক কংগ্রেস কর্মী খুন হন মুর্শিদাবাদে। রাজ্যপাল চলে আসার পরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। জেলা প্রশাসনের কাছেও কোনও জবাব নেই। ফলে মুর্শিদাবাদ আছে মুর্শিদাবাদেই। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার আমলাই গ্রামের ৭০ নম্বর বুথে শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ। কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, সকাল থেকে ভোটারদের প্রভাবিত করার পাশাপাশি দুপুরের পর বুথ দখল করতে গেলে সংঘর্ষ বাঁধে। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ভোট কেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ দুদলের কর্মী-সমর্থকার লাঠিসোটা নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা চালায়। আচমকাই পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ভোটারাও। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় পুলিশ। তাছাড়া ভোট চলাকালীন সন্ত্রাস চালিয়ে ভোটের ব্যালট বক্স লুট করে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। বড়ঞা থানার থানার কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৮৭ নম্বর কাটনা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট লুট করল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ভোট চলাকালীন তিনটি ব্যালট বক্স লুট করে নিয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। এরপরই চাঞ্চল্য ছড়ায় কাটনা গ্রামে। কেন্দ্রীয় বাহিনী না আসায় আতঙ্কে ছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার থেকে এলাকার মানুষ। বাম-কংগ্রেসের অভিযোগ তৃণমূল হারবে জেনেই পুলিশের সহযোগিতায় গতকাল থেকেই সন্ত্রাস চালাতে শুরু করেছে। আজ ব্যালট বক্স লুট করেছে তৃণমূল।

নিয়ম ভাঙলেন তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের জন্য এক নিয়ম, আর বিরোধী দলগুলির জন্য আরেক? এমন প্রশ্নই এবার উঠল পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। তৃণমূল বিধায়ক কমিশনের যে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন তা আদালত অবমাননার সামিল, মত বিজেপির। বাঘনাপাড়ার সিকেডি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বুথের ঘটনা। বিজেপির জেলা পরিষদের প্রার্থী দীপালি দাস ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলতেই বচসায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল বিধায়ক। পুরসভার বাসিন্দা হয়ে কীভাবে একজন বিধায়ক এভাবে পঞ্চায়েতের বুথে ঘুরতে পারেন? প্রশ্ন উঠছে। সকাল থেকে বাঘনাপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় বুথ জ্যামের অভিযোগ উঠছিল। বিরোধীদের নিশানায় শাসক দল। এরই মধ্যে বাঘনাপাড়ার বুথটিতে কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের মুখোমুখি হয়ে যান বিজেপির জেলা পরিষদ প্রার্থী দীপালি দাস। বিভিন্ন এলাকায় শাসক দল বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট করছে, তাঁকেও কয়েকজন মদ্যপ নিগ্রহ করেছেন, এই অভিযোগগুলি বিধায়ককে জানান বিজেপি প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ, বিধায়কের উপস্থিতিতেই চলছে ছাপ্পা ভোট। এমনকি শাসক দলের বহিরাগত দুষ্কৃতীরা প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধর করেন বলেও অভিযোগ। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, অশান্তির খবর পেয়েছি। তবে তৃণমূল বুথ দখল করতে গেলে প্রিসাইডিং অফিসারকে মারবে কেন? কারা ঘটনা ঘটিয়েছে জানি না। এই কথোপকথন চলাকালীন আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিধায়ক রীতিমতো আঙুল উঁচিয়ে ওই মহিলা প্রার্থীকে চুপ থাকতে বলার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হন। বলতে থাকেন রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি চুরি করছে আর রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে বঞ্চনা করছে। বিজেপি প্রশাসনের দ্বিচারিতা নিয়ে অভিযোগ তুলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসজি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসএনটি/এসডিএইচ/০৫, তারিখ ০৭.০৭.২০২৩। ডেপুটি সিপিএম/এস অ্যান্ড টি/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। ই-টেন্ডার নং : ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএইচ-০৩-২৩-২৪। অবস্থানসহ কাজের নাম: পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে টিকেএনআর-তে ৩য় লাইন (কমন-ল্যাপ) কাজের সাথে যুক্ত ঠাকুরনগর (টিকেএনআর) স্টেশনে সিগন্যালিং কাজ (আরডিএসও/ এসপিএন/১৯২/২০১৯ সহ সাম্প্রতিকতম সংশোধন অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং) এবং এবিএসএস কাজের অন্তর্গত এসডিএইচ, ডিজিজে, বিপি, এনএইচ, কেওয়াইএল, কেএনওয়াইজি, কেএনজে, এসটিবি, বিটিওয়াই, বিপিসি, গোদে, সিডিপি, বিএনজে, সিজি, এসপিআর, এমএমজি ও [illegible]

(SDAH-104/2023-24)

ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Bidhannagar Municipal Corporation

i)NIT No. 377/PHE(C)/BMC(3rd call), Date - 07.07.2023
ii)NIT No. 378/PHE(C)/BMC(6th call), Date - 07.07.2023
iii)NIT No. 379/PHE(C)/BMC(4th call), Date - 07.07.2023
e-Tender has been invited for Sinking & lowering of Heavy Duty UPVC tubewell at different locations within ward no. 11, 12, 18 under BMC.
For details, please follow Tender id
i) 2023_MAD_546094_1 (ii) 2023_MAD_546100_1
iii) 2023_MAD_546104_1 in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission - (i & ii) 24.07.2023 up to 3:00 p.m. ii) 17.07.2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

স্টেশনে দোকানের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং:০২/২০২৩/ডব্লিউ-৪/শপ। এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে পাঁচ বছর সময়ের জন্য মণিহারি স্টেশনের চারপাশের এলাকায় [illegible]

www.nfr.indianrailways.gov.in

ডিআরএম (ডব্লিউ)/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রসনা তৃপ্তি

রুই মাছের মুইঠ্যার রেসিপি

ইলিশ ভাপা, চিংড়ির মালাইকারি, দই কাতলা-এরকম বেশ কিছু পদ রয়েছে, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালি

খেতে ভালবাসে। সেরকমই আরেকটি মাছের পদ হল চিতল মাছের মুইঠ্যা। চিতল মাছের মুইঠ্যা খেতে দারুণ সুস্বাদু। কিন্তু এই পদ রান্নাতে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়। এই কারণে এখন খুব বেশি হেঁশেলে চিতল মাছের মুইঠ্যা তৈরি হয় না। তাছাড়া বাজারে চিতল মাছের দেখা খুব একটা পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও তার আকাশছোঁয়া দাম। মধ্যবিত্ত বাঙালির নাগালে। কিন্তু রুই মাছ বাজারে গেলেই পাওয়া যায়। আর এই রুই মাছ দিয়েও রেঁধে ফেলে যায় মুইঠ্যা। চিতলের স্বাদ না পেলেও মুইঠ্যার স্বাদে কোনও নড়চড় হবে না। বৃষ্টির দিনে রুই মাছের মুইঠ্যা দিয়ে উড়ে যেতে পারে এক থালা ভাত। তাই দেরি না করে, চলুন দেখে নেওয়া যাক রুই মাছের মুইঠ্যার রেসিপি। **রুই মাছের মুইঠ্যা তৈরি করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ** ঃ ৫০০ গ্রাম রুই মাছ, ১-২ টি আলু সেদ্ধ, ১টা পেঁয়াজ কুচি ও ১টা পেঁয়াজ বাটা, ১ টা টমেটো বাটা, ১ চা চামচ আদা বাটা, পরিমাণ অনুযায়ী হলুদ ও লঙ্কার গুঁড়ো, ঝাল অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কার কুচি, ১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, ১ চা চামচ ঘি ও পরিমাণমতো সর্ষের তেল আর স্বাদ অনুযায়ী নুন ও চিনি। **রুই মাছের মুইঠ্যা তৈরি করার সহজ পদ্ধতি** ঃ প্রথমে মাছটা ভাল করে ধুয়ে সেদ্ধ করে নেবেন। মাছ সেদ্ধ করার সময় জলে অল্প নুন দিয়ে দেবেন। মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে মাছের কাঁটাগুলো বেছে ফেলে দিন। এবার মাছের সঙ্গে আলু সেদ্ধ ভাল করে মেখে নিন। আলু ও মাছের সঙ্গে মিশিয়ে দিন আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি ও স্বাদ অনুযায়ী নুন। নুনের পরিমাণ বুঝে দেবেন, যেহেতু মাছ সেদ্ধ করার সময়ও নুন দেওয়া হয়েছিল। এবার এই মিশ্রণটা ভাল করে মেখে মন্ড বানিয়ে নিন। এবার মুইঠ্যার মন্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে সেটা বলের আকার দিন। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। এতে মুইঠ্যাগুলো ভাল করে ভেজে তুলে রাখুন। এরপর আবার কড়াইতে সর্ষের তেল দিন। এবার এতে পেঁয়াজ বাটা ও টমেটো কুচি, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন ভেজে নিন। পেঁয়াজের রং পরিবর্তন হতে শুরু করলে এতে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন ও চিনি দিন। মশলাটা ভাল করে কষে নিন। অল্প জল দিতে পারেন। মশলা কষতে কষতে তেল বেরোতে শুরু করলে এতে জল ঢেলে দিন। গ্রেভি ফুটে ঘন হয়ে এলে এবার এতে ভেজে রাখা মুইঠ্যাগুলো দিয়ে দিন। ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে উপর দিয়ে গরম মশলা ও ঘি দিয়ে দিন। ব্যস তৈরি রুই মাছের মুইঠ্যা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন রুই মাছের মুইঠ্যা।

অগ্নিমূল্য টমেটো, এর পরিবর্তে রান্নায় কী দিলে স্বাদ থাকবে অটুট

বাজারের এক প্রকার আগুন জ্বলছে। আদা, লঙ্কা

থেকে টমেটো হাত দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। বাজারের থলি নিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্তদের। এইসময় দাঁড়িয়ে পরের দিন কী খাবেন তাও ভাবতে হচ্ছে তাঁদের। বাঙালির নিত্য রান্নায় টমেটো ব্যবহারের চল রয়েছে। ঝাল থেকে ঝোল সবেতেই লাগে টমেটো। কিন্তু বর্তমানে টমেটোর দাম বেড়ে তিন গুণ হওয়ায় মাথায় হাত সকলের। এই সময় তাই বাবতে হচ্ছে টমেটোর পরিবর্তে কী ব্যবহার করলে কাজ হয়ে যাবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক টমেটোর বিকল্প হিসেবে কী ব্যবহার করবেন **টমেটো সস** ঃ টমেটোর পরিবর্তে রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন টমেটো সস। এটি টমেটোর বিকল্প হিসেবে দারুণ কাজ করে। সস ব্যবহার করলে রান্নার স্বাদ বজায় থাকে। আর টক-মিষ্টির পরিমাণও একদম ঠিকঠাক থাকে। **টক দই** ঃ টমেটোর আরও একটি ভাল পরিবর্ত হল টক দই। রান্না কষানোর সময় এক বাটি টক দই ভাল করে ফেটিয়ে দিয়ে দিন। এতে গ্রেভি থকথকে ও সুন্দর হয়। আর স্বাদ ও দিব্যি বজায় থাকে। **রেড বেল পেপার** ঃ রেড বেল পেপার স্বাদে টমেটোর মতো না হলেও এর বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই রান্নায় টমেটোর পরিবর্তে রেড বেল পেপার বা লাল ক্যাপসিকাম ব্যবহার করুন। এতে রান্নায় স্বাদ আরও বাড়ে। **তেঁতুল** ঃ অনেক বাড়িতেই আগেকার দিনে রান্নায় তেঁতুলের ব্যবহারের চল ছিল। শুধু টমেটোর পরিবর্ত হিসেবেই নয়, রান্নার স্বাদ বাড়াতে এই তেঁতুলের জুড়ি নেই। ২০-২৫ মিনিট তেঁতুল, জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ভাল করে চটকে নিয়ে তা রান্নায় ব্যবহার করুন। **আমচুর পাউডার** ঃ এছাড়াও টমেটোর পরিবর্তে রান্নায় আমচুর পাউডারও ব্যবহার করতে পারেন। রান্না কষানোর সময় এক চামচ আমচুর পাউডার মিশিয়ে দিলেই কেল্লাফতে। **কুমড়োর পিউরি** ঃ টমেটোর পরিবর্তে আরও ব্যবহার করতে পারেন কুমড়োর পিউরি। এটি রান্নার স্বাদ ও ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে। রান্না কষানোর সময়, এক বাটি কুমড়োর পিউরি যোগ করে দিলেই কাজ শেষ।

কুড়মুড়ে চটপটি ওটস-ভাজা! সকাল-বিকেল জমিয়ে খান স্ন্যাক্স, ওজন বাড়বে না এতটুকু

স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অনেকেই ওটস রাখেন তাঁদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায়। কিন্তু রোজ একই ভাবে দুধ দিয়ে ওটস খেতে বা ওটসের খিচুড়ি খেতে সবসময়ে ভাল লাগে না। বিকেলের দিকে প্রায়ই ইচ্ছে করে জলখাবারে চানাচুর বা চিঁ।ভোজা ধরনের মশলাদার চটপটি খাবার খেতে। অথচ যারা কঠোর ডায়েটে আছেন তাঁদের পক্ষে চানাচুর বা ভুজিয়া ধরনের খাবার খাওয়া অসম্ভব। ডায়েট পালন করে চলা ব্যক্তিদের জন্য রইল চটপটি কুড়মুড়ে অথচ স্বাস্থ্যকর ওটস ভাজার রেসিপি। ওটস ভাজা বানাতে লাগছে ১৬০ গ্রাম রোলড ওটস, ৩০ গ্রাম মুড়ি, ৫০ গ্রাম মেশানো বীজ, ৩০ গ্রাম বাদাম, ১ টেবিল চামচ দেশি ঘি, ১৫ টি কারি পাতা, ৫০ গ্রাম ক্র্যানবেরি, একটি নারকেলের অর্ধেক, ১ চামচ হলুদ, ২ চামচ নুন এবং অর্ধেক চামচ রেড চিলি পাউডার এবং ১ চামচ চাট মশলা। প্রথমে একটি পাত্রে পরিমাণ মতো ঘি দিতে হবে। এবার সেই ঘিয়ের মধ্যে কারি পাতা, নুন এবং অন্যান্য মশলা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এরপর তাতে মুড়ি, ওটস, কোরানো নারকেল, ক্র্যানবেরি নিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর মিশ্রণটি নামিয়ে ওপর থেকে বাদাম এবং চাট মশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে ওটস ভাজা।

শ্রাবণী মেলার জন্য মহাদেবসালে ট্রেন থামানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৮ জুলাইঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল শ্রাবণী মেলা চলাকালীন ০৮.০৭.২০২৩ থেকে ৩১.০৮.২০২৩ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির মহাদেবসাল স্টেশনে দুই মিনিটের অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রেন নং ট্রেনের নাম স্টপেজের দিন ১৩২৮৮ দানাপুর দুর্গ এক্সপ্রেস রবিবার সোমবার ১৩২৮৭ দুর্গ- দানাপুর এক্সপ্রেস রবিবার -সোমবার ১২৮৭১ হাওড়া- তিতলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস সোমবার ১২৮৭২ তিতলাগড় -হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস রবিবার ২২৮৬১ হাওড়া- কাঁটাবাঞ্জি ইস্পাত এক্সপ্রেস রবিবার ২২৮৬২ কান্তবাঞ্জি - হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস সোমবার ১৮৪৭৭ পুরী - যোগ নগরী- ঋষিকেশ এক্সপ্রেস রবিবার সোমবার ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশ- পুরী এক্সপ্রেস রবিবার সোমবার ১৮০০৫ হাওড়া- জগদলপুর এক্সপ্রেস রবিবার সোমবার ১৮০০৬ জগদলপুর- হাওড়া এক্সপ্রেস রবিবার - সোমবার ১৮১৮৯ টাটানগরশ-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস রবিবার ১৮১৯০ এর্নাকুলাম - টাটানগর এক্সপ্রেস মঙ্গলবার ০৮১৬৩ চক্রধরপুর- রৌরকেলা সারন্দা মেমু স্পেশাল দৈনিক ০৮১৬৪ রাউরকেলা -চক্রধরপুর সারন্দা মেমু স্পেশাল দৈনিক ১৮১০৯ টাটানগর -ইটওয়ারি এক্সপ্রেস দৈনিক ১৮১১০ ইটওয়ারি -টাটানগর এক্সপ্রেস দৈনিক ১৮১১৩ টাটানগর -বিলাসপুর এক্সপ্রেস দৈনিক ১৮১১৪ বিলাসপুর- টাটানগর এক্সপ্রেস দৈনিক।

মন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রস্তুত বহু বিধায়ক কী হবে তাদের? মহারাষ্ট্রের অবস্থা নিয়ে কটাক্ষ গড়করির

মহারাষ্ট্র, ৮ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রে, এনসিপিতে কাকা-ভাইপোর লড়াইয়ের পরে ভেঙে গেল শরদ পাওয়ারের এনসিপি। দল ভেঙে যাওয়ার পরে সরকারে যোগ দেয় অজিত পাওয়ার। এর পর থেকেই বিরোধী নেতারা এই ঘটনাকে আক্রমণ করে চলেছেন। মহা বিকাশ আগাড়ি যেভাবে ভেঙেছে তা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ একটানা চলছে। শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠীর সঞ্জয় রাউত ক্রমাগত একনাথ শিন্ডেকে কটূক্তি করছেন। তাঁরা জানিয়েছে যে এখন তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে এবং মহারাষ্ট্র এবার ফের নতুন মুখ্যমন্ত্রী পাবে। কংগ্রেস এবং এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) এর অন্যান্য

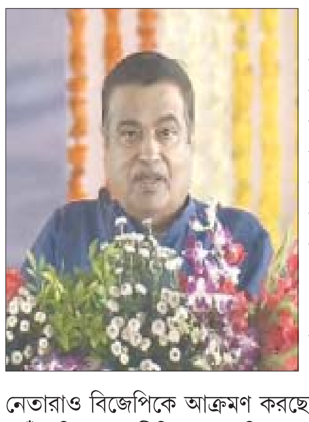

নেতারাও বিজেপিকে আক্রমণ করছেন। এবার মহারাষ্ট্রের এই অবস্থা নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন নীতিন গড়করি। নাগপুরে কী বললেন গড়করি? নীতিন গড়করি শুক্রবার রসিকতার সুরে বলেন যে যারা মন্ত্রী হতে ইচ্ছুক তারা সবাই এখন অসন্তুষ্ট কারণ ভিড় অনেক বেড়ে গিয়েছে। তিনি হেসে বলেন যে বিধায়ক যারা মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তারা জানেন না তাদের সেলাই করা নতুন স্যুটের কী হবে। নাগপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি মহারাষ্ট্রের বিধায়কদের অসন্তোষ নিয়ে কথা বলছিলেন। 'বিধায়কদের সেলাই করা স্যুটের কী হবে' জানা গিয়েছে, গড়করি বলেছেন, 'যদি সন্তুষ্টি থাকে তবে সবকিছু ঠিক আছে। যেমন কেউ যদি স্বীকার করে যে সে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি পেয়েছে, তাহলে সে সন্তুষ্ট ও সুখী হতে পারে। বিধায়ক না হওয়ায় কর্পোরেটরা অসন্তুষ্ট, মন্ত্রী না হওয়ায় বিধায়কেরা অসন্তুষ্ট এবং ভাল মন্ত্রিত্ব না পাওয়ায় মন্ত্রীরাও অসন্তুষ্ট। এই অবস্থায় যাদের মন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল তাদের অবস্থা বোঝা যায়। তাঁরা নিশ্চয় অখুশি তাই ভাবছে কখনও কী তাদের নাম্বার কখনো আসবে? ভিড় বেড়ে গিয়েছে। সেই বিধায়করা স্যুট সেলাই করে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে প্রার্থীদের ভিড় থাকায় ওই স্যুট নিয়ে কী করবেন'। গড়করি আরও বলেছিলেন যে একটি হলে তার ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক বসতে পারে, তবে মন্ত্রকের আকার বাড়ানো যায় না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষারত জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ ঃ গুলাম নবী আজাদ

শ্রীনগর, ৮ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতীক্ষারত সে রাজ্যের জনগণ। দাবি করলেন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টির প্রধান গুলাম নবী আজাদ। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মতো এটি ততটা সহজ নয়। শনিবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, ২০১৮ সালে যখন বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে আমরা অপেক্ষা করছি কবে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের

জন্য অপেক্ষা করছে...অর্থা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিধায়ক হবেন এবং তারা সরকার চালাবেন। কারণ গণতন্ত্রে এই কাজটি একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করতে পারেন। সমগ্র বিশ্বে বা ভারতের কোনও অংশে ''অফিসার সরকার'' ছয় মাসের বেশি চলতে পারে না। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মতো এটি সহজ নয়। এতে সব ধর্ম আছে, শুধু মুসলমান নয়, এতে শিখ, খ্রিস্টান, উপজাতি, জৈন, পার্সি রয়েছে... একই সঙ্গে এত ধর্মকে ক্ষুব্ধ করা কারও জন্যই ভালো হবে না। সরকার এবং এই সরকারের প্রতি আমার পরামর্শ, তারা যেন কখনোই এমন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা না ভাবেন।

পূর্ব রেল শ্রাবণী মেলার সময় জাসিডি-দেওঘরে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করেছে

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘরে শ্রাবণী মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের ভিড় মেটাতে, বিখ্যাত ভগবান শিবের মন্দির এবং ভারতের ১২ টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে, পূর্ব রেল জাসিডি-দেওঘরে আগত ভক্তদের আরামের জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদীর নির্দেশ অনুসারে আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার শ্রী পারমানন্দ শর্মা আসানসোল

ডিভিশনের সমস্ত ডিভিশনাল অফিসারকে জাসিডি-দেওঘরে ক্যাম্পিং করার জন্য সেখানে আগত ভক্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বজয় রাখার জন্য সংবেদনশীল করেছেন। বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে ভগবান শিবের 'জলাভিষেক'-এর জন্য রেলপথ দিয়ে পূর্ব রেল দ্বারা জাসিডি-বৈদ্যনাথ ধামের বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত বুকিং জানালা, তীর্থযাত্রীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, চিকিৎসা সহায়তা বুথ, মে আই হেল্প ইউ বুথ, বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ, অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা, পানীয় জল সুবিধা, ডেডিকেটেড এন্ট্রি এবং এক্সিট গেট ইত্যাদি শ্রাবণী মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের ভিড় মেটাতে জাসিডি দিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েটি শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসানসোল- পাটনা শ্রাবণী মেলা স্পেশাল, জাসিডিহ-বৈদ্যনাথ ধাম মেমু স্পেশাল, মোকামা-জাসিডিহ শ্রাবণী মেলা স্পেশাল, গয়া- জাসিডিহ স্পেশাল, গোরখপুর-দেওঘর স্পেশাল ইত্যাদি। মেলার সময় জাসিডিহে অতিরিক্ত স্টপেজ সহ বিভিন্ন দূরপাল্লার ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানার জনগণের শক্তি সর্বদাই ভারতের শক্তিমত্তা বাড়িয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

ওয়ারাঙ্গাল, ৮ জুলাই ঃ তেলেঙ্গানার জনগণের শক্তি সর্বদাই ভারতের শক্তিমত্তা বাড়িয়েছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, তেলেঙ্গানার জনগণের এতে একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে... ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য প্রচুর উৎসাহ রয়েছে বিশ্বজুড়ে,

যখন সমগ্র বিশ্ব আসছে ভারতে বিনিয়োগের জন্য তখন তেলেঙ্গানায় অনেক সুযোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখনকার নতুন ভারত হল তরুণ ভারত, এই নতুন ভারত শক্তিতে ভরপুর... একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমাদের একটি সুবর্ণ সময় আছে, আমাদের এই সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে উন্নয়নের দিক থেকে দেশের কোনও প্রান্ত যেন পিছিয়ে না থাকে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, এখন সমস্ত ধরণের পরিকাঠামোর জন্য আগের তুলনায় অনেক গুণ দ্রুত কাজ করা হচ্ছে। এখন সারাদেশে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, অর্থনৈতিক করিডোর এবং শিল্প করিডোরের নেটওয়ার্ক বিছানো হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল তামিলসাই সৌন্দররাজন প্রমুখ। প্রসঙ্গত, তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গালে পৌঁছানোর পর প্রথমে ভদ্রকালী মন্দিরে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে মন্দিরের গোমাতাদের সেবা করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। নিজের হাতে গোমাতাদের খাবার খাওয়ান প্রধানমন্ত্রী। এরপর মন্দির চত্বর ঘোরেন, ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হন তিনি।

দ্বিতীয় দিনের জন্যও স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ৮ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ - সহ বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। ৯ জুলাই পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৌসুমী বায়ু এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ৯ জুলাই পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ - সহ মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। ৯ জুলাইয়ের মধ্যে জম্মু বিভাগের কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকার কিছু জায়গায়ও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, তারপরে ধীরে ধীরে বৃষ্টি হ্রাস পাবে। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদও কিছুটা নেমেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীরে খারাপ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দ্বিতীয় দিনও স্থগিত রয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। আবহাওয়ার উন্নতি হলেই পুনরায় শুরু হবে অমরনাথ যাত্রা। শনিবার দ্বিতীয় দিন, বালতাল ও পহেলগাম উভয় রুট থেকেই স্থগিত রয়েছে অমরনাথ যাত্রা।

শিমলা যাওয়ার পথে হরিয়ানায় জনসংযোগ রাহুলের, মাঠ নেমে চালালেন ট্রাক্টরও

সোনিপত, ৮ জুলাই ঃ জনসংযোগ তৈরি করতে এবার কার্যত মাঠেই নেমে পড়লেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে প্রায়শই দেখা যায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। এবারও তার অন্যথা হল না। শনিবার সকালে দিল্লি থেকে শিমলা যাওয়ার সময় হরিয়ানার সোনিপতে পৌঁছান রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে। প্যাঃট গুটিয়ে মাঠে নেমে পা।নে রাহুল গান্ধী। কৃষকদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটান কংগ্রেস নেতা, শোনেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ ও মনের কথা। জমিতে ধানও বুনলেন রাহুল, ট্রাক্টরও চালালেন তিনি। রাহুলকে কাছে পেয়ে খুশি কৃষকরাও। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের মধ্যে গিয়ে কথা বলতে বারবার রাহুলকে দেখা গিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগেই দিল্লির কারোলবাগে গাড়ির মেকানিক ও পার্টস বিক্রেতাদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। গ্যারাজের মধ্যে গিয়ে কথা বলেন মেকানিকদের সঙ্গে। এবার কৃষকদের সঙ্গেও মাঠে নেমে কথা বললেন এবং বীজও রোপন করলেন তিনি।

চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার বন মহোৎসব স্মরণ

চিত্তরঞ্জন, ৮ জুলাই ঃ চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি ডাঃ আভাঞ্জলি সতপতীর নেতৃত্বে, চিত্তরঞ্জন মহিলা কল্যাণ সংস্থা প্রকৃতির প্রাচুর্যকে তুলে ধরা এবং পরিবেশ -আধ্যাত্মিকতার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচারের লক্ষ্যে 'সাপ্তাহিক বন উৎসব'- এর আয়োজন করা হযেলি। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সবাই উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন। ইতিহাস সৃষ্টি করে, সিএলডব্লু একটি ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সে ভ্যান মহোৎসবের আকারে প্রথমবারের মতো আন্তঃ স্কুল রচনা, চিত্রাঙ্কন এবং রঙ্গোলি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর বার্তা দিয়েছে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইভেন্টের হাইলাইট ছিল 'আলিঙ্গন' উদ্যোগের সূচনা, বনায়ন উদ্‌যাপন এবং পরিবেশ- আধ্যাত্মিকতা প্রচারের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি। চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত শিশু বিহার এবং আশা কিরণের মতো স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকরা গাছের অভিভাবক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'আলিঙ্গন' করার চেতনাকে আলিঙ্গন করে। বৃক্ষরোপণ কাজের প্রসারের লক্ষ্যে চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সদস্য ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পরিচালনায় নতুনভাবে আয়োজিত 'সিড বোমা' কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পরিবেশ না থাকলে কী হবে এবং এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া' শীর্ষক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, রেল নগরীতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ছয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিশু বিহার, নার্সারি স্কুল এবং আশাকিরণের স্কুলের শিশুদের মধ্যে 'ভ্যান মহোৎসব' চলাকালীন বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধ, চিত্রাঙ্কন, স্লোগান রচনা ও কুইজের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন অফিসার্স ক্লাবে ৬ জুলাই, ২০২৩- এ একটি জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'ভ্যান মহোৎসব' শেষ হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মহাব্যবস্থাপক, চিরেকা, দেবী প্রসাদ দাশ এবং অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ। এছাড়াও চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী ডাঃ অভাঞ্জলি শতপথী, যিনি পুরো সপ্তাহের কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছিলেন, সহ চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সহসভাপতি মিসেস বিমলা যাদব, সেক্রেটারি মিসেস অঞ্জু গুপ্তা, কোষাধ্যক্ষ শচীকা আগরওয়াল, উভয় বিদ্যালয়ে সকল সদস্য ও সদস্যবৃন্দ। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মো. সমাপনী অনুষ্ঠানে, ১৯ জন প্রবন্ধ লেখক, ১৯ জন স্লোগান লেখক এবং ৯ জন কুইজ বিজয়ীকে মিঃ ড্যাশ এবং ডঃ সতপথি সংবর্ধিত করেন। প্রথমে, মিসেস অঞ্জু গুপ্তা, সেক্রেটারি সিএলডব্লু প্রোগ্রামে সপ্তাহব্যাপী সফরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। কার্যনির্বাহী সদস্য শ্রীমতি সুনিতা সিং কুইজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও দেন। রচনা প্রতিযোগিতা ও স্লোগান রচনা প্রতিযোগিতায় মোট ১৯ জন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচিত করা হয়। পুরস্কৃত করা হয়। মোট ৯ জন নির্বাচিত বিজয়ী অংশগ্রহণকারীকে সমস্ত স্কুল থেকে তিনজন অংশগ্রহণকারীকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা জনাব ড্যাশ প্রথমবারের মতো স্কুলসহ রেল সিটির পুরো পরিবারের (শিক্ষক ও অভিভাবকদের) মধ্যে প্রবন্ধ, স্লোগান লেখা, কুইজের মতো চমৎকার আইইসি টুল ব্যবহার করে এমন একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেন। শিশুরা। সংবেদনশীলতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থাকে অভিনন্দন জানান। তিনি টেকসই উন্নযনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা সময়ে প্রয়োজন বলেও আহ্বান জানান। ডাঃ সতপথি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের এবং বিজযীদের তাদের অদম্য মনোভাবের জন্য অভিনন্দন জানান এবং বলেন, দৌড় উপভোগ করুন, বিজয়ী ট্রফি নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে এই উদ্যোগগুলি কেবল পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতাই তৈরি করেনি, তবে চিরেকা পরিবারের সামাজিক- সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত দিকগুলিকে একীভূত করেছে, যার ফলে সকলের মধ্যে ঐক্য এবং পারস্পরিক সংহতি প্রচার করা হয়েছে। চিরেকা মহিলা কল্যাণ সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টা পরিবেশ সচেতনতার ভবিষ্যতের সূচনা করে সংহতি ও ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে।

হাফলঙে তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান ডিটিসিসি-র

অসম, ৮ জুলাই ঃ অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসওয়ের সদর শহর হাফলঙে কোটপা আইনের অধীনে তামাকজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট টব্যাকো কন্ট্রোল সেল। ডিস্ট্রিক্ট টোব্যাকো কন্ট্রোল সেলের (ডিটিসিসি) জেলা নোডাল অফিসার ডা. এল ভাইপে, ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তথা হাফলং আরবান হেলথ সেন্টারের ইনচার্জ ডা. লীনা হাকমকসা, ডিটিসিসি-র অন্যান্য কর্মী সহ হাফলং থানার পুলিশ তামাক বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। কোটপা আইন ২০০৩- এর ধারা ৫ এবং ৬ (বি)-এর অধীনে শৈলশহর হাফলঙের মহাদেবটিলা, সুমো কাউন্টার, হাফলং ডন বসকো হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও হাফলং সরকারি কলেজের এলাকার বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় যে সব দোকানে তামাকজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে সে সব দোকান মালিকদের কাছ থেকে কোটপা আইন ২০০৩-এর অধীনে জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া তামাকজাত সামগ্রী ব্যবহার ও এর অপকারিতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে দোকানদার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফলেট বিলি করা হয় জেলা ট্যাবাকো কন্ট্রোল সেলের পক্ষ থেকে।

পূর্ব লাদাখ সেক্টরে ভারতীয় সেনার যুদ্ধাভ্যাস মহড়া, এক নিমেষে ট্যাঙ্ক নিয়ে পার সিন্ধু নদী

লেহ, ৮ জুলাই ঃ পূর্ব লাদাখ সেক্টরে নিজেদের যুদ্ধ প্রস্তুতির মহড়া সেরে ফেলল ভারতীয় সেনা বাহিনী। শনিবার সকালে পূর্ব লাদাখ সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধের বাহন নিয়ে সিন্ধু নদী পার হওয়ার মহড়া চলে। এক নিমেষে ট্যাঙ্ক পারাপার হয়ে যায় সিন্ধু নদীর ওপর দিয়ে। মহড়ার অংশ হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিএমপি পদাতিক বাহিনী ট্যাঙ্ক এবং যুদ্ধের বাহন নিয়ে পূর্ব লাদাখের নয়োমাতে সিন্ধু নদী অতিক্রম করে। নায়েব সুবেদার জে সিং বলেছেন, এই বাহনটি একটি এম৪, এটি ভারতে তৈরি। এই বাহনটি ২০২২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং মোট দশজন সৈন্যের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এটিতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সুবিধা রয়েছে যা দূরপাল্লায় গুলি চালাতে পারে। লাদাখের মতো এলাকায়, আমরা এই বাহনটি ৬০-৭০ কিলোমিটার গতিতে ব্যবহার করতে পারি। প্রসঙ্গত, পূর্ব লাদাখ সেক্টরে মোতায়েন করা হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নতুন অস্ত্র ও সরঞ্জাম। নতুন অস্ত্র ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ধনুশ - মেড ইন ইন্ডিয়া হাউইটজার, এম ৪ কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স ভেহিকল, অল টেরেইন ভেহিকল।

জিন্দে বাস- গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৮, আহত আরও ১২

হরিয়ানা, ৮ জুলাই ঃ হরিয়ানার জিন্দে যাত্রীবোঝাই একটি বাস ও একটি ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৮ জনের। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১২ জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে হরিয়ানার জিন্দ জেলার বিবিপুর গ্রামের কাছে। বাসের সঙ্গে ক্রুজার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। আহতদের মধ্যে বাসটির চালক ও কন্ড্রাক্টর রয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় ক্রুজের গাড়িটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে বাস ও গাড়ির আরোহীরা রয়েছেন। জিন্দে হাইওয়ের উপর বাস ও ক্রুজার গাড়ির সংঘর্ষের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ডিএসপি রোহতাস ধুল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৬টি অ্যাম্বুলেন্সে করে দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে জিন্দ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। আহত ১২ জনের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন।

Name Change

I, SHANTE BISWAS GUHA (old name) W/O SUSOVAN GUHA residing at 379/3 Ashutosh Apartment, Vivekananda Road, Barasat , N 24 Pgs-700124 WB India have changed my name to (shall henceforth be known as) SHANTA BISWAS, before Notary public at Kolkata on 08/07/2023. SHANTE BISWAS GUHA and SHANTA BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, SRABANTI HAZRA W/o ASIS HAZRA OF 46/1, BHATTACHARJEE PARA ROAD, THAKURPUKUR, KOLKATA - 700063 HAVE CHANGED MY NAME TO SRABANTI DAS VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE JUDICIAL MAGISTRATE ON 15/12/2020 AT SEALDAH COURT. SRABANTI HAZRA HENCEFORTH BE KNOWN AS SRABANTI DAS FOR ALL PURPOSES AND THEY ARE BOTH ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, APARAJITA SAHOO PATEL (old name) W/O AJESH PATEL Presently residing at Flat- 3B, Bipasha Apartment, Teghoria Main road, PO- Hatiara, PS- Baguiati, Bidhannagar -700157 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) APARAJITA SAHOO, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/07/2023. APARAJITA SAHOO PATEL and APARAJITA SAHOO both are same and one identical person.

ভোটারকে কামড়

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের ৪১১০ নম্বর হাপুনিয়া বুথে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ভোটারকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনার দায় বামদের ওপর চাপিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। অভিযোগ, শনিবার সকাল থেকে ওই বুথে ছাপ্পা ভোট চালাচ্ছিল তৃণমূল। তার প্রতিবাদ জানান গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সেই প্রতিবাদ করার জেরে তৃণমূল প্রার্থী মহিলা ভোটারকে কামড়ে দেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের পালটা দাবি সিপিএম প্রার্থী জয়নাল আবেদিনই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বরাবরই সে অশান্তি পাকায় বলেও দাবি তৃণমূলের। এদিকে বুথে কোনও ছাপ্পা হয়নি বলেই দাবি প্রিসাইডিং অফিসারের। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা বুথ চত্বরে। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, সকালে ভোট দিতে এসে তাঁরা দেখেন তৃণমূলের তরফ থেকে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হচ্ছে। যার জেরে তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। এর প্রতিবাদ জানান গ্রামবাসীরা। পালটা ভোটারদের সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয়। যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদ করায় নিভিয়া বেওয়া নামে এক মহিলা ভোটারকে তৃণমূল প্রার্থী কামড়ে দেন বলে অভিযোগ। ভোটারদের আরও অভিযোগ, বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। এক্ষেত্রে তৃণমূলের লোকজন বাহিনীর অনুপস্থিতিতে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

ভোট লাইনে টাকা

দুরন্ত বার্তা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ জুলাই ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এর তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাড়িয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটের লাইনে টাকা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাম-কংগ্রেস জোট ও তৃণমূলের সংঘর্ষ। কংগ্রেস কর্মীর গলায় হাঁসুয়ার কোপ মারার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। অভিযোগ, রাড়িয়াল ৮৭ নম্বর বুথে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মীরা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটারদের টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তৃণমূল কর্মীদের বিষয়টি নজরে পড়ে। এরপরই সংঘর্ষ শুরু হয়। সেইসময় বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন কংগ্রেস কর্মী রাহানুল হক। রাস্তায় তাঁকে একা পেয়ে তৃণমূল কর্মীরা গলায় হাঁসুয়ার কোপ বসিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি করে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যান।

১০৪ বছরে ভোট

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ জুলাই ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লাগামহীন হিংসার পরিস্থিতির মধ্যে গণতন্ত্রের উৎসবে যোগ দিলেন পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে জেলার প্রবীণতম ভোটার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিলেন ১০৪ বছরের বৃদ্ধ হারাধন সাহা। শনিবার সকাল সকাল ভোট দেন হারাধনবাবু। তবে লাইনে যাতে তাঁকে অপেক্ষা করতে না হয় সেই জন্য ভোটকেন্দ্রে পৌঁছনো মাত্রই জায়গা করে দেওয়া হয় হারাধন সাহাকে। এ দিন নাতির সঙ্গে অটোতে চড়ে নিজের ভোটকেন্দ্র সরস্বতীগঞ্জে আসেন হারাধনবাবু। ভোট দেওয়ার পর বাড়ি ফিরে যান হারাধনবাবু। উল্লেখ্য, এ দিকে, সকাল থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের জেরে অশান্তির খবর উঠে এসেছে রাজ্যজুড়ে। একাধিক জায়গা থেকে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। সূত্রের খবর, অনেক জায়গাতেই ভোটাররা ভয়ে বের হতেই পারছেন না। হিংসার জন্য নির্বাচনে অংশ নিতেই চাইছেন না অনেকে।

বাঁচানোর কাতর আর্তি নিয়ে পুলিশ কর্মীর পা ধরতে গেলেন ভোটকর্মী

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৮ জুলাই ঃ শনিবার সকাল থেকে বাংলায় চলছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোট শুরু হওয়ার পর থেকেই অশান্তির খবর আসছে। বিভিন্ন জেলায় দেখা গিয়েছে হিংসার ছবি। বিভিন্ন জেলায় বুথের মধ্যে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। এমনকী ভাঙচুর করা হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং ব্যালট পেপার ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। কার্যত আতঙ্কের মধ্যে দিয়েই ভোট হচ্ছে বহু বুথে। তাতে শুধু সাধারণ ভোটাররাই আতঙ্কিত নন, পুলিশ কর্মী, এমনকী পোলিং অফিসাররাও কার্যত আতঙ্কিত। আর সেই আতঙ্কের জেরে কেঁদে ফেললেন এক পোলিং অফিসার। পুলিশের পা ধরে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাতর আর্জি জানালেন। এমনই ছবি দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায়। কার্যত পুলিশ অফিসারের পা ধরে ভোট গ্রহণ করাতে পারবেন না বলেই আবেদন করেন ওই পোলিং অফিসার। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার কাঠগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে। এদিন ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সেখানে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ভোটকেন্দ্রের মধ্যে থাকা ব্যালট বাক্স ভাঙচুর করা হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মাথা ফেটে যায়। সেই ঘটনার জেরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পোলিং অফিসাররা। ঘটনার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গড়বেতা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তখনই পুলিশ অফিসারদের পায়ে ধরে ভোট করাতে পারবেন না বলে কাতর আর্জি জানান পোলিং অফিসাররা। বুথের সেকেন্ড পোলিং অফিসার লাল্টু মাইতি জানান, তাঁরা সকলেই যখন ভোট গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন তখন কিছু দুষ্কৃতী ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে বুথের দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপরেই ভাঙচুর করতে শুরু করে। যাকে সামনে পেয়েছে তাঁকেই মারধর করতে থাকে। বাদ যাননি পোলিং অফিসাররাও, তাঁদেরকেও কলার চেপে ধরে বলে অভিযোগ। লাল্টু মাইতির কথায়, আমরা কোনওভাবে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। ঘটনার জেরে লাল্টু মাইতি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে পুলিশ এলে তিনি পুলিশের পা ধরে ভোট করাতে পারবেন না বলে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে যা টাকা পোলিং ডিউটির জন্য দেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দেব। এমনকী তার পাঁচ গুণ টাকাও দেব। আমরা চাই কোনওভাবে আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হোক। আমাদেরও সংসার রয়েছে। আমরা কোনওভাবে বেঁচে আছি। তাঁর কাতর আর্জি আর যেন তাঁকে কোথাও ভোটের ডিউটি না দেওয়া হয়। আমরা আর ভোট গ্রহণ করতে পারব না। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোটে শুধু বিরোধীরাই নয়, ভোট কর্মীরাও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু, এদিন পঞ্চায়েত ভোটের শুরুতে বহু বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রথম থেকে চোখে পড়েনি। যার ফলে অধিকাংশ জায়গাতে হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বিরোধীদের।

তৃণমূলকে তাড়া

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৮ জুলাই ঃ পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে বুথ দখল করতে আসা তৃণমূল কর্মীদের তাড়া করে এলাকা ছাড়া করলেন সিপিএম সমর্থকরা। শনিবার সকালে এই ঘটনা রানিগঞ্জ ব্লকের চলবলপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ৩৩ নম্বর বুথের। এদিন বর্ধমান এবং আসানসোলে অনেক এলাকাতেই শাসকদলের লোকজন বুথ দখল করতে বা ছাপ্পা দিতে এসে এভাবেই বাম কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে। সিপিএম কর্মীদের বক্তব্য, সকাল থেকে ভোট ভালোমতোই চলছিল, বেলা গড়াতেই শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা হঠাৎই বুথ দখল করতে আসে। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তারা পালায়। ভোটারও ওই দুষ্কৃতীদের তাড়া করেন। সিপিএম কর্মীরা জানান, তারা শুক্রবার রাতেই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেন শাসকদলকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হবে না। এদিন সকাল থেকেই আসানসোলের অনেক বুথে বাম কর্মীদের প্রতিরোধের মেজাজে দেখা যায়। সেইমতোই চলবলপুরের ওই বুথে বাম কর্মীরা শাসকদলের দুষ্কৃতীদের এলাকা ছাড়া করেন।

ভোটে বাধা পেয়ে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ জুলাই ঃ ভোট দিতে না পেরে গ্রামে ফিরে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পতাকা পুড়িয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ মানুষজন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। এই ছাপ্পা ভোটের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। স্থানীয় এক বাসিন্দা শম্পা মাঝি জানান, তাঁরা সদলবলে ভোট দিতে গিয়েছিলেন ডাঙ্গা ফরিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালযের ১৫২ নম্বর বুথে। সেখানে তখন দরজা বন্ধ করে দেদারে ছাপ্পা ভোট হচ্ছিল। সেই সময় ওই বুথে জনা কয়েক যুবক তাদের বলেন, ভোট হয়ে গিয়েছে বাড়ি ফিরে যান। তাদের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা তাদের ভোট দিতে দেয়নি। গ্রামের তিন শতাধিক ভোটার ভোট দিতে পারেননি। এই ঘটনা চাউর হতেই ভোট দিতে না পারা মানুষজন প্রতিবাদে সরব হন। তাঁরা রাজনৈতীক দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন জড়ো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। তাদের বক্তব্য, যদি ভোটই দিতে না পারি, তবে রাজনৈতিক দল থেকে লাভ নেই।

ভোটারদের জন্য বোঁদে-ছোলা-শরবত

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৮ জুলাই ঃ গুড়-বাতাসা, নকুলদানা নয়। এখানে ভোট যার যার, তার তার। কিন্তু ভোটের বোঁদে, ছোলা, শরবত সবার। শান্তিপূর্ণ ভোটে এমনই ছবি পুরুলিয়ায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নির্দলের 'সেরেস্তা'-তে এলেই শনিবার মিলছিল সকালের জলখাবার। লোকসভা, বিধানসভা বা গ্রামীণ ভোট পঞ্চায়েত, যাই হোক না কেন, ভোটের দিনে প্যাকেট-প্যাকেট বোঁদে, এক হাতা ভরতি ছোলা। সেই সঙ্গে শরবত মাস্ট। ভোটে যে এটাই রেওয়াজ ছোটনাগপুর মালভূমির পুরুলিয়ায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আড়শা থেকে বলরামপুর। অযোধ্যা পাহাড় থেকে ঝালদা। জেলার প্রায় সব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির বাইরে এক ছবি। যেমন শনিবার আড়শার ঝুঁঝকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কিছুটা দূরে কুড়মি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর শিবিরের বাইরে পেল্লাই সাইজের দু'টি পাত্রতে দেখা গেল বোঁদে। একটি পাত্রে প্লাস্টিক দিয়ে প্যাকেট করা। আর আরেকটি পাত্রে ডাই করে সাজানো রয়েছে। নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে বোঁদে নিয়ে বসে থাকা সুনীলচন্দ্র মাহাতো, হীরালাল মাহাতো বলেন, রাঁধুনি ডেকে ২০ কেজি বেসনের বোঁদে করা হয়েছে। মোট ৮০০ প্যাকেট করেছি আমরা। এখানে দুটি বুথ মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার ৬০০ ভোটার রয়েছে। কুড়মি সমর্থিত নির্দল শিবির থেকে কিছুটা পেছনেই বিজেপির শিবির। সেখানে প্রার্থীরাও রয়েছেন। ওই শিবিরের বিজেপি কর্মী নির্মল সহিস বলেন, রাত থেকে ১০ কেজি ছোলা ভিজতে দিয়েছি। ২০ প্যাকেট বোঁদে তৈরি করা হয়েছে। শরবতের জন্য ৫ কেজি চিনি আছে। ভোট দেওয়ার পর আমাদের সেরেস্তায় যেই আসছে তাদেরকেই আমরা ছোলা, বোঁদে দিচ্ছি। কিন্তু কেন? ওই বিজেপি কর্মীর কথায়, দেখুন ভোট দেওয়াটাও তো একটা পরিশ্রম। কত দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন ভোট দিতে আসছেন। প্রার্থীদের জয়-পরাজয় আছে ঠিকই। ভোটারদের পরিশ্রমেরও তো একটা মূল্য দিতে হবে। আমরা শুধু জলখাবারটাই তুলে দিচ্ছি এই যা। কিন্তু এ তো রীতিমতো ভোটারদের প্রভাবিত করা! নির্দল প্রার্থী শিবিরের পাশেই রাস্তার ওপরে থাকা তৃণমূল ক্যাম্পের কর্মী হেমন্তকুমার বলেন, আমরা দু'কুইন্টাল বোঁদে তৈরি করেছি। সেই সঙ্গে ৫০ কেজি ছোলা আছে। আমাদের সেরেস্তায় যেই আসছেন তাকেই আমরা দিচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার কোন বিষয়ই নয়। কারণ ভোটাররাই আমাদের কাছে আসছেন এই জলখাবার নিতে। ভোট দেওয়ার পর এই জলখাবার পেয়ে ভীষণ খুশি ভোটাররাও।

শান্তিতে ভোট দিলেন পাহাড়বাসী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ নেই বোমা-গুলির লড়াই। নেই হুমকি, হুঁশিয়ারি। নেই ভোট লুঠ-ব্যালট পেপার ছিনতাই। কীভাবে গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপন করতে হয় সেটা শিখিয়ে দিল পাহাড়। একদিকে যখন রক্তের হোলি খেলা চলছে সমতলে। পাহাড়বাসী তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। ভোট হচ্ছে ভোট। গত একমাস ধরে রাজ্যবাসী দেখছেন ভোটের নামে কী হচ্ছে রাজ্যে। গত ৩০ দিনে রাজ্যে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সকাল থেকেই জেলায় জেলায় অশান্তি। বোমাবাজি। গুলি চালানোর ঘটনা ঘটছে। ভোট দিতে যাওয়া তো দূরের কথা রাস্তায় বেরোতেই ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। জেলায় জেলায় বুথ দখল। ভোট কর্মীদের ভয় দেখিয়ে মারধর করে ব্যালট পেপার ছিনতাই। ছাপ্পা ভোট হয়ে চলেছে। কোথাও আবার ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও ব্যালট বক্সে জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সমতলের জেলাগুলিতে। এরই মধ্যে বিপরীত ছবি দেখা গেল পাহাড়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুথে বুথে ভোটারদের লাইন বাড়ে। পাতলেবাসে ভোট দেন বিমল গুরুং। এবং পাহাড়বাসীকে শান্তিপূর্ণ ভোটদানের বার্তা দিয়েছেন তিনি। পাহাড়ে এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও অশান্তির খবর পাওয়া যায় নি। কালিম্পং এবং কার্শিয়াং থেকেও কোনও অশান্তির খবর আসেনি, শান্তিপূর্ণ ভোটদান হয়েছে সেখানে।

হিংসার আবহে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় উত্তর দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক হিংসার খবর পাওয়া গেছে। কোথাও তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আবার কোথাও নির্বাচনী কর্মীকে তাড়িয়ে দিয়ে বুথ দখল করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের ভাটপোখরে অবস্থিত ৭৮ নম্বর বুথে 'ভুয়ো ভোট' দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বলা হয়েছিল সকাল আটটায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ শেষ করতে হবে। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এখানে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন প্রার্থী। সকাল থেকেই তার লোকজন বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট শুরু করে। ৮ টার মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ হয়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের ভয়ে ভোটকর্মীরা বুথ থেকে বেরিয়ে যান। একই জেলার ইসলামপুরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূল কর্মী মুজাফফর হোসেন। ঘটনার পিছনে বিদ্রোহী বিধায়ক করিম চৌধুরীর সমর্থকদের হাত রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজনকে ইসলামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সময়ে, জেলার গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের ১৪০ নম্বর লোধন বুথে তৃণমূল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে।

আমায় মেরে ফেলবে, বুথ থেকে সরান

হাতজোড় করে সুকান্ত মজুমদারকে আর্জি রাজ্য পুলিশেরই এক কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ৮ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ দিনাজপুরে উল্টো চিত্র! যে পুলিশের বিরুদ্ধে বার বার শাসক দলের সন্ত্রাসে মদতে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই পুলিশের আর্জি আমায় মেরে ফেলবে, বুথ থেকে সরান, শনিবার ভোটের দিন সকালে হাতজোড় করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এই আর্জি জানান রাজ্য পুলিশের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঝাঁ। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ গঙ্গারামপুরের সুখদেবপুরে ১৭৬ নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোট পড়ছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সুকান্ত। তখনই রাজ্য পুলিশের কর্মী কৃষ্ণমোহন ঝাঁ সুকান্তের গাড়ির কাছে এসে কাতর স্বরে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার আর্জি জানান। কৃষ্ণমোহন জানান তিনি শিলিগুড়ি কমিশনারেট থেকে এসেছেন। এই অঞ্চলের কাউকেই তিনি চেনেন না। তবে শাসকদলের লোকেরাই তাঁকে মেরে ফেলার জন্য শাসাচ্ছেন বলে অভিযোগ কৃষ্ণমোহনের। সেই সময়ে সুকান্তকে বলতে শোনা যায়, আপনার হাতে তো লাঠি রয়েছে, ব্যবহার করছেন না কেন। তিনি যে ভয় পাচ্ছেন তা পরে সংবাদমাধ্যমের সামনেও বলেন কৃষ্ণমোহন। তিনি বলেন, আমি সরতে চাইছি। আমি কী করব একা? আমায় হুমকি দিচ্ছে। আমি বলেছি, ছাপ্পা ভোট হতে দেব না। তখন বলেছে, চুপচাপ থাকুন। না হয় এখান থেকে সরে যান। পুরোপুরি ছাপ্পা ভোট হবে। একই সঙ্গে কৃষ্ণমোহন বলেন, আমার লাইন সামলানোর কথা। কিন্তু বাধ্য হয়ে বুথের ভিতরে গিয়েছি। তার পরেই মেরে ফেলার হুমকি। আমি এখন এখান থেকে সরে যেতে চাইছি। তাঁর দাবি, এই বিষয়ে তিনি ফোন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও কেউ কিছু জানাননি। তিনি বলেন, আমাকে মেরে ফেলবে বলছে। পুলিশকর্তাদের ফোন করেছি। তারা কিছুই বললেন না। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, গোটা রাজ্যেই ভোটের নামে প্রহসন চলছে। পুলিশকে নিয়ে ভোট করছে তৃণমূল। আর গঙ্গারামপুরের ঘটনা দেখিয়ে দিল, কোথাও কোথাও সৎ পুলিশকর্মীরা প্রতিবাদ করলে তাঁরাও কতটা অসহায়। তবে সুকান্তের দাবি, বেশির ভাগ জায়গাতেই পুলিশের মদতে গোলমাল করছে তৃণমূল। তিনি বলেন, ওই পুলিশকর্মী আমার কাছে আসার আগে তাঁর কর্তাদের কাছেও জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আসলে উপরের কর্তারা সবটাই করছে তৃণমূলের নির্দেশ মতো।

ভোট প্রক্রিয়ায় না মহিলা ভোটকর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ জুলাই ঃ চাকরি চলে গেলেও কোনোভাবেই আর ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন না, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মহিলা পরিচালিত 'পিঙ্ক বুথ'-এর প্রিসাইডিং অফিসার। ভোট গ্রহণের প্রথম দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় মহিলা পরিচালিত পিঙ্ক বুথের ভোট কর্মীদের। কোনভাবেই আর যে তারা ভোটকর্মী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে চান বা তাঁরা। ঘটনার পর থেকে তাদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছাপ। সংবাদ মাধ্যমের সামনে ভয়ে কেঁদে ফেলেন প্রিজাইডিং অফিসার অঙ্গনা সেন। বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজচন্দ্রপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথ এবার মহিলা পরিচালিত ছিল। সেখানে পাঁচজন মহিলা ভোটগ্রহণের জন্য ছিলেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য ছিল একজন জুনিয়ার কনস্টেবল এবং একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। ভোট কর্মীরা জানান, বেলা ১১টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট চলছিল। তখন প্রায় ২০০ ভোট হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই একদল দুষ্কৃতী মুখে কাপড় বেঁধে লাঠি হাতে ভিতরে ঢুকে ব্যালট কেড়ে নিয়ে ছাপ্পা মেরে বক্সে ঢোকাতে শুরু করে। এরকম কিছুক্ষণ চলার পর আরও কিছু দুষ্কৃতী ভিতরে ঢুকে ব্যালট বাক্স কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। বুথের ভিতর চলে তাণ্ডব। অঙ্গনা বলেন, আমাদের মহিলা পরিচালিত বুথ হলেও ছিল না পর্যাপ্ত নিরাপত্তা। একপ্রকার আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দুষ্কৃতীরা আমাদেরও মারতে উদ্যত হয়। জুনিয়ার কনস্টেবল এবং সিভিক নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল। বাইরে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড। দাউ দাউ করে জ্বলছে দুটি মোটর বাইক। অভিযোগ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। অভিযোগ, পুলিশকে খবর দেওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ পুলিশের দেখা মেলেনি। ফলে চাকরি চলে গেলেও তাঁরা যে ভোট প্রক্রিয়ায় আর অংশগ্রহণ করবেন না সেটা পরিস্কার জানিয়ে দেন।

ভোটগ্রহণের অশান্তিতে আহত চার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ জুলাই ঃ ভোটগ্রহণ চলার দ্বিতীয়ার্ধে ফের উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের রায়নার মাঠনুরপুর গ্রামে। এখানে বহিরাগত কিছু ব্যক্তির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘাত চরমে ওঠে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, লাগাতার বোমাবাজি চলেছে। এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বোমা। তাঁরা আরও জানান, ভোটের দিন এবং তার আগে থেকেই এই গ্রামকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে। এদিন সকালেই দুপক্ষের সংঘর্ষ হয়। আহত হন কয়েকজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এদিন বিকেলের দিকে বেশকিছু সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাইরে থেকে এখানে আসে। তারা গ্রামে বোমা ছোড়ে। তাদের আক্রমণে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে শেখ আজাদ এবং শেখ গফফার আলির আঘাত গুরুতর। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রায়না ১-এর ব্লক সভাপতি বামদেব মণ্ডল এই হামলার জন্য দায়ী। এছাড়াও পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান শামসুদ্দিনও এই হামলার পেছনে রয়েছেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে বিরাট পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছায়। তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। অন্যদিকে ব্যালটে প্রতীক বিভ্রাট, বন্ধ হয়ে গেল ভোট গ্রহন। এমনই ঘটনা ঘটেছে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের মুকসিমপাড়া পঞ্চায়েতের সানঘোষ পাড়া এলাকার ১০৩ নম্বর বুথে। জানা গিয়েছে, তৃণমূল প্রার্থী আদুরী খাতুন বিবি নামের পাশে সিপিএমের প্রতীক, একই সঙ্গে সিপিএম প্রার্থী জুলফিকার বিবির নামের পাশে তৃণমূলের প্রতীক ছাপা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় ওই বুথে ভোট গ্রহন। ভোট শুরু হওয়ার মুহূর্তেই এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য। ওই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার এ বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি।

কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন নগরিয়া এলাকায় তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মী- সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। অভিযোগ, এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় দু'পক্ষের ইটবৃষ্টি। এরপর বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনায় এক তৃণমূল প্রার্থীর শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। নাম তাসলিমা বেওয়া, এমনটা জানা যাচ্ছে। ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থেকে রাজ্য পুলিশের কর্মীরা। গোটা পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রমুখি হয় তার জন্য চেষ্টা চালায় প্রশাসন।

ধৃত মাস্টারমাইন্ড

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং অপহরণের ঘটনার মাস্টার মাইন্ডকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতের নাম নবলেশ কুমার। প্রসঙ্গত, গত ২৪ জুন শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারি মেন রোডে একদল দুষ্কৃতী ব্যবসায়ী প্রভাকর সিংকে বন্দুক দেখিয়ে অপহরণ করে। ঘটনার পর ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করতে তদন্তে নামে এসওজি, ডিডি এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে একে একে ৫ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কিন্তু মাস্টার মাইন্ডের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে ঘটনার প্রায় ২ সপ্তাহের মধ্যে মাস্টার মাইন্ডকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রভাকর সিংকে তাঁর বন্ধুই টাকার জন্য অপহরণ করায়। ধৃত নবলেশ কুমারও রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ী। প্রভাকর সিং ব্যবসার জন্য নবলেশকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন। নবলেশের কাছ থেকে সেই টাকা ফেরত চাওয়া নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিবাদ হয়। টাকা যাতে দিতে না হয় সেকারণে প্রভাকর সিংকে অপহরণ করায় নবলেশ। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

গণতন্ত্রের ডাকে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটে যখন হিংসার আগুনে জ্বলছে গোটা বাংলা। ঠিক তখনই উল্টো ছবি ধরা পড়লো জলপাইগুড়ি তিস্তা পারে। ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার। বাবার কাজ করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে যাতে কোন ছেদ না পড়ে তার জন্য সাতসকালে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়ে গেলেন দুলাল মল্লিক। এমনই ছবি ধরা পড়লো জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ের সারদাপল্লী ১৭১-৫৮ নম্বর বুথে। ১১ দিন আগে দুলাল বাবুর বাবা মারা গেছেন। আজ কাজ, কাজের ব্যস্ততায় ভোট যাতে মিস না হয় তার জন্য সকাল সকাল ভোট দিতে চলে আসেন দুলাল বাবু। সহৃদয় এলাকার ভোটাররাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সবার প্রথমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাবার কাজে বসার আগে নিজের অধিকার প্রয়োগ করতে পেরে খুশি দুলাল মল্লিক।

ব্যালট বক্সে জল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ ফুলবাড়ীর ১৯ এর ৩০৭ নম্বর বুথে ব্যালট বক্সের ভেতর জোট প্রার্থী জল ঢেলে দেওয়ার ফলে ভোটগ্রহণ বন্ধ, গোটা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে তৃণমূল ও জোট প্রার্থীর মতবিরোধের কারণেই জোট প্রার্থী ব্যালট বক্সের ভেতর জল ঢেলে দেন।

পঞ্চায়েতের অশান্তির চেনা ছবি ফিরল ময়ূরেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জুলাই ঃ একেবারে অশান্তির চেনা ছন্দে ফিরল বীরভূম। চড়াম চড়াম, গুড় বাতাসার জন্য কুখ্যাত ছিল বীরভূম। সেই বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি। তাতে কী? অশান্তির সেই চেনা ছবি দেখা গেল বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে। বীরভূমে নথি পুড়িয়ে দেওয়া হল। দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হল বাইক। ব্যালট পেপার পুড়িয়ে দেওয়া হল। ময়ূরেশ্বরে ব্যালট পেপার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল পুকুরে। ভোটকর্মীদের শাসানো চলে পুরোদমে। আসলে ছাপ্পা দিতে এসেছিল কয়েকজন দুষ্কৃতী। তারপরই এই অশান্তি। এক মহিলা ভোটকর্মী সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, হঠাৎ করে কয়েকজন এসে ব্যালট পেপার নিয়ে নিল। ওদের মুখ বাঁধা ছিল। এরপর কয়েকজন এসে ব্যালট বাক্স নিয়ে চলে গেল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কেউ এলাকায় ছিল না। জানিয়েছেন মহিলা ভোটকর্মী। অপর এক মহিলা ভোটকর্মী বলেন, একজন মাত্র বন্দুকধারী পুলিশ ছিলেন। তার পক্ষে সবদিক সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর কোনওদিন ভোট করাতে আসব না। অপর এক মহিলা ভোটকর্মী বলেন, প্রায় ২০০র কাছাকাছি ভোট হয়েছিল। দৌড়তে দৌড়তে এল ওরা। ব্যালট নিয়ে বাক্সে ঢোকাল। এরপর কয়েকজন এসে ব্যালট বাক্স নিয়ে চলে গেল। কেন্দ্রীয় বাহিনী কেউ ছিলেন না। আর ভোট হলে থাকব না। পরিস্থিতি কার্যত ভয়াবহ। আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকেন ভোটকর্মীরা। কী করবেন তারা বুঝতে পারছেন না। ভোটগ্রহণকেন্দ্রের সামনে পড়ে রয়েছে পোড়া বাইক। একেবারে যেন যুদ্ধক্ষেত্র। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে পোড়া ব্যালট। ভোটের লাইনে একজনও নেই। সবাই আতঙ্কে গ্রামের মধ্যে চলে গিয়েছেন। এলাকায় শুধু মুখ বাঁধা দুষ্কৃতীদের দাপট। বাইক বাহিনীর দাপট। ময়ূরেশ্বরের গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজচন্দ্রপুরের ১৪৭ নম্বর বুথে বুথের ভেতর ঢুকে ভয়াবহ তাণ্ডব। প্রথমে ছাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা। এরপর ব্যালট পেপার লুঠ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। জ্বালিয়ে দেওয়া হল বাইক। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শুরুর দিকে সব ঠিকঠাক ছিল। এলাকার মহিলারা একে একে এসে ভোট দান করেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ বুথে ঢুকে পড়ে একদল লোক। অন্তত ৫০-৬০ জন। তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী তা এখনও জানা যায়নি। তারপর চলে দেদার ছাপ্পার চেষ্টা। নিরাপত্তার জন্য লাগানো সিসিটিভি ভেঙে দেওয়া হয়। তাঁদের কাছ থেকে অবাধে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ব্যালট। কার্যত অসহায় বোধ করেন ভোটকর্মীরা। সেখানে বন্ধ হয়ে যায় ভোট গ্রহণ। অনেকের মতে, এই ছবি আগে থেকেই দেখতে অভ্যস্ত বীরভূম। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের দিনও একই ছবি দেখা গিয়েছিল বীরভূমে। সেবারও অশান্ত হয়েছিল বীরভূম। সেই ছবিই ফের ফিরল এদিন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি। গোটা ভোটপর্বজুড়ে তিনি বীরভূমে আসেননি। হুমকির তো কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু তিনি জেলবন্দি থাকলে কী হবে, চেনা সেই অশান্তির ছন্দেই ফিরল বীরভূমে। যদিও বীরভূমের বগটুই গ্রামে এবার শান্তির ভোট। উৎসবের আমেজেই সকাল মানুষ ভোট কেন্দ্রে হাজির হন। বগটুই পূর্ব পাড়ার ভোটার বিজেপির কর্মী মিহিলাল সেখ বলেন, শান্তিতেই ভোট হচ্ছে। পশ্চিম পাড়ায় গ্রাম সভায় আমাদের প্রার্থী নেই। পূর্ব পাড়ায় বিজেপি প্রার্থী মেরিনা বিবির জেতার আশা কম থাকলেও, মানুষের মন বোঝা মুশকিল। তবে বগটুইয়ে এবার শান্তির ভোট।

ব্যালট বক্স থানায় জমা করল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জুলাই ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার চাঁচল মহকুমা। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। আর এই পরিস্থিতিতে অনেক বুথ থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সরে গিয়েছেন অফিসার থেকে ভোটকর্মীরা। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যেও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যেখানে রক্ষিত হয়েছে, সেই ব্যালট বাক্স লুঠ করতে দেননি চাঁচল থানার খরবা পঞ্চায়েতের গোপালপুর ও দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং তৃণমূল কর্মীরা। শনিবার সংশ্লিষ্ট গ্রামের ১৯৬ নম্বর বুথের ভোটদানপর্ব দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। আর তারপরেই সেখানে শাসক-বিরোধী গোলমালের জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এই পরিস্থিতিতে ব্যালট বাক্স যাতে লুঠ না হয়, তার জন্য স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরাই সেই ভোট সম্পন্ন হওয়া ব্যালট বাক্স বাইকে চাপিয়ে সটান থানায় নিয়ে এনে জমা দিলেন কর্তব্যরত চাঁচল থানার পুলিশ আধিকারিকদের কাছে। স্থানীয় তৃণমূলের একাংশ কর্মীদের বক্তব্য, খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর-দুর্গাপুর গ্রামের ১৯৬ নম্বর বুথের ভোটদান পর্ব দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তারপরে সেখানে গোলমাল শুরু করে কংগ্রেস এবং সিপিএম জোটের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তাদের সঙ্গে এই গোলমালে বিজেপির স্থানীয় কর্মীরা শামিল হন বলে অভিযোগ। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ভোটকর্মীরা বুথ থেকে সরে পড়েন। সেই পরিস্থিতিতে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা গোলমাল থামানোর চেষ্টা করেন। তখনই ফাঁকা হয়ে যায় ওই নির্বাচন কেন্দ্র। সেই সময় ব্যালট বাক্স লুঠের চেষ্টা চালিয়েছিল হামলাকারীরা। তখনই তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করে চাঁচল থানায় এনে জমা দেন তৃণমূল কর্মীরা। যদিও তৃণমূলের এই দাবিকে ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্র বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন জেলা কংগ্রেসের সহ সভাপতি ইশা খান চৌধুরী। তিনি বলেন, এসব তৃণমূলের বানানো গল্প। ওরাই ওই বুথ থেকে ব্যালট বাক্স লুঠ করে ছাপ্পা দেওয়ার পর পুলিশের কাছে জমা দিয়েছে। এব্যাপারে তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিশ্বকাপের সঙ্গে এশিয়ান গেমসের সূচির টক্কর! তাহলে কি দল পাঠাবে না বোর্ড?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এশিয়ান গেমস নিয়ে বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে এ বারের এশিয়ান গেমসে দল পাঠাবে তা আগেই শোনা গিয়েছিল। শুক্রবারের বৈঠকে সেই জল্পনায় শিলমোহর পড়ে। এশিয়ান গেমসের জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয় দলই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। মহিলাদের সিনিয়র দল গেলেও বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় বেশিরভাগ তরুণদের নিয়ে গড়া হবে পুরুষদের টিম। তবে একটা জায়গায় খটকা রয়েছে। এশিয়ান গেমস চলাকালীনই শুরু হচ্ছে ওডিআই বিশ্বকাপ! চিনের হাংঝাওতে ১৯তম এশিয়ান গেমস শুরু হচ্ছে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে। শেষ হবে ৮ অক্টোবর। এদিকে ভারতে বিশ্বকাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে ৫ অক্টোবর থেকে। তাহলে কি এশিয়ান গেমসে পুরুষ ক্রিকেট টিম পাঠাবে না বিসিসিআই? দল অবশ্যই পাঠাবে বিসিসিআই।

স্বাভাবিকভাবেই সেই টিমে থাকবেন না বিশ্বকাপে খেলা ক্রিকেটাররা। বেশিরভাগ তরুণ মুখদের নিয়ে গড়া হবে টিম। বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছেন, আইসিসি মেনস ওয়ার্ল্ড কাপ ও এশিয়ান গেমসের সূচির মধ্যে টক্কর হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বিচার করে বিসিসিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ক্রিকেটারদের বাদ রেখে এশিয়ান গেমসের জন্য দল গড়া হবে। শুক্রবারের ১৯তম অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এশিয়ান গেমসে ভারতের নেতৃত্ব ভার দেওয়া হতে পারে শিখর ধাওয়ানকে। দীর্ঘদিন জাতীয় দলে সুযোগ পান না শিখর। ওডিআই বিশ্বকাপের ভাবনাতেও নেই তিনি। তাই এশিয়ান গেমসে মেন ইন ব্লু-র নেতৃত্বে তাঁকে ধরে নিয়ে এগোচ্ছে বোর্ড। কোচ হিসেবে হয়তো থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ২০১০ ও ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসেও ক্রিকেট ছিল। কিন্তু বিসিসিআই ওই দুই সংস্করণে দল পাঠায়নি। ২০১৮ সালে শেষ বার বসে এশিয়ান গেমসের আসর। ২০১৮ সালের পর ২০২২ সালে ১৯তম এশিয়ান গেমস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিডের কারণে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। পাঁচ বছর পর চিনের হাংঝাউয়ের বসছে এশিয়ান গেমসের আসর।

ডুরান্ডেই কলকাতা ফুটবলের প্রথম ডার্বি

মোহনবাগান মাঠে ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ কলকাতা ফুটবলের প্রথম ডার্বি ম্যাচ হতে চলেছে ডুরান্ড কাপে। ১২ আগস্ট হতে পারে সেই ম্যাচ। যদিও এখনও ডুরান্ডের পুরো সূচি ঘোষিত হয়নি, কিন্তু যা শোনা গিয়েছে ওইদিনই মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল এ মরশুমে প্রথম মুখোমুখি হবে। বাগান শিবির অবশ্য ওই দিনের ম্যাচ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছে। কারণ মোহনবাগান তার ঠিক চারদিন বাদেই খেলবে এএফসি কাপের ম্যাচ। তাই মাঝে মাত্র তিনদিন সময় থাকবে। একদিন তার মধ্যে রিহ্যাবের জন্য চলে যাবে। ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ কলকাতার দুই প্রধানকে অনুরোধ করেছে যাতে পুরো শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামে ঐতিহ্যবাহী আসরে। বাগান শিবির থেকে অবশ্য ফাইনাল কিছু বলা হয়নি। কর্তারা ধন্দে রয়েছেন, কারণ যদি দলের সিনিয়র তারকারা ডুরান্ড খেলতে গিয়ে চোট পেয়ে যান, তা হলে এএফসি কাপে দল ভুগতে পারে। লাল হলুদ শিবির বলে দিয়েছে, তারা সিনিয়র দল নিয়েই মাঠে নামবে। তাদের ১২ আগস্ট ডার্বি খেলতেও সমস্যা নেই। ডুরান্ড কাপের যে খসড়া সূচি হয়েছে, তাতে ৩ আগস্ট থেকে কলকাতায় ডুরান্ড কাপ পর্বের ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা। গত বারের মতো এবারও ডুরান্ডে একই গ্রুপে থাকছে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। গ্রুপের অন্য দুই দল বাংলাদেশ সার্ভিসেস এবং রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাব। ৬ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় ম্যাচই ডার্বি। লাল হলুদের তৃতীয় ম্যাচ ১৯ আগস্ট রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে, ওই ম্যাচ আবার মোহনবাগান মাঠে গিয়ে খেলতে হবে চিরপ্রতিপক্ষ দলকে। ওই ভেনু নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কর্তারা। ম্যাচে গণ্ডগোলের আশঙ্কা থাকছে। অন্যদিকে গ্রুপের তিনটে ম্যাচই যুবভারতীতে খেলবে মোহনবাগান। ডুরান্ডের প্রথম দিনই বাংলাদেশ সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার কথা সবুজ মেরুনের। ৭ আগস্ট দ্বিতীয় ম্যাচ রাউন্ডগ্লাস পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে।

বিশ্বনাথন আনন্দকে হারাল ১৭ বছরের 'বাচ্চা' ছেলে গুকেশ

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাইঃ অভাবনীয়। অস্বাভাবিক। যা খুশি বলে বর্ণনা করা যায় এই ঘটনা। গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ হারলেন কি না ১৭ বছর বয়সী এক বাচ্চা ছেলের কাছে। সত্যি, খেলার দুনিয়ায় সবই সম্ভব! ১৭ বছর বয়সী গুকেশ দাবার দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিলেন। ২০২৩ সুপার ইউনাইটেড রাপিড অ্যান্ড ব্লিটজ টুর্নামেন্টে বিশ্বনাথন আনন্দকে হারাল গুকেশ। টুর্নামেন্টের অষ্টম রাউন্ডে ভারতের এই বিস্ময় বালক হারিয়ে দিলেন আনন্দকে। ৪০ মুভের লড়াই। তাতেই চেক মেট আনন্দ। এই মুহূর্তে আনন্দ ও গুকেশের পয়েন্ট ১০। চতুর্থ স্থানে টাই। গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে আপাতত গুকেশের পা মাটিতেই। গুকেশ বলেন, ''খেলার শেষে

আনন্দ স্যর আমাকে কয়েকটি দরকারি টিপস দেন। আজ ভাল খেলেছি। তাই জিতেছি। এই জয়টা অবশ্যই স্পেশাল। তবে আনন্দ স্যর যে কোনও সময় সমতা ফেরাতে পারেন।'' ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা এবং ইয়ান নেপোমনিয়াচতি আপাতত এই টুর্নামেন্টের শীর্ষস্থানে রয়েছেন। দুজনেই ১২ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। তবে দিনের শুরুতে কিন্তু আনন্দ শীর্ষে থেকে শুরু করেছিলেন। পরে তাঁকে ২ পয়েন্ট খোয়াতে হয়। টুর্নামেন্টের তিন নম্বরে রয়েছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। বিশ্ব ক্রম তালিকায় এক নম্বরে থাকা কার্লসেন ফর্ম ফিরে পেয়েছেন কিছুটা।

এবার থেকে নতুন ভূমিকায় সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাইঃ জন্মদিনের আগের দিনই রহস্যময় পোস্ট করে জল্পনা বাড়িয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জানিয়েছিলেন ৮ জুলাই বিশেষ কিছু ঘোষণা করতে চলেছে তিনি। ৫১তম জন্মদিনে কী ঘোষণা করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, কোন নতুন দায়িত্বে দেখা যায় সকলের প্রিয় দাদা-কে তা নিয়ে কৌতুহলে ছিল। কথা মতই জন্মদিনের দিন রহস্যের উন্মোচন করলেন সৌরভ। নিজের নতুন অ্যাপের কথা ঘোষণা করলেন মরাহাজ। নাম 'সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মাস্টার ক্লাস'। এখানে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই অ্যাপে কোর্সের পাশাপাশি নিজের ১৬ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতির ক্রিকেট কেরিয়ারের অভিজ্ঞতা পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন সৌরভ। এই অ্যাপ থেকে যে রোজগার হবে তাও মহৎ কাজেই খরচ করবেন মহারাজ।

মেসিকে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে যেদিন

ফ্লোরিডা, ৮ জুলাইঃ লিওনেল মেসির জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ইন্টার মায়ামির সমর্থকেরা। মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আসার ঘোষণার পর থেকেই মূলত দেশটির ফুটবল-জগতে শুরু হয়েছে অন্য রকম এক উন্মাদনা। কিছুদিন আগেও সাদামাটা বিবেচিত হওয়া মার্কিন ফুটবলে এখন যেন নতুন রং লেগেছে। এখন অপেক্ষা শুধু মহাতারকার আগমনের। এবার মেসিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দিনক্ষণও জানিয়ে দিল ইন্টার মায়ামি। পিএসজি ছাড়ার সিদ্ধান্তের পর ইন্টার মায়ামিতে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি নিজেই। এরপর মেসির সঙ্গে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা এবং তাঁর অভিষেক নিয়ে শুরু হয় নানা জল্পনাকল্পনা। শুরুতে বলা হয়, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক চুক্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে মেসির অভিষেক হবে ২১ জুলাই। জানা যায়, লিগ কাপে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করবেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা। এরপর সামনে তাঁকে ইন্টার মায়ামির সমর্থকদের সামনে উপস্থাপন করার তারিখও সামনে আসে যদিও কোনো খবরই তখন আনুষ্ঠানিক ছিল না। এর মধ্যে মেসির যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে অভিষেক নিয়ে শোনা যায় নতুন খবর। বলা হয়, ১৯ জুলাই ডিসি ইউনাইটেডের মাঠে আয়োজিত এমএলএস অল-স্টারস বনাম আর্সেনালের ম্যাচেও দেখা যেতে পারে মেসিকে। লিগের সম্প্রচার কার্যক্রমের সঙ্গে জ।তি অ্যাপলের একটি সূত্র তখন জানায়, টেক জায়ান্টটিও চেষ্টা করছে যেকোনোভাবে মেসিকে এই ম্যাচে খেলানোর। এই ম্যাচ এমএলএসের সিজন পাসের (মরসুমভিত্তিক সাবস্ক্রিপশন) সঙ্গে যুক্ত। একই খবরে অবশ্য এও বলা হয় যে মেসিকে যদি ম্যাচে না-ও খেলান, তবে তাঁকে দেখা যেতে পারে লিগের দক্ষতা প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায়। যেটি সাধারণত অল স্টারস ম্যাচের আগের দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই খবরের পর মেসির ভক্তরাও অপেক্ষায় ছিলেন ১৯ জুলাইয়ের। কয়েক দিন পরই অবশ্য অল স্টারসের ঘোষিত স্কোয়াড দেখে সেই ম্যাচে মেসির না খেলার বিষয়টিও জানা যায়। ঘোষিত একাদশের কোথাও ছিল না মেসির নাম। শেষ পর্যন্ত এখন মেসিকে মাঠে খেলতে দেখার জন্য এখন ২১ জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলপ্রেমীদের। তবে মেসিকে ইন্টার মায়ামির জার্সির দেখার স্বাদ মিটতে যাচ্ছে আরও আগে। ইন্টার মায়ামি গতকাল শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছে মেসিকে সমর্থকদের সামনে উপস্থাপন করার দিনক্ষণ। 'দ্য আনভেইল' নামের এই আয়োজন হবে ১৬ জুলাই

ইন্টার মায়ামির নিজেদের মাঠে। ক্লাবের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই দিনক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। মেসির নাম উল্লেখ না করেই সেই বিবৃতিতে বলা হয়, 'উল্লেখযোগ্য পরিচয় পর্বটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে রোমাঞ্চকর বিনোদন। সঙ্গে মাঠে বক্তৃতার আয়োজনসহ আরও অনেক কিছু থাকছে।' তবে সেদিন অবশ্য শুধু মেসিই নন, একই সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতে পারে মেসির প্রাক্তন বার্সেলোনা-সতীর্থ স্প্যানিশ তারকা সের্হিও বুসকেতসকেও। উপস্থিত থাকতে পারেন ক্লাবের নতুন কোচ জেরার্দো টাটা মার্তিনোও। সম্প্রতি ইন্টার মায়ামি কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন মার্তিনো। এর আগে বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে মার্তিনোর অধীন খেলেছিলেন মেসি। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেসি-বুসকেতসদের সঙ্গে আরও খেলোয়াড় দলে টানতে চায় ইন্টার মায়ামি। ক্লাবের বেশির ভাগ অংশের মালিক জর্জ মাস বলেছেন এই মরসুমে ক্লাবটি তিন থেকে পাঁচজন খেলোয়াড়কে দলে আনতে চায়। বর্তমানে ক্লাবটি অবশ্য খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই। এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৯ ক্লাবের মধ্যে তাদের অবস্থান ২৮ নম্বরে। দায়িত্ব নিয়ে ক্লাবের অবস্থা বদলানোর আশ্বাস দিয়েছেন কোচ টাটা মার্তিনো। মেসি-বুসকেতসরা দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছেন উল্লেখ করে মার্তিনো বলেছিলেন, ''লিওর সঙ্গে কথা বলেছি আর গতকাল কথা হয়েছে বুসকেতসের সঙ্গে, আমরা সাফল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে কথা বলেছি। হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে এটা মনে হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র, মায়ামি, ছুটির সময়-কিন্তু বিষয়টি তা নয়। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই...আর তারা এখানে এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার মতো ফুটবলারও নয়।'

ভারতীয় ক্রিকেটে লড়াইয়ের 'সৌরভ', জন্মদিনে দাদা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিন্স অফ কলকাতা, দাদা, মহারাজ। ক্রিকেট মাঠে হোক বা ক্রিকেটের বাইরে। তাঁর 'দাদাগিরি' সর্বত্র। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঘটনায় জর্জরিত ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন আলো দেখিয়েছিল সৌরভের টিম ইন্ডিয়া। একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে গড়েছিলেন স্বপ্নের দল। দীর্ঘ ২৮ বছরের ব্যবধানে ২০১১ সালে অবশেষে দ্বিতীয় বার ওয়ান ডে বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। কিন্তু এই সাফল্যের বীজ বুঁনেছিলেন সৌরভই। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে সৌরভের নেতৃত্বেই ফাইনাল খেলেছিল ভারত। সে বার চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তবে একঝাঁক চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার দিয়েছিল। অধিনায়ক সৌরভের সাফল্য ট্রফি দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। ভারতীয় ক্রিকেটে লড়াইয়ের যে সৌরভ ছড়িয়েছিলেন, তা আজও বর্তমান। ক্রিকেট আগ্রাসন নিয়ে এখন অনেক কথাই হয়। আসল আগ্রাসন যেন দেখিয়েছিলেন সৌরভ। তাঁর নেতৃত্বে কিছু মুহূর্তের উদাহরণ দেওয়া যাক। যা ভারতীয় ক্রিকেটে নবজাগরন এনেছিল।

ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি-২০০২ সালের ত্রিদেশীয় ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়। ফাইনালে ৩২৬ রানের বিশাল লক্ষ্য। ভারতীয় ক্রিকেটের অতি বড় সমর্থকও প্রত্যাশা করেননি এই ম্যাচ জেতা সম্ভব। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র শেহওয়াগের শতরানের ওপেনিং জুটি। যদিও এরপরই বিপর্যয়। দ্রুত ভারতের স্কোর ১৪৬-৫ হয়ে যায়। ভারতীয় শিবির আশা হারায়নি। দুই তরুণ তুর্কী যুবরাজ সিং এবং মহম্মদ কাইফ অনবদ্য পারফর্ম করেন। যুবরাজ সিং ৪২তম ওভারে আউট হন। তখনও ৫৯ রান প্রয়োজন ভারতের। লোয়ার অর্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে জয়ের সীমানা পার করান মহম্মদ কাইফ। সৌরভের নেতৃত্বে লড়াইয়ের অন্যতম উদাহরণ তৈরি হয় এই ফাইনাল থেকেই।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি- ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের বছরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে যুগ্মবিজয়ী ভারত। সৌরভের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলই অ্যাডভান্টেজ ছিল। বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফাইনাল গড়ায় রিজার্ভ ডে-তে। যদিও প্রবল বৃষ্টিতে ম্যাচ সম্পূর্ণ করা যায়নি। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ট্রফি ভাগাভাগি হয়।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের টেস্ট রেকর্ড হতাশার। ১৯৯৯ সালেও অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ০-৩ ব্যবধানে হারে ভারত। তবে ২০০৩ সালে সৌরভের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া ১-১ ড্র করে। সে সময় ভারতীয় ক্রিকেটে এই ড্র ছিল অনেক বড় জয়ের সমান। ব্রিজবেনে ১৪১ রানের অনবদ্য ইনিংসে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অন্যতম সেরা ইনিংস ধরা হয় সৌরভের এই পারফরম্যান্সকে।

সৌরভের নেতৃত্বে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট এবং ওডিআই সিরিজ জয়। ২০০৪ সালে পাকিস্তান সফরে ২-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ এবং ৩-২ ব্যবধানে ওডিআই সিরিজ জেতে ভারত। এই সফরে শুধু সিরিজ নয়, দিলও জিতেছিল ভারত।

ওয়ান ডে বিশ্বকাপ-তরুণ দল দিয়ে ২০০৩ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে ভারত। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খুব কাছ থেকে ফিরতে হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই বিশ্বকাপে নজর কেড়েছিল বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, জাহির খান, আশিস নেহরার মতো তরুণ ক্রিকেটাররা। ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এরাও।

'দীর্ঘদেহী' কর্ণওয়ালকে সামলাতে হবে রোহিতদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে ১২ জুলাই। ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেল শুরু হচ্ছে এই সিরিজ দিয়ে। ইতিমধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে ২ দিনে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছে ভারত। এ বার পালা লাল বলের ফরম্যাটে ঝাঁপিয়ে পড়ার। ভারতীয় বোর্ড দল ঘোষণা করেছে অনেক আগেই। শনিবার টেস্ট সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের ঘোষিত টেস্ট দলে ছিল একাধিক চমক। ওয়েস্ট ইন্ডিজও চমক রেখেছে। প্রথম বার টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন কির্ক ম্যাকেঞ্জি এবং এলিক অথানাজে। তেমনই দীর্ঘ দু'বছর পর লাল বলের ফরম্যাটে ডাক পেয়েছেন রকিম কর্নওয়াল। তাঁর উপস্থিতি ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিং লাইন আপ শক্তিশালী করে তুলবে এতে সন্দেহ নেই। রকিম অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অফস্পিন বল করতে পারেন। ৩০ বছরের রকিম কর্নওয়াল শেষবার টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। তারপর থেকে দীর্ঘতম ফরম্যাটের জন্য তাঁকে ভাবা হচ্ছিল না। ভারতের বিরুদ্ধে কামব্যাকের সুযোগ পেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৯টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাট হাতে রান সংখ্যা মাত্র ২৩৮। তবে ৯টি টেস্টে ৩৪টি উইকেট রয়েছে তাঁর। রকিমের জন্য রোহিতদের আলাদা পরিকল্পনা সাজাতে হবে এতে সন্দেহ নেই। গত বছর আটলান্টা ওপেনে ডবল সেঞ্চুরি হাঁকান রকিম। ৭৭ বলে ২০৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে ডবল সেঞ্চুরির রেকর্ড আর কারও নেই। বিধ্বংসী মেজাজে টি-২০তে নয়া রেকর্ড গড়েন দীর্ঘদেহী রকিম কর্নওয়াল। তাঁর ব্যাটিং হইচই ফেলে দিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বে। ক্যারবিয়ান টিমের নেতৃত্বে ক্রেগ ব্রেথওয়েট। ১৩ সদস্যের টেস্ট দলে রয়েছেন শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের ছেলে তেজনারায়ণ। চলতি বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ডবল সেঞ্চুরি হাঁকান তেজনায়ারণ। কেরিয়ারের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নেমে এই নজির গড়েন তিনি। এ বার ভারতের বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম্যান্সের আশায় জুনিয়র চন্দ্রপল।

ডমিনিকায় ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম-ক্রেগ ব্রেথওয়েট (অধিনায়ক), জার্মান ব্ল্যাকউড (সহ-অধিনায়ক), এলিক অথানাজে, তেজনারায়ণ চন্দ্রপল, রকিম কর্নওয়াল, জোশুয়া দা সিলভা, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, জেসন হোল্ডার, আলঝারি জোসেফ, কির্ক ম্যাকেঞ্জি, রেমন রিফর, কেমার রোচ এবং জোমেল ওয়ারিকান।

মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ, হাসপাতালে ডাচ কিংবদন্তি গোলকিপার ফন ডর সার

জাগ্রেব, ৮ জুলাইঃ ক্রোয়েশিয়ায় পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডস, আয়াক্স ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক এডউইন ফন ডার সার। সেখানে স্ট্রোকের (মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ) শিকার হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ৫২ বছর বয়সি ফন ডার সারের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। আয়াক্সের বিবৃতিতে বলা হয়, 'এডউইন ফন ডার সারের মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনি এখন হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) আছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।' ২০০৯ সালে ফন ডার সারের স্ত্রী অ্যানমেরিও স্ট্রোকের শিকার হয়েছিলেন। পরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর দুই বছর পর ২০১১ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়েন ফন ডার সার। ম্যানচেস্টারের ক্লাবটিতে ছয় বছরের কেরিয়ারে চারবার প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। তবে ফন ডার সারের উত্থান হয়েছিল আয়াক্সে থাকাকালে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৯ বছরের কেরিয়ারে ডাচ ক্লাবটির হয়ে চারবার দেশের শীর্ষ লিগ জেতার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছিলেন টানা চারবার নেদারল্যান্ডসের বর্ষসেরা

গোলরক্ষকের পুরস্কারজয়ী ফন ডার সার। আয়াক্স ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলার মাঝে জুভেন্তাসে দুই মরসুম এবং ফুলহামে চার মরসুম কাটিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৩০) ম্যাচ খেলা এই কিংবদন্তি। স্ত্রী অ্যানমেরি স্ট্রোকের শিকার হওয়ার পর নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মস্তিস্কের রক্তক্ষরণজনিত মারাত্মক সমস্যায় ভোগা মানুষদের চিকিৎসায় সাহায্য করে আসছিলেন ফন ডার সার। এখন নিজেই এই রোগের শিকার হলেন। ইউনাইটেড ছাড়ার পরের বছর ২০১২ সালে আয়াক্সের বোর্ডে যোগ দিয়ে ২০১৬ সালে ক্লাবের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। গত মে মাসে ক্লাবের ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ডাচ লিগে তৃতীয় এবং ২০০৯ সালের পর এই প্রথমবারের মতো আয়াক্স চ্যাম্পিয়নস লিগে উঠতে ব্যর্থ হওয়ার পর দায়িত্ব ছাড়েন ফন ডার সার। ফন ডার সারের সুস্থতা কামনা করে বিবৃতিতে ইউনাইটেডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এডউইন আমাদের সব ভালোবাসা ও শক্তি তোমার জন্য।' ইউনাইটেডে ফন ডার সারের প্রাক্তন সতীর্থ রিও ফার্ডিনান্ডও টুইট করেন, 'এড একজন যোদ্ধা। ফন ডার সারের পরিবারের পাশেই আছি আমরা।'

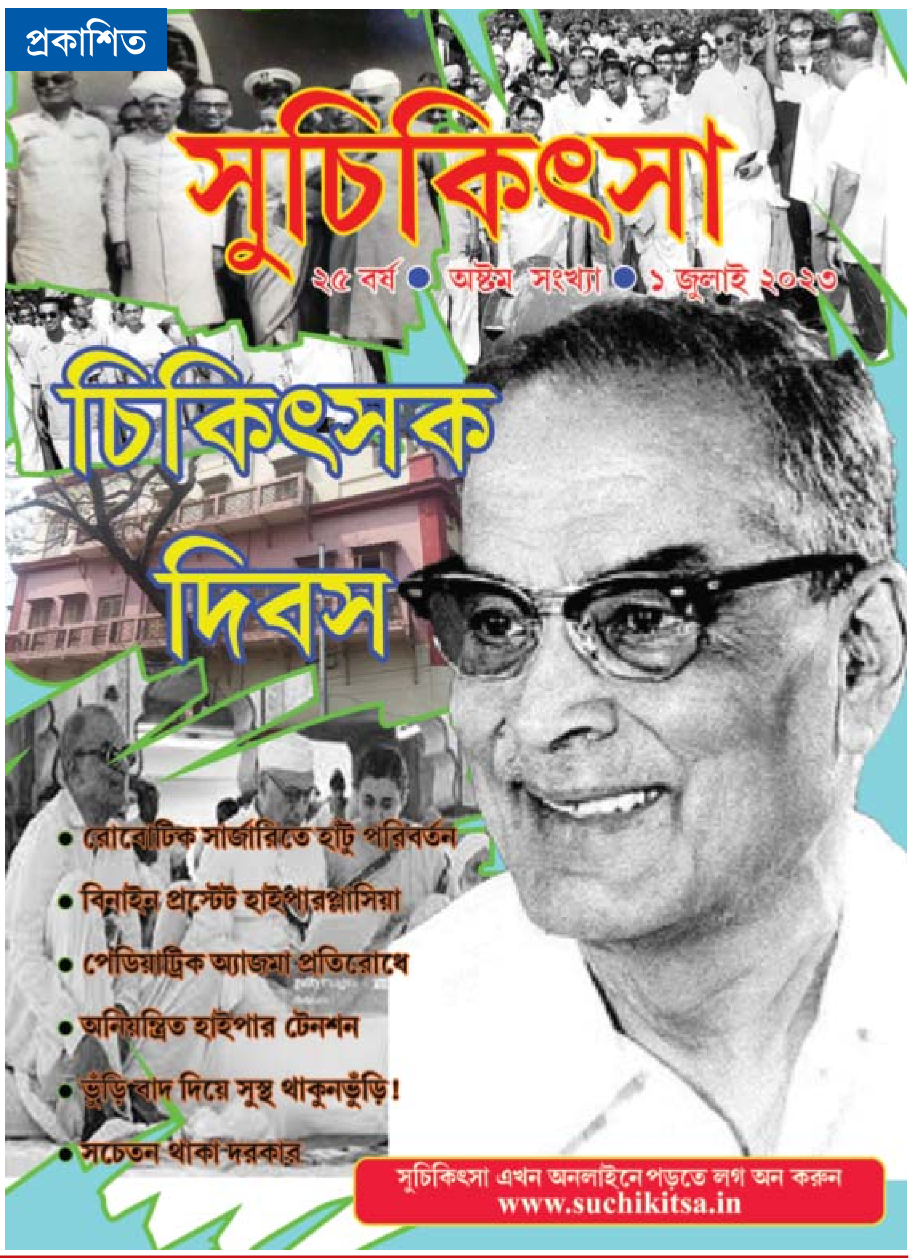

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501